উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

১৬ পৌষ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 1 January 2026 Thursday 20 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 223

লক্ষ্যভেদ

‘লক্ষ্যভেদ’-এর উদ্বোধনী সংখ্যায় স্বাগত! উত্তরবঙ্গের প্রতিটি ছাত্রছাত্রী ও চাকরিপ্রার্থীর স্বপ্নের ডানায় সাহস জোগাতে আমাদের এই নতুন পথ চলা। কেরিয়ারের বিভ্রান্তি দূর করে, সঠিক স্কিল ও গাইডেন্সের হাত ধরে সাফল্যের শিখরে পৌঁছোতে এই পাতা হবে আপনার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গী। আসুন, একসঙ্গে নতুন ভবিষ্যৎ গড়ি।

স্কিল অফ দ্য উইক

পেশাদার সিভি (CV) তৈরির প্রথম পাঠ

চাকরি পাওয়ার দৌড়ে আপনার প্রথম হাতিয়ার হল আপনার সিভি (CV)। নিয়োগকারীরা একটি সিভিতে চোখ বোলাতে গড়ে মাত্র ৬ থেকে ১০ সেকেন্ড সময় নেন। তাই ফ্রেশার হিসেবে আপনার সিভি হতে হবে ছিমছাম, তথ্যবহুল এবং আকর্ষণীয়।

কী লিখবেন?

১. হেডার: সিভির একদম ওপরে আপনার পুরো নাম, ফোন নম্বর, একটি পেশাদার ই-মেল আইডি (যেমন: rahul.das@email.com) এবং লিংকডইন প্রোফাইলের লিংক। ২. কেরিয়ার অবজেক্টিভ: ২-৩ লাইনে লিখুন আপনি কেমন কাজ খুঁজছেন এবং আপনার কোন দক্ষতা কোম্পানিকে সাহায্য করতে পারে। ৩. শিক্ষাগত যোগ্যতা: সর্বশেষ ডিগ্রিটি সবার আগে লিখুন (Reverse Chronological Order)। ডিগ্রির নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম, পাশের সাল এবং জিপিএ/শতাংশ উল্লেখ করুন। ৪. স্কিল বা দক্ষতা: এটি ফ্রেশারদের জন্য সবচেয়ে জরুরি। এমএস অফিস, কোডিং, বা অন্য কোনো টেকনিক্যাল স্কিল জানা থাকলে লিখুন। পাশাপাশি 'সফট স্কিল' (যেমন—টিমওয়ার্ক, কমিউনিকেশন) উল্লেখ করুন। ৫. প্রজেক্ট ও ইন্টার্নশিপ: কলেজের অ্যাসাইনমেন্টে করা কোনো সার্ভে, ফিল্ড ওয়ার্ক বা ইন্টার্নশিপের অভিজ্ঞতা থাকলে তা অবশ্যই হাইলাইট করুন।

কী বাদ দেবেন?

১. অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত তথ্য: বাবার নাম, ধর্ম, জাতীয়তা, বৈবাহিক অবস্থা—এগুলো আধুনিক কর্পোরেট সিভিতে লেখার প্রয়োজন নেই (যদি না বিশেষভাবে চাওয়া হয়)। ২. অপেশাদার ছবি: সেলফি বা বিয়েবাড়ির ছবি দেবেন না। দিলে ফরমাল পোশাক পরা ছবি দিন, নতুবা ছবি দেওয়ারই দরকার নেই। ৩. অদ্ভুত ইমেল আইডি: coolboy_raj@... বা angel_priya@... জাতীয় ইমেল আইডি ব্যবহার করবেন না। ৪. বানান ভুল: একটি বানান ভুলও আপনার সিভি বাতিল হওয়ার কারণ হতে পারে।

২৬-এ চাকরির বাজারে টিকে থাকতে যা যা জানতেই হবে

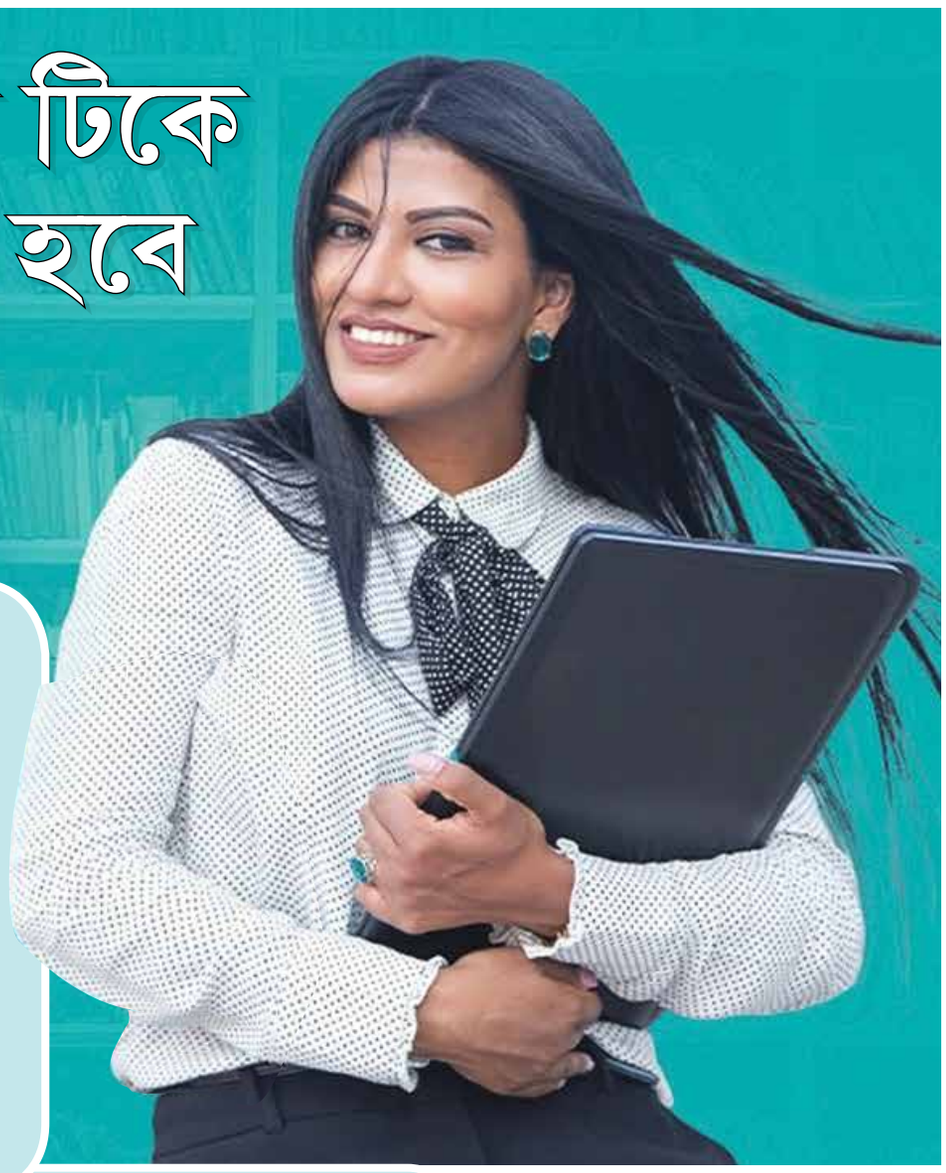

পৃথিবী পাল্টাচ্ছে চোখের পলকে। আজ যা ‘ট্রেন্ড’, কাল তাই ইতিহাস। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এবং অটোমেশনের ঝড়ে চাকরির বাজারের চেনা সমীকরণগুলো তাসের ঘরের মতো ভেঙে আবার নতুন করে তৈরি হচ্ছে। এখন প্রশ্ন আর "বড় হয়ে কী হবে?"-তে সীমাবদ্ধ নেই; বরং প্রশ্নটি দাঁড়িয়েছে, "কীভাবে আগামী দিনে নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখব?" একটা সময় ছিল যখন নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিই ছিল চাকরির নিশ্চিত পাসপোর্ট। কিন্তু আজকের স্মার্ট রিক্রুটাররা শুধু সার্টিফিকেটের দিকে তাকান না। তারা জানতে চান—আপনার 'পোর্টফোলিও' কী বলছে? আপনি বাস্তবে কী সমস্যা সমাধান করতে পারেন

নতুন বছরে নিজেকে আপগ্রেড করার ৫টি মন্ত্র

২০২৬-এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে এই ৫টি মন্ত্রকে শুধু পড়া নয়, অভ্যাসে পরিণত করতে হবে:

টেক-স্যাভি (Tech-Savvy) ৩.০ : স্মার্ট হওয়ার নতুন সংজ্ঞা আগে কম্পিউটার জানা মানে ছিল ওয়ার্ড বা পাওয়ারপয়েন্ট জানা। এখন স্মার্টফোন শুধু সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য নয়, এটি আপনার প্রোডাক্টিভিটি টুল।

● **অ্যাডভান্সড টিপস:** শুধু এক্সেল জানলে হবে না, শিখতে হবে 'প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং'। চ্যাটজিপিটি (ChatGPT) বা জেমিনি (Gemini)-কে সঠিক নির্দেশ দিয়ে কীভাবে নিজের কাজ করিয়ে নিতে হয়, এটি এখন একটি আলাদা দক্ষতা। ক্যানভা দিয়ে ডিজাইন বা নোশন দিয়ে প্রোজেক্ট ম্যানেজ করার মতো 'নো-কোড' টুলগুলোর ব্যবহার শিখুন।

সফ্‌ট স্কিলস ও ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স: মেশিন লজিক বোঝে, কিন্তু আবেগ বোঝে না। এখানেই মানুষের জয়। যোগাযোগ দক্ষতা, দলবদ্ধভাবে কাজ করা এবং নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলী অর্জন করুন।

● **অ্যাডভান্সড টিপস:** শুধু ডেটা পড়াই নয়, শিখুন 'ডেটা স্টোরিটেলিং'। অর্থাৎ, জটিল সংখ্যা বা গ্রাফকে সহজ কথায় গল্পের মতো করে বস বা ক্লায়েন্টকে বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা। পাওয়ার বিআই (Power BI) বা ট্যাবলু (Tableau)-র মতো টুলের প্রাথমিক জ্ঞান থাকলে আপনার সিভি অন্যদের চেয়ে আলাদা হবে।

আনলার্ন ও রিলার্ন : 'লাইফ লং লার্নিং' বা আজীবন শেখাই হলো টিকে থাকার মূল মন্ত্র। কলেজ শেষ মানেই শেখা শেষ নয়। তবে শেখার চেয়েও কঠিন হলো পুরনো বা অচল ধারণা ভুলে গিয়ে (Unlearn) নতুন পদ্ধতি শেখা (Relearn)।

কোন চাকরি কমছে, কোনটি বাড়ছে?

ভবিষ্যৎ নিয়ে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে বাজারের গতিপ্রকৃতি বোঝা জরুরি। অটোমেশনের সহজ নিয়ম হলো—যে কাজ বারবার একই নিয়মে করতে হয়, সেই কাজ মেশিনের দখলে চলে যাবে।

● **বিপদসীমার মধ্যে:** ডেটা এন্ট্রি, সাধারণ মানের টেলি-কলিং, বেসিক ট্রান্সলেশন, ক্যাশিয়ার বা রুটিন মাফিক হিসাবনিকাশের কাজগুলো এখন সফটওয়্যার অনেক দ্রুত ও নির্ভুলভাবে করছে। ফলে এই ধরনের গতানুগতিক 'হোয়াইট কলার' জবের সুযোগ কমছে।

● **উত্থানের পথে:** অন্যদিকে, যে কাজগুলোতে মানুষের বিচারবুদ্ধি, সহানুভূতি, জটিল সৃজনশীলতা এবং স্ট্র্যাটেজিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রয়োজন, সেই চাকরিগুলোর চাহিদা আকাশছোঁয়া। যেমন—এআই এথিসিস্ট (AI Ethicist), গ্রিন এনার্জি এক্সপার্ট, সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং, জেরিয়াট্রিক কেয়ার (বয়স্কদের সেবা), ডেটা সায়েন্টিস্ট এবং অবশ্যই সাইবার সিকিউরিটি। সোজা কথায়—যন্ত্রের সঙ্গে গায়ের জোরে পাল্লা দেওয়া নয়, বরং যন্ত্রকে 'সহকারী' হিসেবে ব্যবহার করে যারা কাজ করতে পারবে, ভবিষ্যৎ তাদেরই।

ডেটা লিটারেসি: তথ্যের ভাষা বোঝা বর্তমান যুগ তথ্যের যুগ। রাশিবিজ্ঞান বা ডেটা দেখে তার মর্মার্থ বোঝার ক্ষমতা অর্জন করুন। আপনি সেলসে থাকুন বা সাংবাদিকতায়—সিদ্ধান্ত নিতে ডেটার ব্যবহার জানা এখন যেকোনো চাকরিতে বড় প্লাস পয়েন্ট।

● **অ্যাডভান্সড টিপস:** জোর দিন 'ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং' এবং 'নেগোসিয়েশন স্কিল'-এর ওপর। কঠিন পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা (Crisis Management) আপনাকে মেশিনের চেয়ে এগিয়ে রাখবে। চাকরির বাজারে এখন IQ-এর চেয়ে EQ (Emotional Intelligence)-এর দাম বেশি।

নেটওয়ার্কিং ও পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং: মানুষের সাথে মানুষের সংযোগই আসল শক্তি। তবে শুধু 'চেনা-জানা' থাকলেই হবে না, নিজেকে একটি 'ব্র্যান্ড' হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

● **অ্যাডভান্সড টিপস:** লিংকডইনে শুধু প্রোফাইল খুলে ফেলে রাখবেন না। সেখানে নিজের ফিল্ডের বিষয় নিয়ে নিয়মিত লেখালেখি করুন। আপনার ইন্ডাস্ট্রি লিডারদের পোস্টে গঠনমূলক মন্তব্য করুন। মনে রাখবেন, "Your Network is your Net Worth." অনলাইন পরিচয়ের পাশাপাশি অফলাইন সেমিনার বা ওয়ার্কশপে গিয়ে মানুষের সাথে কথা বলার জড়তা কাটান।

● **অ্যাডভান্সড টিপস:** 'মাইক্রো-ক্রেডেনশিয়ালস' বা ছোট ছোট সার্টিফিকেটের যুগে প্রবেশ করুন। ৩ বছরের ডিগ্রির অপেক্ষায় না থেকে Coursera, Udemy বা Swayam-এর মতো প্ল্যাটফর্ম থেকে ৩-৬ মাসের স্পেশালাইজড কোর্স করে নিজেকে আপগ্রেড করতে থাকুন।

● **অ্যাডাপ্টাবিলিটি কোশেন্ট (AQ):** ভবিষ্যতের এক্স-ফ্যাক্টর আইকিউ (IQ) এবং ইকিউ (EQ)-এর পর এখন বিশেষজ্ঞরা গুরুত্ব দিচ্ছেন AQ বা -এর ওপর। অর্থাৎ, পরিস্থিতি বদলালে আপনি কত দ্রুত নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন। ২০২৬ সালে কোম্পানিরা এমন কর্মী খুঁজবে না যারা সব জানে, বরং এমন কর্মী খুঁজবে যারা যেকোনো নতুন পরিস্থিতি দ্রুত শিখে নিতে পারে।

ভবিষ্যৎ তাদের জন্য অন্ধকার যারা পরিবর্তনকে ভয় পায়, আর তাদের জন্য উজ্জ্বল যারা পরিবর্তনের ঢেউয়ে সার্ফিং করতে জানে। আজ থেকেই আপনার প্রস্তুতি শুরু হোক। নিজেকে এমনভাবে তৈরি করুন যাতে আপনি চাকরির খোঁজ না করেন, বরং চাকরি আপনাকে খুঁজে নেয়।

দ্বাদশ শ্রেণির পর কী? বিভ্রান্তি কাটানোর পূর্ণাঙ্গ রোডম্যাপ

দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা শেষ হলেই, ফলাফল বেরোবার আগে থেকেই, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মনে একটাই প্রশ্ন—"এর পর কী?" এই সময়টা যেন জীবনের এক কুয়াশাচ্ছন্ন চৌরাস্তা। একদিকে বাবা-মায়ের প্রত্যাশা ও আত্মীয়দের চাপ, অন্যদিকে নিজের চাপা স্বপ্ন, আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে একরাশ বিভ্রান্তি। একটা সময় ছিল যখন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক বা সরকারি চাকরি—এই তিন-চারটে পেশার বাইরে বাঙালি মধ্যবিত্তের পৃথিবীটা খুব ছোট ছিল। কিন্তু আজ? আজ আকাশটা অনেক বড়। ২০২৬ সালের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে স্ট্রিম বা বিভাগ যাই হোক না কেন, গতানুগতিক পথের বাইরে অজস্র সাফল্যের রাস্তা তৈরি হয়েছে। দরকার শুধু সঠিক তথ্যের এবং একটু সাহসের।

বিজ্ঞান : ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের বাইরেও বিশাল জগৎ

যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছেন, তাদের অনেকেই জয়েন্ট এন্ট্রান্স বা নিট (NEET)-এর ইঁদুর দৌড়ে ক্লান্ত। মনে রাখবেন, এখানেই সব শেষ নয়। বরং পিওর সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বাইরে এখন 'অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স'-এর যুগ।

● **ডেটা ও টেকনোলজি:** বর্তমান বিশ্ব চলে ডেটার ওপর। ইঞ্জিনিয়ারিং না করেও 'বি.এসসি ইন ডেটা সায়েন্স', 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স' বা 'স্ট্যাটিসটিক্স' পড়লে চাকরির বাজার আপনার হাতের মুঠোয় থাকবে।

● **বায়ো-সায়েন্সের নতুন ধারা:** বায়োটেকনোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, জেনেটিক্স বা ফুড টেকনোলজি—এই বিষয়গুলোতে গবেষণা ও কর্পোরেট চাকরির বিশাল সুযোগ। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে এই ডিগ্রিগুলোর কদর এখন আকাশছোঁয়া।

● **হেলথকেয়ারের বিকল্প পথ:** মূল ধারার ডাক্তারি না করেও প্যারামেডিক্যাল বা 'অ্যালায়েড হেলথ সায়েন্স' (যেমন—ফিজিওথেরাপি, অপটোমেট্রি, কার্ডিয়াক কেয়ার টেকনোলজি, নিউট্রিশন) পড়েও স্বাস্থ্য পরিষেবায় উজ্জ্বল ও সম্মানজনক কেরিয়ার গড়া সম্ভব। এমনকি 'ভেটেরিনারি সায়েন্স' বা পশুচিকিৎসাও এখন অত্যন্ত চাহিদাসম্পন্ন পেশা।

● **মিডিয়া ও কমিউনিকেশন:** মাস কমিউনিকেশন ও জার্নালিজম এখন শুধু খবরের কাগজ বা টিভিতে সীমাবদ্ধ নেই। ডিজিটাল কন্টেন্ট ক্রিয়েশন, পিআর (PR) বা জনসংযোগ, ডিজিটাল মার্কেটিং এবং অ্যাডভার্টাইজিং এখন মূল ধারার পেশা।

আর্টস ও হিউম্যানিটিজ

সৃজনশীলতার 'ক্রিয়েটিভ ইকোনমি' "আর্টস নিয়ে পড়েছ, এবার তো শুধু মাস্টারি"—এই ধারণা এখন প্রস্তর যুগের। হিউম্যানিটিজের ছাত্রছাত্রীদের যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skills) ও সৃজনশীলতা সাধারণত বেশি হয়, যা অটোমেশনের যুগে মেশিনের চেয়ে বেশি দামি।

● **ডিজাইন ও আর্ট:** ডিজাইনিং (ফ্যাশন, ইন্টেরিয়র, গ্রাফিক, জুয়েলারি) অত্যন্ত লোভনীয় ও হাই-পেইং কেরিয়ার। ইউআই/ইউএক্স (UI/UX) ডিজাইনিং এখন আর্টসের ছাত্রদের টেকনোলজি সেক্টরে ঢোকার সেরা দরজা।

● অন্যান্য পেশাদার কোর্স: হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম, হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বা সোশ্যাল ওয়ার্ক (BSW)-এর মতো পেশাদার কোর্সগুলো দ্রুত চাকরির সুযোগ করে দেয়। পাঁচ বছরের ইন্টিগ্রেটেড ল (BA LLB) তো চিরকালীন ভালো অপশন।

● **পরিবেশ ও ভূতত্ত্ব:** জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে 'এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স', 'জিওলজি' বা 'জিওফিজিক্স' পড়া ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা আন্তর্জাতিক স্তরে বাড়ছে।

বাণিজ্য : হিসাবের খাতা থেকে গ্লোবাল ফিন্যান্স

শুধুই সাধারণ বি.কম পাস বা সিএ (CA)-এর কঠিন পথে না হেঁটে কমার্সের ছাত্রছাত্রীরা এখন নতুন দিকে ঝুঁকছে।

● **প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন:** প্রথাগত ডিগ্রির পাশাপাশি ACCA (গ্লোবাল সিএ), CMA (কস্ট ম্যানেজমেন্ট), বা CS (কোম্পানি সেক্রেটারি)-এর মতো প্রফেশনাল কোর্সগুলো এখন কর্পোরেট দুনিয়ায় অত্যন্ত মূল্যবান।

● **ফিন্যান্স ও অ্যানালিটিক্স:** ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং, স্টক মার্কেট অ্যানালিসিস, এবং 'বিজনেস অ্যানালিটিক্স' এখন দারুণ জনপ্রিয়। যাদের অঙ্কে ভালো দখল আছে, তারা 'অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্স' (Actuarial Science) নিয়ে ভাবতে পারেন—বীমা ও রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সেক্টরে এর চাহিদা প্রচুর এবং বেতনও ঈর্ষণীয়।

● **ম্যানেজমেন্ট:** বিবিএ (BBA) এখন অনেক স্পেশালাইজড হয়েছে। লজিস্টিকস, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বা ফিন-টেক স্পেশালাইজেশনসহ বিবিএ করাটা ভবিষ্যতের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ।

স্মার্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার ৫টি ‘অ্যাডভান্সড টিপস’

১ **SWOT অ্যানালিসিস করুন:** খাতা-কলম নিয়ে বসুন। নিজের Strength (শক্তি), Weakness (দুর্বলতা), Opportunity (সুযোগ) এবং Threat (বাধা)—এই চারটি বিষয় লিখুন। বন্ধুর দেখাদেখি নয়, নিজের এই ছক মিলিয়ে বিষয় বাছুন।

২ **প্ল্যান 'বি' তৈরি রাখুন:** সবসময় একটি বিকল্প রাস্তা খোলা রাখুন। যদি জয়েন্ট বা নিট না হয়, তবে আমি কী পড়ব—সেই ব্যাকআপ প্ল্যান থাকলে মানসিক চাপ অর্ধেক হয়ে যায়।

৩ **ইন্টার ডিসিপ্লিনারি শিক্ষা:** এখন শিক্ষার দেওয়ালগুলো ভেঙে যাচ্ছে। আপনি ফিজিক্স নিয়েও মিউজিক শিখতে পারেন, আবার ইতিহাস নিয়েও কোডিং শিখতে পারেন। কলেজের ডিগ্রির পাশাপাশি সমান্তরালভাবে অন্য কোনো স্কিল (যেমন—ভিডিও এডিটিং, ডেটা অ্যানালিটিক্স বা বিদেশি ভাষা) শিখতে থাকুন।

৪ **গ্যাপ ইয়ার ট্যাবু নয়:** যদি সত্যিই খুব বিভ্রান্ত থাকেন বা এন্ট্রান্সের জন্য আর এক বছর ভালো করে পড়তে চান, তবে এক বছর বিরতি বা 'গ্যাপ' নেওয়া কোনো অপরাধ নয়। তবে সেই সময়টা যেন প্রোডাক্টিভ কাজে লাগে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫ **পেশাদার পরামর্শ:** ইন্টারনেট রিসার্চের পাশাপাশি প্রয়োজনে পেশাদার কেরিয়ার কাউন্সিলরের সাহায্য নিন বা লিংকডইনে সেই ফিল্ডের সিনিয়রদের সাথে কথা বলুন। যারা বাস্তবে ওই কাজটা করছেন, তাদের অভিজ্ঞতা আপনাকে সঠিক দিশা দেখাবে।

আসল কথা হলো, স্রোতে গা ভাসাবেন না। মনে রাখবেন, পৃথিবীতে কোনো বিষয়ই 'ভালো' বা 'খারাপ' নয়। যে বিষয়ে আপনার আগ্রহ এবং দক্ষতা—দুটোই আছে, একমাত্র সেই বিষয়েই আপনি আপনার সেরাটা দিতে পারবেন।

এক্সপার্ট কর্নার

রাতুল সরকার, বালুরঘাট: আমি অঙ্কে দুর্বল, কিন্তু টেকনোলজি নিয়ে পড়তে চাই। ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া আর কী উপায় আছে?

উত্তর: টেকনোলজি মানেই শুধু কঠিন অঙ্ক বা ইঞ্জিনিয়ারিং নয়। অঙ্কে ভীতি থাকলে তুমি বিসিএ (BCA), মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স, UI/UX ডিজাইন বা ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে এগোতে পারো। এছাড়া প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে 'পাইথন' (Python) বা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে পারো, যেখানে অঙ্কের চেয়ে লজিক বা যুক্তির ব্যবহার বেশি।

নবনীতা বিশ্বাস, দিনহাটা: আমি আর্টস নিয়ে পড়েছি। সবাই বলছে সরকারি চাকরি ছাড়া নাকি গতি নেই। প্রাইভেট সেক্টরে আমার জন্য কী কী সুযোগ আছে?

উত্তর: এই ধারণা ভুল। কর্পোরেট জগতে আর্টসের ছাত্রছাত্রীদের প্রচুর চাহিদা। তুমি মাস কমিউনিকেশন ও জার্নালিজম, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, আইন (Law) বা সোশ্যাল ওয়ার্ক (BSW) নিয়ে পড়তে পারো। এছাড়া কন্টেন্ট রাইটিং, অ্যাডভার্টাইজিং এবং ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট—এই ক্ষেত্রগুলোতে ক্রিয়েটিভ বা সৃজনশীল মানুষের কদর সবচেয়ে বেশি।

সৌরভ রায়, ফালাকাটা: এখন শুনছি ডিগ্রির চেয়ে 'স্কিল'-এর দাম বেশি। তাহলে কি কলেজ ছেড়ে দিয়ে শুধু প্রফেশনাল কোর্স করব?

উত্তর: একদমই না। ডিগ্রি হল 'পাসপোর্ট', যা তোমাকে ইন্টারভিউ বোর্ডে ঢোকার যোগ্যতা দেয়। আর স্কিল হলো তোমার 'পারফরম্যান্স', যা চাকরি পেতে সাহায্য করে। গ্রাজুয়েশন চালিয়ে যাও, তার পাশাপাশি অনলাইন বা অফলাইন কোর্সের মাধ্যমে নতুন স্কিল (যেমন—অ্যাডভান্সড এক্সেল, ভিডিও এডিটিং বা স্পোকেন ইংলিশ) শিখতে থাকো। দুটোরই গুরুত্ব অপরিসীম।

আপনার মনেও কি কেরিয়ার নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে? লিখে পাঠান আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে (৯০৬৪৮৪৯০৯৬) বা ই-মেল করুন:

ubscareeroption@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৫,২২০.৬০ (+৫৪৫.৫২)

নিফটি : ২৬,১২৯.৬০ (+১৯০.৭৫)

লাখো মানুষের ভিড়ে খালেদাকে শেষ বিদায় ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
২৪° সর্বোচ্চ / ১১° সর্বনিম্ন	২৫° সর্বোচ্চ / ১১° সর্বনিম্ন	২৫° সর্বোচ্চ / ১২° সর্বনিম্ন	২৩° সর্বোচ্চ / ১১° সর্বনিম্ন

২৮-এ শা'র লক্ষ্য ২০ ৪

বছরের শেষ ম্যাচেও গোল রোনাল্ডোর ১৮

১৬ পৌষ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 1 January 2026 Thursday 20 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 223

উদয়ন গড়ে অদৃশ্য কাঁটা

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ভোটের অঙ্ক

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

দিনহাটা, ৩১ ডিসেম্বর : 'শোনও শোনও বন্ধুগণ শোনও দিয়া মন, বাংলার উন্নয়ন...' - দূর থেকে ভেসে আসা পাঁচালির সুরে মুখেচোখে বিরক্তি ফুটে ওঠে মদনের, 'এই যে, সাতসকালে চালু হয়া গেইল। হামরা কাজ করি তাল না পাই আর উমার খালি উন্নয়ন। কোটে উন্নয়ন হইছে কায় জানে।' (এই যে সাতসকালে চালু হয়ে গেল। আমরা কাজ করে তাল পাই না, ওদের খালি উন্নয়ন। কোথায় উন্নয়ন হয়েছে কে জানে) টোটোতে ধূপকাঠি দেখিয়ে প্রণাম করে বিড়বিড় করতে থাকেন মদন। রওনা হওয়ার আগে স্ত্রী এসে মনে করান ছেলের স্কুলে ইউনিফর্ম, বইয়ের টাকা দেওয়ার তারিখ পেরিয়ে গিয়েছে। অস্ফুট স্বরে 'দেখছি' বলে টোটো স্টার্ট দেন তিনি। পাশের চায়ের দোকানে বাইকে বসেই হাঁক দেন এক ব্যক্তি, 'ওই মদন, মিটিংয়ের কথা মনে আছে তো? বাবুনদা আসবে কিন্তু।' হাত নেড়ে সম্মতি জানিয়ে মূল রাস্তা ধরে এগিয়ে যান মদন। শীতের সকালের কুয়াশা তখনও কাটেনি। নেতার সামনে মদনের সম্মতি ধোঁয়াশাই তৈরি করে।

খেরবাড়িহাট বাজারে চায়ের আসর জমে এসআইআর-এর আলোচনায়। সেখান থেকে রাজ্য ও দেশের রাজনীতি নিয়ে তর্ক জমান বাবলু দাস, ইয়াকুব মিয়াঁরা। উদয়ন গুহ না তাঁর ছেলে এবার দিনহাটা বিধানসভায় প্রার্থী হবেন তার চুলচেরা বিশ্লেষণও চলে। নিশীথ প্রামাণিক মাঠে নামলে খেলা ঘুরে যেতে পারে বলেও জানান কেউ কেউ। সেই আলোচনার কোনও শেষ নেই। একজন উঠে যায় তো অন্যজন এসে আসরে যোগ দেন।

জনসংযোগে উদয়ন।

এরপর দশের পাতায়

বর্ষশেষের আনন্দে

সিকিয়াঝোরায় বোটিংয়ে পর্যটকরা। বুধবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

নতুন বছরে আমাদের সংকল্প

প্রতিদিন চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজের পাতায় কেবল অস্থিরতা আর বঞ্চনার খবর পড়তে পড়তে আপনি কি ক্লান্ত? তবে এবার সময় এসেছে বদলানোর। উত্তরবঙ্গ সংবাদ বিশ্বাস করে, খবরের কাগজ কেবল ঘটনার দলিল নয়, তা হওয়া উচিত আগামীর স্বপ্ন আর লড়াইয়ের প্রেরণা। তাই নতুন বছরের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমাদের সংকল্প 'আমরা বদলে যাব ঠিক ততটাই, যতটা আমাদের পাঠকরা চান'। আজ থেকে আপনার চেনা খবরের কাগজ সাজছে এক সম্পূর্ণ নতুন সাজে। নেতিবাচকতার শিকল ভেঙে আমরা আপনার টেবিলে পৌঁছে দেব একরাশ তাজা সুবাস। আমরা খুঁজব সেইসব খবর, যা আপনার মুখে হাসি ফোটাবে, যা আপনাকে ভাবাবে এবং বলবে- 'সব শেষ হয়ে যায়নি'।

জয়ন্তী নয়, অভিষেকের সভার স্থান বদল

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৩১ ডিসেম্বর : কুমারগ্রাম ব্লকের জয়ন্তী চা বাগানের মাঠে ৩ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলাপচারিতা কর্মসূচি হবে বলে ঠিক ছিল। কিন্তু বুধবার হঠাৎ করেই দলের তরফে ওই জায়গাটি বদলে আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন মাঝেরডাবরি চা বাগানের আউট ডিভিশনের মাঠকে নতুন জায়গা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। এদিন তৃণমূলের জেলা নেতারা ওই স্থান পরিদর্শন করেন। তবে হঠাৎ করেই সভার স্থান বদলে প্রশ্ন উঠেছে।

তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক অবশ্য বললেন, 'জয়ন্তী চা বাগানের মাঠে যাতায়াতের একটা সমস্যা আছে। আবার মাঠ থেকে হেলিপ্যাডও অনেকটা দূরে। তাই আমাদের সাংসদের টিম এবং সবাই মিলে স্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিই। আপাতত মাঝেরডাবরি চা বাগানের মাঠে কর্মসূচির স্থান ঠিক করা হয়েছে।'

তৃণমূল নেতারা এদিন সকাল থেকেই আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন মাঝেরডাবরি চা বাগানের আউট ডিভিশনের মাঠ পরিদর্শন করেন। সঙ্গে আইপ্যাকের টিম ও প্রশাসনের কর্মকর্তারাও ছিলেন। আউট ডিভিশনের মাঠে ভূমিপুজোও করা হয়। তৃণমূল সূত্রে খবর, অভিষেকের এবারের কর্মসূচি অন্য ধরনের হবে। এজন্য মাঠের মাঝখানে একটি মুক্তমঞ্চ বানানো হবে।

এরপর দশের পাতায়

2026
নববর্ষের উপহার

ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠকদের জন্য থাকছে বিশেষ উপহার। ২০২৬ সালের একটি দেওয়াল ক্যালেন্ডার সংবাদপত্রের সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। আজ পত্রিকা বিক্রেতার কাছ থেকে কাগজের সঙ্গে ক্যালেন্ডারটি চেয়ে নিতে ভুলবেন না।

প্রকাশক

ইংরেজি নববর্ষে
উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্সি, পত্রিকা বিক্রেতা, শুভানুধ্যায়ীদের জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

জীবনের দাবিতে নিরুত্তর কেন্দ্র

বঙ্গ রাজনীতির অঙ্ক দিল্লিতে, গুরুত্ব দিচ্ছে না রাজ্য

নিউজ ব্যুরো

৩১ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকার অস্বীকার করলেও কেএলও প্রধান জীবন সিংহের দাবি, তাঁদের সঙ্গে নয়াদিল্লির তিনদিনের আলোচনা হয়েছে। কেএলও'র সহযোগী সংগঠন কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল নিজেদের ওই আলোচনার অন্যতম শরিক বলে দাবি করেছে। কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বুধবার প্রেস বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, খুব শীঘ্র তাঁদের দাবি পূরণের ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্র।

যদিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মুখপাত্র রাজকুমার সিং বলেন, 'এই ধরনের কোনও বৈঠকের খবর আমার জানা নেই। কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল অবশ্য বিবৃতিতে জানিয়েছে, যে দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে প্রধান হল আলাদা কামতাপুর রাজ্য গঠন। কোন রাজ্য ভেঙে আরেকটি রাজ্য গঠন করতে হলে সংবিধান অনুযায়ী প্রথম রাজ্যটির সম্মতি প্রয়োজন। কিন্তু নয়াদিল্লিতে গত তিনদিনের আলোচনায় রাজ্য সরকারকে ডাকাই হয়নি। ফলে বৈঠকটি সারবত্তা নিয়ে প্রশ্ন এড়ানো যাচ্ছে না। রাজ্য সরকারের পক্ষে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলা থেকে পালিয়ে থাকা এক নেতা

এরপর দশের পাতায়

উৎসবের রংয়ে স্বাগত নতুন বছর

বছরের শেষ দিনে যেন উৎসবের আবহ। '২৬-কে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত সকলে। তার আগে চলল পিকনিক, কেউবা ঢুঁ মারলেন পর্যটনকেন্দ্রে।

দামিনী সাহা ও ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা, ৩১ ডিসেম্বর : বছরের শেষ রাত মানেই তো নতুন বছরের প্রতীক্ষার শেষ লগ্ন। প্রতি বছরের মতোই আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা দুই শহরেই খাওয়াদাওয়া আর পারিবারিক বন্ধুমহলের মিলনমেলায় মেতে উঠলেন সাধারণ মানুষ। শীতের আবহে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে সকাল থেকে রাত দুই শহরেই উৎসবের রঙিন ছবি।

আলিপুরদুয়ার শহরে বর্ষবরণের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় সকাল থেকেই। অনেকেই দিন কাটালেন পিকনিকের আসরে। শহর সংলগ্ন পানিঝোরা, পাম্পুবস্তি, পোরোবস্তির মতো বিভিন্ন এলাকায় বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও পরিবারকে নিয়ে ভিড় জমাতে দেখা যায়। কেউ আবার বাড়িতেই পিকনিকের ব্যবস্থা করেন। সকাল থেকেই বাজারে ছিল উপচে পড়া ভিড়। সবজি, মাছ, মাংস থেকে শুরু করে মশলা ও রান্নার সরঞ্জাম কিনতে ব্যস্ত ছিলেন সকলে।

বর্ষবরণে জমজমাট শহরের ফুড স্টল থেকে মিষ্টির দোকানগুলো। অনেক মিষ্টির দোকানেই দেখা যায় নতুন নতুন আইটেম। শহরের মাড়োয়ারিপট্টি এলাকার এক মিষ্টি ব্যবসায়ী বিমল বাফনা বললেন, 'বর্ষবরণকে সামনে রেখে নিয়মিত মিষ্টির পাশাপাশি মালপোয়া, গাজরের হালুয়ার মতো বিশেষ আইটেমও তৈরি করা হয়েছে। ক্রেতারা নিচ্ছেন ভালোই।'

শহরের রেস্তোরাঁগুলিও বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েছিল। পার্ক রোড এলাকার একটি রেস্তোরাঁর কর্ণধার সৈকত রায় জানান, ''নতুন বছর উপলক্ষ্যে তরুণদের কথা মাথায় রেখে 'বোবা শেক',

নিউটাউনে পিকনিকের আয়োজন। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

এরপর দশের পাতায়

আমার উত্তরবঙ্গ

উত্তরবঙ্গের এই সুবিশাল জনপদে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন এমন অসংখ্য মানুষ, কেউ হয়তো নিজের শেষ সম্বলটুকু দিয়ে অনাথ শিশুদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন, কেউ মুমূর্ষু রোগীকে রক্ত দিতে মাঝরাতে ছুটে যান মাইলের পর মাইল, আবার কেউ হয়তো একা হাতে গড়ে তুলেছেন একটি আস্ত অরণ্য। এঁরাই আমাদের সমাজের 'আনসাং হিরো' বা আলোর সারথি

১০ হাজার সাপ উদ্ধার নন্দুর

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : ২০০৭ সাল। ওই বছরে একদিন প্রতিবেশীর ঘরে বিষধর এক সাপ ঢুকে পড়েছিল। তিনি সাহস করে সেই ঘরে ঢুকে সাপটিকে বের করে এনেছিলেন। তারপর থেকেই ময়নাগুড়ি রোডের নন্দু রায়ের জীবনটা একদম বদলে যায়। সাপ ধরায় প্রথাগত শিক্ষা নেই। নিজেকেই নিজে শিখিয়ে ক্রমে এই বিদ্যায় সড়োগড়ো হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন প্রজাতির ১০ হাজারের বেশি সাপ উদ্ধার করেছেন। এর মধ্যে ৫০টি কিং কোবরা, প্রায় ছয় হাজার গোখরো, হাজারখানেক অজগর রয়েছে। প্রাপ্তির অদ্ভুত ঝুলিতে রেড কোরাল কুকরি, সি বোল্ট ওয়াটারের মতো বিরল প্রজাতির সাপ উদ্ধারের সত্যিকারের গল্পও রয়েছে।

গভীর রাত হোক বা শীতের হাড়কাঁপানো ভোর, ডাক পেলেই নন্দু সেখানে ছুট লাগান। হাতের কায়দায় একটি ছোট্ট লোহার লাঠির সাহায্যে বিষধর সাপকে ঝাঁপিতে পুরে ফেলাটা তাঁর যেন বাঁ হাতের খেলা। সাপ উদ্ধারে দারুণ দক্ষ হলেও মূল লক্ষ্য অবশ্য এই প্রাণীদের খুব ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখা। রবিবার রাতে ময়নাগুড়ি আসাম মোড় এলাকায় পূর্ব-পশ্চিম মহাসড়কের উপর প্রায় আট ফুট লম্বা একটি অজগর সাপ দেখা গিয়েছিল। সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে নন্দু সেখানে গিয়ে সাপটিকে উদ্ধার করে বনকর্তাদের হাতে তুলে দেন। নিজের হাতে সেটির চিকিৎসাও করেন। পরে সাপটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

নন্দুর কথায়, 'সাপের ছোবল থেকে মানুষকে রক্ষা করা যতটা জরুরি, মানুষের আঘাত থেকেও সাপকে রক্ষা করা ঠিক ততটাই জরুরি।' কোনও সরকারি সাহায্য

বিষধর সাপ উদ্ধারে ব্যস্ত নন্দু রায়।

ছাড়াই ১৯ বছর ধরে নন্দু তাঁর এই অভিনব কাজ চালিয়ে চলেছেন। কোনও পারিশ্রমিক নেন না। উলটে নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে মোটরবাইকে তেল ভরে ছুট লাগান। প্রায় ৬০ বছর বয়সি মানুষটির পরিবহণ ব্যবসায় যা লাভ হয় তার বেশ কিছুটা এতেই খরচ হয়ে যায়। মানুষটির একনিষ্ঠতা দেখে অমল রায়, সাহেব দাস, পুরঞ্জন নাগ, পার্থসারথি রায়ের মতো অনেকেই নন্দুর প্রতি তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিজে সাপ উদ্ধারের পাশাপাশি ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠন খুলে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী উদ্ধারকাজের পরিধি বৃদ্ধি করেছেন। এই সংগঠনে এখন ৪০ জন সদস্য। ময়নাগুড়ির পরিধি ছাড়িয়ে ডুয়ার্সজুড়েই সংগঠনের আজকাল দারুণ নামডাক।

এককভাবে এত সাপ উদ্ধারের নজির উত্তরবঙ্গে তো বটেই, গোটা রাজ্যেই তেমন নেই। নন্দুর প্রায় দুই দশকের সাপ উদ্ধারের অভিজ্ঞতাকে বন দপ্তরও কাজে লাগাচ্ছে। দপ্তরের নীচুতলার কর্মীদের সাপ উদ্ধারের বিভিন্ন পদ্ধতি, সাপ চেনানোর প্রশিক্ষণ দিতে সরকারি তরফে মাঝেমধ্যেই নন্দুর ডাক পড়ে।

সর্পপ্রেমী মানুষটি বললেন, 'শুধু সাপ উদ্ধার নয়, বিগত কয়েক বছর ধরে সাপ রক্ষার কাজে লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাওয়ার কারণে এখন গ্রামীণ এলাকায় সাপ মেরে ফেলার ঘটনা অনেকটাই আটকানো সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও সাপ ছোবল দেবার পর কুসংস্কারবশত অনেকেই রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বদলে ওঝার কাছে নিয়ে যেতেন। এই ধরনের ঘটনাও অনেকটা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।' নন্দুর এই কর্মকাণ্ডকে স্বাগত জানিয়ে উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভির বার্তা, 'ওঁর এই কাজের পরিধি আরও বিস্তৃত হোক।'

এসআইআর আতঙ্কে মহিলার মৃত্যু

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৩১ ডিসেম্বর : সারা রাজ্যে এসআইআর আতঙ্কে একাধিক মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এবার সেই তালিকায় নাম জড়াল কুশমণ্ডির। এক মহিলার মৃত্যু নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতের নাম জয়ন্তী সরকার (৫০)। তাঁর বাড়ি কুশমণ্ডি ব্লকের মালিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিকুল সংসদের রণডাঙা গ্রামে। গত ২৭ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু বুধবার পরিবারের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ায় তাঁর নামে এনুমারেশন ফর্ম না আসায় আতঙ্কের জেরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিন ছেলে, এক মেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে ছিল জয়ন্তীর পরিবার।

মৃতার স্বামী নাটারু সরকার বলেন, 'পরিবারের সকলের এনুমারেশন ফর্ম এলেও জয়ন্তীর আসেনি। এরপর থেকেই সে ভেঙে পড়ে। এই নিয়ে বিডিও অফিসে বেশ কয়েকবার যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা কোনও সদুত্তর খুঁজে পায়নি।' এদিকে নিয়ম অনুসারে ওই মহিলাকে ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে জানান স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শ্যামল সাহা। তবে পরিবারের দাবি, তাতেও আতঙ্ক যায়নি জয়ন্তীর। জয়ন্তীর ছেলে তাপস সরকার বলেন, 'মায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দুই লক্ষ টাকা ছিল। তিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতেন। প্রতিবেশীদের কাছে নানান কথা শুনে মা ভেবে নিয়েছিলেন ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারবেন না। টাকা তুলতে না পারলে পরিবারের কী হবে ভেবে চিন্তায় থাকতেন। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মা বাড়িতেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মারা যান। মায়ের মৃত্যুর জন্য এসআইআর দায়ী।' তবে যে যে কারণে মহিলা আতঙ্কে ভুগতেন বলে পরিবারের দাবি সেগুলি সম্পর্কে কোনও সরকারি নির্দেশিকা ছিল না। এদিন দুপুরে মৃতার বাড়িতে যান পঞ্চায়েত প্রধান ফুলমালা রায় বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি আবদুল কাদের মিয়াঁ।

- মহিলা ভেবে নিয়েছিলেন ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে ব্যাংক থেকে আর কোনওদিন টাকা তুলতে পারবেন না
- কষ্ট করে জমানো টাকা তুলতে না পারলে পরিবারের ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তা করতেন তিনি
- ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মারা যান

পরিবারের সকলের এনুমারেশন ফর্ম এলেও জয়ন্তীর আসেনি। এরপর থেকেই সে ভেঙে পড়ে। এই নিয়ে বিডিও অফিসে বেশ কয়েকবার যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা কোনও সদুত্তর খুঁজে পায়নি।

নাটারু সরকার
মৃতার স্বামী

নয়া চেয়ারম্যান নির্বাচনের দাবি

ডালখোলা, ৩১ ডিসেম্বর : ডালখোলা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হাজি ফিরোজ আহমেদকে, ১৭ ডিসেম্বর চেয়ারম্যান নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ৯ জন কাউন্সিলারের স্বাক্ষর করা চিঠি দেওয়া হয় বুধবার। চিঠির কপি উত্তর দিনাজপুর জেলা শাসক ও ইসলামপুর মহকুমা শাসককে পাঠানো হয়েছে। ওইদিন ১৬ জন কাউন্সিলারের উপস্থিতিতে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আলি রেজা খানের প্রস্তাবে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তনয় দে ওরফে পিংকুকে চেয়ারম্যান করা হয়। তার কপিও জেলা শাসক ও ইসলামপুর মহকুমা শাসককে জমা করার পরে হঠাৎ ওই নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করে ৯ জন কাউন্সিলার কেন নতুন করে চেয়ারম্যান নির্বাচনের দাবি তুলেছেন তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

e-TENDER NOTICE
Matiali Block Development Office
Chalsa :: Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/47/BDO/MATIALI/2025-26.
Last date of online bid submission : 07-01-2026 upto 18:00 Hours.
For further details following site may be visited **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Block Development Officer
Matiali Development Block

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিসিবিএল/১৭/২০২৫/এমএলজি, তারিখ: ২৪-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং: ডিসিবিএল২৬২০২৫এমএলজি। কাজের নাম: ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, বঙ্গাইগাঁওয়ের নবনির্মিত গার্ডার উপাদান এবং ইস্পাত নির্মিত কাজের শুধুমাত্র গ্রিট ব্লাস্টিংয়ের দ্বারা ধাতুকরণ। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য: ২,৪৬,২৫,৪৪২.৮৯ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ২,৭৩,১০০.০০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ: ১৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা। টেন্ডার খোলার তারিখ: ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১ (অসম) কার্যালয়ে ১৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০৫ ঘণ্টা। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** দেখুন।
ডিওয়াই. সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সার্বিক বার্ষিক প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৫৯_২০২৫/কে/১২৮৭; তারিখ: ২৪-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং.: ৫৯_২০২৫; কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশন- তিন (০৩) বছরের জন্য কাটিহার ডিভিশনে এলএইচবি টাইপ এসি এবং টিএল কোচে সরবরাহ করা আইসিইপিএল -এর তৈরী আরইবিসি (রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার) -এর সার্বিক বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ত্রুটি মেরামতের রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য: ৩০,৩৩,২৫৮/- টাকা; বায়না মূল্য : ৬০,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর/ইএনজিজি./৭৪ অব ২০২৫, তারিখ: ২৬-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এবিএসএস:- কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে স্টেশন ভবনের সফট আপগ্রেডেশন-এর সাথে পিপি শেডের ব্যবস্থা, প্ল্যাটফর্মের পৃষ্ঠের উন্নয়ন এবং এফওবি সাথে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১৭,৪০,৫৭,৪৫৬.১৯ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ১০,২০,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৩-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৩-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৩-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৩৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৪৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৭৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৫০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৫১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

শোকে ব্যবসা বন্ধ

চ্যাংরাবান্ধা, ৩১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশে ঘোষিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় শোক। এই কারণেই বুধবার চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর থেকে যাবতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের কার্যক্রম বন্ধ থাকে।

ওপারে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ছিল। চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ থাকলেও ভিসাধারী যাত্রীদের যাতায়াত ছিল অব্যাহত।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
JALPAIGURI DIVISION
MUNICIPAL ENGINEERING DIRECTORATE
URBAN DEVELOPMENT AND MUNICIPAL AFFAIRS DEPARTMENT
Vivekananda Mini Market, Race Course Para
P.O. & Dist.- Jalpaiguri, PIN- 735101
E-Mail : eemedjal@gmail.com

TIME EXTENSION
e-Tender is invited from Interested Bonafied bidders / Govt Contractors for 'Construction/Repair of Roads within in Mekhliganj and Maynaguri Municipality under Pathashree Urban Scheme.' as per the detail below :

Sl No	Tender ID No.	Tender Ref No.	Location
1	2025_MAD_5002144_5 2025_MAD_5002144_6 2025_MAD_5002144_8 2025_MAD_5002144_9 2025_MAD_5002144_12	WBMAD/e-NIT/19 of EE/MED/JAL/2025-26 Dt. 12.12.2025.	Maynaguri Municipal Area
2	2025_MAD_5001871_1	WBMAD/e-NIT/18 of EE/MED/JAL/2025-26 Dt. 12.12.2025.	Mekliganj Municipal Area

Bid Submission end date **06.01.2026, 12:00 Noon.** Interested Bonafide bidders and requested to visit **https://tenders.wb.gov.in/.**
Sd/-
Executive Engineer, Jalpaiguri Division, M.E. Dte.

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
JALPAIGURI DIVISION
MUNICIPAL ENGINEERING DIRECTORATE
URBAN DEVELOPMENT AND MUNICIPAL AFFAIRS DEPARTMENT
Vivekananda Mini Market, Race Course Para
P.O. & Dist.-Jalpaiguri, PIN-735101
E-Mail: eemedjal@gmail.com

TIME EXTENSION
e-Tender is invited from Interested Bonafide bidders / Govt Contractors for **'Construction/Repair of Roads within in Dhupguri Municipality under Pathashree Urban Scheme'**
as per the detail below :

Sl No	Tender ID No.	Tender Ref No.	Location
	2025_ MAD_ 5002208_5 2025_ MAD_5002208_6 2025_ MAD_5002208_8 2025_ MAD_5002208_9 2025_ MAD_5002208_10 2025_ MAD_5002208_11 2025_ MAD_5002208_12 2025_ MAD_5002208_13 2025_ MAD_5002208_14	WBMAD/e-NIT/ 20 of EE/MED/ JAL/2025-26 Dt. 13.12.2025.	Dhupguri Municipal Area

Bid Submission end date **06.01.2026, 12:00 Noon.** Interested Bonafide bidders are requested to visit https://tenders.wb.gov.in/.
Sd/-
Executive Engineer, Jalpaiguri Division, M.E.Dte.

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অধীনে অসম অঞ্চলের ১২টি স্টেশনে বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্যে ই-নিলাম
আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অধীনস্থ অসম অঞ্চলের ১২ টি স্টেশনে বিজ্ঞাপনের অধিকার এবং কোকরাঝার স্টেশনের পিআরএস ভবনে ক্যাটারিং সেবা পরিচালনের সঙ্গে সম্পর্কিত ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি (রি-টেন্ডার)। রেট ইউনিট: বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিন: ১৮২৬।

অগ্রিম ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এমআইএসসি-সিএএনকেওজে২৫

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এমএসএস-এপিডিজে-কেওজে-পিআরকিয়স্ক-১৯-২৪-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিস-প্রোমোসনেল কিয়স্ক)	আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অধীনস্থ কোকরাঝার স্টেশনের পুরোনো যাত্রী সংরক্ষণ সেবার (পিআরএস) ভবনে যা এসবিআই/এটিএম-এর সামনে অবস্থিত বাজার-নির্ধারিত মূল্যে স্থানীয় রন্ধন প্রণালী সহ শাকাহারী-অশাকাহারী খাবার, হালকা জলখাবার, গরম ও ঠান্ডা পানীয় সামগ্রীর যোগানের সঙ্গে ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনার জন্য লাইসেন্স।

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৮-০১-২০২৬ তারিখে ১২.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হবে: ১২.৩০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিভিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তি
আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বামনহাট, কোচবিহার, চ্যাংরাবান্ধা, বানারহাট, নিউ ময়নাগুড়ি, বিন্নাগুড়ি, মালবাজার এবং ধুবরি স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তির জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। নিলাম ক্যাটালগ নম্বর: সি-এপি-পার্ক-৪৩-৮; বিবরণ : দুই, তিন, চার এবং চার চাকার অধিক যানবাহনের জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা; একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় : ১২-০১-২০২৬ তারিখে ১১:০০ টায়।

ক্রম নং.	লটনং/ক্যাটাগরি	দিন
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনডি-এমএক্স-৩৮-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-বিএক্সটি-এমএক্স-১৫-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমএক্স-৩২-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএক্স-৩৬-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/৫	পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএক্স-১৬-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/৬	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনকিউ-এমএক্স-৪-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/৭	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স -এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/৮	পার্কিং-এপিডিজে-ডিবিবি -এমএক্স-২৩-২৫-৪ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬

নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময় : ১২-০১-২০২৬ তারিখে ১২:৪০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লটগুলের নিলাম বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য : আগ্রহী দরদাতাদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম লিভ মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অ্যাফিডেভিট
শিলিগুড়ি নোটারী অ্যাফিডেভিট দ্বারা 30-10-2020 তারিখে Ram Krishna Bahadur ও Ram Krishna Bahadur Chhetri একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/119895)

আমি Jahirul Islam পিতা Md. Fayjer Ali, গ্রাম- বোয়ালীমোহন পার্ট- ২, পো- বারকোদালী, থানা- বক্সিরহাট, জেলা- কোচবিহার। আমার পিতার নাম নানা স্থানে নানা রকম থাকায় 31/12/25 তুফানগঞ্জ ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে 10 নং অ্যাফিডেভিট বলে Fajar Ali,, Fayjer Ali, Sekh Fayrej Ali, Fayjer Ali Mahammad থেকে Md. Fayjer Ali করিলাম। (D/S)

Quotation
Chairman, Jalpaiguri Municipality invited Quotation : APAS Quotation no : 11/2025-26 Memo: 4981/M Date : 31/12/2025 Last date of bidding dated : 07/01/2026 at 3.00 P.M Details which are available in the official notice board.
Sd/-
Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

Govt. of West Bengal
Office of the
Block Development Officer
Sadar Block, Jalpaiguri
N.I.Q No:- 03/2025-2026 Dated :- 31.12.2025 invited by the undersigned for the work at Sadar Block, Jalpaiguri. Last date of Submission of Quotation is **09.01.2026 up to 2:00 pm.**
Detailed will be available from the office on all working days.
Sd/-
Block Development Officer
Sadar Block :: Jalpaiguri

শুভেচ্ছা
কলাশ্রী সংগীত ও তবলা বাদ্য শিক্ষা কেন্দ্র সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি, অধ্যাপক শ্রী প্রলয় সাহা অধ্যাপিকা শ্রীমতী ঝুমা সাহা চক্রবর্তী। Happy New Year-2026. Phone-9749565089.

কিডনি চাই
কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা, বয়স 35-এর মধ্যে। Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M No. 8016140555. (C/119892)

অ্যাফিডেভিট
আমি, Mahek Jindal (old name) W/o Ankur Bansal ঠিকানা M.G. Road, Khalpara, P.O. & P.S. Siliguri, Dist- Darjeeling, Pin-734005 নোটারি পাবলিক- শিলিগুড়ি কোর্ট, WB/Darjeeling -এর Affidavit দ্বারা (Mahak Jindal) new name নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No- 11 AC 942174 Dated 31-12-25 Mahek Jindal (Old name) ও Mahak Jindal (New name) একই ব্যক্তি। (C/113657)

পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 23.12.2025 তারিখে J.M. 1st class কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Julekha Begam এবং Parbati (Singh) Begam এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/119265)

I, Gautam Mandal, S/O Anil Chandra Mandal. My name on my driving licence have been wrongly recorded as Goutam Mandal, therefore before the First Class Judicial Magistrate at Jalpaiguri court vide Affidavit on 26/12/2025 I declare that Gautam Mandal and Goutam Mandal is the same person. (C/119894)

আসাম অঞ্চলের ১২টি স্টেশনে বিজ্ঞাপনের স্বত্বাধিকার
আসাম অঞ্চলের ১২টি স্টেশন ও সঞ্চালন এলাকায় একক বিজ্ঞাপন স্বত্বের জন্য ই-নিলামের আহ্বান করা হচ্ছে। নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-এপি-এডিভিটিএনডিটিএল২৫; একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। দিন: ১০৯৬; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়: ০৩-০১-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি	লট বন্ধের তারিখ ও সময়
এএ/১	এডিভিটি-এপিডিজে-একজেএম-ওএইচ-৫২২-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-বাড়ির বাইরে)	০৩-০১-২০২৬তারিখে ১২:৩০ টায়

পরপর লট বন্ধের হওয়ার ব্যবধান ১০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধের সময় আইআরইপিএস-এর ই-নিলাম মডিউলে দেখা যাবে। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এর ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

আজ সাদা ঘণ্ট রাঁধবেন দিগন্তিকা চৌধুরী এবং মৌমিতা দত্ত। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ ডাল বাটি চুরমা চচ্চড়ি, দুপুর ১২.৪৫ রকি, বিকেল ৩.৩০ গোলমাল, সন্ধে ৬.৩০ অন্যায় অত্যাচার, রাত ৯.৩০ হামি-টু
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ বাদশা দ্য ডন, দুপুর ১.০০ জোশ, বিকেল ৩.৪৫ খোকাবাবু, সন্ধে ৭.০০ তুলকালাম, রাত ৯.৪৫ রণক্ষেত্র
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বদলা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ফুল আর পাথর
জি সিনেমা : দুপুর ২.০২ সিকন্দর, বিকেল ৪.৩১ জওয়ান, সন্ধে ৭.৫৯ শিবম ভজে, রাত ১১.০০ ইয়মন
জি বলিউড : বেলা ১১.১০ সত্যপ্রেম কি কথা, দুপুর ২.০৫ চালবাজ, বিকেল ৫.২২ কুলি, রাত ৯.০০ সুহাগ, ১১.৪২ গদর
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৩০ দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে, বিকেল ৩.৫০ হম আপকে দিল মে রহতে হ্যায়, সন্ধে ৬.৫০ বাগবান, রাত ১০.৪০ অস্থ
সোনি ম্যাক্স টু : দুপুর ১.৪৩ অনাড়ি, বিকেল ৪.৫৮ রং, সন্ধে ৭.৫০ জওয়ানি জিন্দাবাদ, রাত ১০.৫৩ অহংকার
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০৩ শাদি মে জরুর আনা, ২.২৬ সনম তেরি কসম, বিকেল ৫.১৩ রিয়েল টেভর
স্টার মুভিজ : বেলা ১১.৩০ টাইটানিক, বিকেল ৫.১৫ গডজিলা ভার্সেস কং : দ্য নিউ এম্পায়ার, সন্ধে ৭.০০ আলাদিন, রাত ৯.০০ দ্য নিউ মিউট্যান্টস

রাশিয়াজ ওয়াইল্ড টাইগার
বিকেল ৩.০০ **ন্যাট জিও ওয়াইল্ড**

সিকন্দর দুপুর ২.০২ **জি সিনেমা**

আলাদিন সন্ধে ৭.০০ **স্টার মুভিজ**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পাওনা আদায় হবে। শান্ত মাথায় ভেবে তবে ব্যবসায় লগ্নি করুন। বৃষ : আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। প্রেমে অভিমান। মিথুন : কোনও পরিকল্পনা আজ সফল হতে পারে। বন্ধুর পরামর্শে সমস্যা থেকে মুক্তি। কর্কট : নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন। নিজেই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। প্রেমে শুভ। সিংহ : আজ কোনও আত্মীয়ের দ্বারা ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। অতিভোজনে সমস্যা। কন্যা : কোনও প্রিয়জন আপনাকে ভুল বুঝে অপমান করতে পারেন। তুলা : কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসবে। শরীরকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। মায়ের পরামর্শ কাজে লাগবে। বৃশ্চিক : আজ লোভ সংবরণ করুন। অর্থক্ষতির আশঙ্কা। জনকল্যাণে অংশগ্রহণ করে মানসিক আনন্দ। ধনু : উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ব। মকর : ব্যবসার কারণে দূরে না যাওয়াই ভালো। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। জনসেবামূলক কাজে অংশ নিয়ে তৃপ্তি পাবেন। মীন : সামান্য কারণে সাংসারিক ঝামেলা। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে অশান্তির অবসান।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে

১৬ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ১১ পৌষ, ১ জানুয়ারি, ২০২৬, ১৬ পুহ, সংবৎ ১৩ পৌষ সুদি, ১১ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৩, অঃ ৪।৫৯। বৃহস্পতিবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ৮।৪০। রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ৯।৪৮। শুভযোগ অপরাহ্ণ ৪।২৮। কৌলবকরণ দিবা ৯।৫০ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৮।৪০ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৯।৪৮ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ৮।৪০ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ২।২০ গতে ৪।৫৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪১ গতে ১।২১ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, সন্ধ্যা ৫।৪ গতে পূর্বেও নিষেধ, রাত্রি ৯।৪৮ গতে যাত্রা শুভ মাত্র পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৮।৪০ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।২০ মধ্যে সীমান্তোন্নয়ন সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, রাত্রি ৮।৪০ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)। ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ইংরাজি নববর্ষ বা নিউ ইয়ার্স ডে। কল্পতরু উৎসব উদযাপন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫০ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৮ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১২।১১ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৮ গতে ৬।২৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বেশি খরচ ও প্রচারের অভাবে শোচনীয় হাল

পর্যটক কমছে গরুমারায়

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : দিন-দিন গরুমারায় কমছে পর্যটকের সংখ্যা। ছুটির ভরা মরশুমে শীতের আমেজ গায়ে মেখে প্রচুর পর্যটক উত্তরবঙ্গমুখী হলেও তার প্রভাব পড়ছে না গরুমারায়। স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের এবং বিভিন্ন বনবস্তির বাসিন্দাদের আয়ের হিসাব অন্তত তাই বলছে। গত কয়েক বছর আগেও ডুয়ার্সের প্রাণকেন্দ্র গরুমারায় পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ত। বন দপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৮ সালে গরুমারায় প্রায় ৬০ হাজারের ওপর পর্যটক বেড়াতে এসেছিলেন। কিন্তু করোনা পরবর্তী সময়ে প্রতি বছর সেই সংখ্যাটা ধীরে ধীরে ৩০ থেকে ৩৫ হাজারে নেমে এসেছে। এদিকে, গরুমারাকে কেন্দ্র করে একের পর এক রিসর্ট-হোটেল ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। কিন্তু অভিযোগ, রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে সরকারি তরফে গরুমারাকে নিয়ে প্রচারের অভাব রয়েছে।

পাশাপাশি, জলদাপাড়ায় জঙ্গল সাফারি ও নজরমিনার একসঙ্গে একই টিকিটে দেখা যায়, গরুমারায় সেই সুযোগ নেই। সাফারি করতে ও নজরমিনারে উঠে বুনোদের দেখতে আলাদা আলাদা মূল্য দিতে হয় পর্যটকদের। তাই জলদাপাড়ায় ভিড় বাড়লেও গরুমারা ক্রমশ খালি হচ্ছে বলেই আক্ষেপ পর্যটন ব্যবসায়ীদের। গরুমারাকে কেন্দ্র করে আশপাশের বিচাভাঙ্গা, সরস্বতী, রামশাই, মূর্তি, পানঝোরা সহ বিভিন্ন বনবস্তির মহিলাদের দল আদিবাসী নৃত্য প্রদর্শন করে বা হস্তশিল্প বিক্রি করে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা রোজগার করত। এখন তা কমে ৭ থেকে ৮ হাজার টাকায় এসে পৌঁছেছে।

বিচাভাঙ্গার স্থানীয় আদিবাসী নৃত্য গোষ্ঠীর দলনেত্রী সবিতা পাইক এবিষয়ে বলেন, ‘বনবস্তির এমন অনেক মহিলা রয়েছেন যাঁরা নৃত্যে বা হস্তশিল্পের কাজ শিখে স্বনির্ভর হয়েছিলেন।

পুরুষদের থেকে বেশি রোজগারও করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু গত কয়েক বছরে পরিস্থিতি পালটেছে। মহিলাদের রোজগার কমে যাওয়ায় এখন তাঁদের চা বাগানে কাজ করতে হচ্ছে। অনেকেই আবার জঙ্গলে জ্বালানির খোঁজে যাচ্ছেন বারবার।’ পরিস্থিতি এমন যে রামশাই এলাকায় আদিবাসী নৃত্য গোষ্ঠীর তিনটি দলের বদলে এখন শুধুমাত্র চটুয়া বনবস্তির একটি দলের নাচ চালু রয়েছে। বাকি দুই কালীরাম ও বুধুরাম বনবস্তির দল নাচ বন্ধ করে দিয়েছে। এনিয়ে স্থানীয় জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সম্পাদক সুবল পাইকও পর্যটক কমার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। এমনকি প্রশাসনের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত বলেও জানান তিনি।

একই বক্তব্য পর্যটন ব্যবসায়ীদেরও। গরুমারা ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তজমল হকও এলাকায় পর্যটনের প্রসারে আরও সরকারি উদ্যোগের দাবি জানান। এদিকে, ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের বক্তব্য, ‘গত কয়েক বছর ধরে ডুয়ার্সজুড়েই পর্যটকদের আগমন কমেছে। ডুয়ার্স পর্যটনকে সেভাবে প্রচারের আলোয় আনা যাচ্ছে না।’

পাশাপাশি জলদাপাড়ায় সাফারি ও নজরমিনার একসঙ্গে দেখতে যা খরচ, গরুমারা ও লাটাগুড়ি জঙ্গলে আলাদা আলাদা টিকিটে দ্বিগুণ খরচ হয়। ফোরামের আরেক সম্পাদক বিপ্লব দে জানান, জঙ্গল সাফারি ও নজরমিনারে যেতে গরুমারা ও লাটাগুড়ির জঙ্গলে ছয়জনের প্রায় পাঁচ হাজার টাকা লাগে। সেখানে জলদাপাড়ায় লাগে ২০০০-এরও কম। তাই অনেকে জলদাপাড়ায় ঘোরাই বেশি পছন্দ করেন। যদিও এনিয়ে বন বিভাগের উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভির কথায়, ‘পরিবেশগত কারণেই জলদাপাড়া ও গরুমারায় সাফারি ও নজরমিনার দেখার ব্যবস্থা আলাদা। এতে কিছু করার নেই।’ তবে সরকারি তরফে বিভিন্ন রাজ্যে এখানকার পর্যটনের প্রচার চলে বলে জানান জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক (পর্যটন) হরিশ রশিদ।

বিশেষ দিনে জঙ্গল সাফারিতে ভিড় হলেও সামগ্রিকভাবে পর্যটকের আনাগোনা কমেছে গরুমারা-লাটাগুড়িতে।

- ২০১৮ সালে গরুমারায় প্রায় ৬০ হাজারের ওপর পর্যটক বেড়াতে এসেছিলেন
- করোনা পরবর্তী সময়ে প্রতি বছর সেই সংখ্যাটা ৩০ থেকে ৩৫ হাজারে নেমে এসেছে
- সরকারি তরফে গরুমারাকে নিয়ে প্রচারের অভাব রয়েছে

পরিবেশগত কারণেই জলদাপাড়া ও গরুমারায় সাফারি ও নজরমিনার দেখার ব্যবস্থা আলাদা। এতে কিছু করার নেই।

-ভাস্কর জেভি
উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল

JIS GROUP
Educational Initiatives
#EDUCATIONBEYONDORDINARY
39 INSTITUTIONS | 185 PROGRAMMES | 45000+ STUDENTS

ADMISSIONS OPEN

COURSES OFFERED

- ENGINEERING & TECHNOLOGY
  M.TECH | B.TECH | B.TECH LATERAL
  DIPLOMA | DIPLOMA LATERAL
- MEDICAL
  MBBS
- DENTAL
  MDS | BDS
- COMPUTER APPLICATION
  MCA | BCA
- PHARMACY
  M.PHARM | B.PHARM | B.PHARM LATERAL | D.PHARM
- MANAGEMENT
  MBA | BBA | BBA - HOSPITAL MANAGEMENT
- SCIENCE
  B.Sc (H)
  BIOTECHNOLOGY | GENETICS | MICROBIOLOGY
  MEDICAL LAB TECHNOLOGY | DATA SCIENCE
  CYBER SECURITY
  M.Sc
  BIOCHEMISTRY | GENETICS | BIOTECHNOLOGY
  MICROBIOLOGY | MEDICAL LAB TECHNOLOGY
  DATA SCIENCE | REMOTE SENSING & GIS
  PHYSICS | CHEMISTRY | ENVIRONMENTAL SCIENCE & SUSTAINABLE DEVELOPMENT
  PHD
- AGRICULTURAL SCIENCE
  B.TECH
  B.SC (H)
- LAW
  LLM | LLB | BBA-LLB INTEGRATED
- HOSPITALITY & HOTEL ADMINISTRATION
  MBA | B.SC | BA | DIPLOMA
- VETERINARY SCIENCE & ANIMAL HUSBANDRY
  BACHELOR OF VETERINARY SCIENCE & ANIMAL HUSBANDRY (BVSC & AH)

Accreditations, Affiliations & Approvals
UGC | AICTE | PCI | DCI | MCI | NCHMCT | BCI | NCTE | MAKAUT
WBUHS | WBSCT&VE&SD | NAAC | NBA | NIRF | ALU | UNAI

JIS UNIVERSITY
86977 43361/62 | www.jisuniversity.ac.in
JIS SCHOOL OF MEDICAL SCIENCE & RESEARCH
81007 49669 | www.jismsr.org
JIS INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES & RESEARCH
98743 75544 | www.jisiasr.org
JIS COLLEGE OF ENGINEERING
86977 43363 | www.jscollege.ac.in
NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
89024 96651 | www.nit.ac.in
GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY
90733 22523 | www.gnit.ac.in
SCHOLARSHIP AVAILABLE*
*T&C APPLY
DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SPORTS COMPLEX
62919 77707/08 | www.surtech.edu.in
GURU NANAK INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT
98361 06964 | www.gnihm.ac.in
GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY
89024 96653 | www.gnipst.ac.in
GURU NANAK INSTITUTE OF DENTAL SCIENCE & RESEARCH
94320 11488 | www.gnidsr.ac.in
JIS SCHOOL OF POLYTECHNIC
93309 06160 | www.jissp.ac.in
JIS INSTITUTE OF PHARMACY
93309 06162 | www.jisiop.org
DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY
9433371907 | www.dsipst.ac.in
ASANSOL ENGINEERING COLLEGE
90736 83912 | www.aecwb.edu.in
GREATER KOLKATA COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT
90736 83914/15 | www.gkcem.ac.in
SCAN HERE
ABACUS INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT
62919 77705/06 | www.abacusinstitute.org
GARGI MEMORIAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
83369 42309 | www.gmitkolkata.org
JIS COLLEGE OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES
81700 08553 | www.jiscovas.org

TRANSFORMING EDUCATION
411+ RECRUITERS IN 2025
47.88 LPA HIGHEST PACKAGE OFFERED IN 2025
92% PLACEMENT IN 2025

81007 49670 | 90733 70470

NATIONAL INSTITUTIONAL RANKING FRAMEWORK
JIS COLLEGE OF ENGINEERING | NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY ARE NIRF RANKED IN ENGINEERING CATEGORY
GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY | JIS UNIVERSITY ARE NIRF RANKED IN PHARMACY CATEGORY

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL
GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY - NAAC GRADE 'A+'
JIS COLLEGE OF ENGINEERING - NAAC GRADE 'A'
NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY - NAAC GRADE 'A'
DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SPORTS COMPLEX - NAAC GRADE 'A'
GURU NANAK INSTITUTE OF DENTAL SCIENCE & RESEARCH - NAAC GRADE 'A'
ASANSOL ENGINEERING COLLEGE - NAAC GRADE 'A'

SILIGURI OFFICE ADDRESS
Dr. Ambedkar Building, Hill Cart Road
Pradhan Nagar, Siliguri - 734 003
JIS HO OFFICE ADDRESS
7 Sarat Bose Road, Kolkata - 700 020
www.jisgroup.org

ALLEN SILIGURI

Every Talent Deserves a Platform

Start your NEET, JEE & Foundation journey towards success

Siliguri Champions – NEET UG 2025

AIR 785 | Maahir Hasan | Classroom Course | AIIMS, Bhubaneswar

AIR 2802 | Sankalan Roy | Classroom Course | AIIMS, Guwahati

AIR 5287 | Deboleena Hazarika | Classroom Course | GMCH, Guwahati

AIR 9739 | Prathama Banerjee | Classroom Course | NRSMC&H, Kolkata

Siliguri Champions – JEE ADV. 2025

AIR 892 | Pranshu Goyal | Classroom Course | IIT, BHU

AIR 965 | Vatsal Varenya | Classroom Course | IIT, BHU

AIR 1584 | Pritish Nandy | Classroom Course | IIT, Bombay

AIR 1688 | Mayank Khoria | Classroom Course | IIT, Indore

ADMISSIONS OPEN
NEET | JEE | OLYMPIADS | CLASS 7th TO 12th & 12th PASS

Don't Miss Your Change

ASAT
SCHOLARSHIP TEST
GET UP TO 90% SCHOLARSHIPS*
TEST DATES 4 JANUARY
SCAN TO REGISTER
*Subject to T&Cs of scholarship, rewards and other fee benefits.

ALLEN SILIGURI
9513784242
allen.ac.in/siliguri

ALLEN KOTA
8690660111
allen.ac.in/siliguri

Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment for the students to prepare for their target examinations. Studying at a coaching institute does not guarantee selection in the examinations. Selection also depends on other factors like preparation, available admission seats in the competitive exam, and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid and full time classroom course.

খুনে ধৃত

খড়্গপুরের সিভিক ভলান্টিয়ার খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সোনু সোনকারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ১৬ ডিসেম্বর রাতে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে খুন করা হয়। তারপর থেকেই সোনুর খোঁজ চালাচ্ছিল পুলিশ।

ঝুলন্ত দেহ

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মহেশতলায় বুধবার সকালে বন্ধ ঘর থেকে বাবা ও ছেলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃত বাপ্পা নস্কর পেশায় গাড়িচালক। ছেলে নাবালক রূপম বাবার সঙ্গেই থাকত।

নাটকে সেরা

আন্তঃবিদ্যালয় বাংলা ছোট নাটক প্রতিযোগিতায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম হল খেয়াদহ হাইস্কুল। আদিবাসী ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাট্যচর্চার জন্য নাটকের প্রযোজক আদিবাসী অভিনেত্রী সুস্মিতা উরাংকে পুরস্কৃত করেন রাজ্যপাল।

ক্ষুব্ধ রচনা

সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের বিবাদ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। বুধবার রচনা জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী দিনে অসিতের কর্মসূচিতে তিনি উপস্থিত থাকবেন না।

২৮-এ শা'র লক্ষ্য ২০

সাংসদ, বিধায়কদের ভোটে জেতার টিপস

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : ২৬-এ রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য তৈরি আছে বাংলার মানুষ। তবে নিজেকে লড়ে জিততে হবে। সবসময় দলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে দলের বিধায়কদের উদ্দেশে একথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাজ্যের নির্বাচনের অন্যতম কান্ডারি অমিত শা। বুধবার সল্টলেকের একটি বেসরকারি হোটেলে দলের বিধায়ক, সাংসদদের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা বৈঠক করেন অমিত শা। বৈঠকে ছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ দলের সাংসদ, বিধায়করা। সেই বৈঠকেই এখন থেকে নির্বাচনের জন্য ঝাঁপাতে দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের নির্দেশ দেন তিনি। দলীয় নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে সাংগঠনিক দুর্বলতা দূর করার পাশাপাশি জনসংযোগ এবং প্রচারে বিশেষ জোর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

বুধবার সল্টলেকের একটি বেসরকারি হোটেলে দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করেন অমিত শা। বৈঠকে দলের প্রাক্তন সাংসদ, বিধায়করাও উপস্থিত ছিলেন। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপির সরকার গড়ার লক্ষ্যে দলের বিধায়কদের উজ্জীবিত করতে অমিত শা বলেন, 'বাংলায় বিজেপি সরকারকে আনতে মানুষ তৈরি আছে। জিততে হবে। জেতার পরিবেশ তৈরি আছে। গতবারের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের এগোতে হবে।' বৈঠকে সাংসদ, বিধায়কদের একগুচ্ছ হোম টাস্ক দিয়েছেন শা। তার মধ্যে অন্যতম হল স্থানীয় এলাকার মানুষের সঙ্গে নিবিড় জনসংযোগ। সাংসদ, বিধায়কদের উদ্দেশে শা বলেন, 'প্রতিদিন নিয়ম করে দলীয় কার্যালয়ে বসুন। মানুষকে সময় দিন। মানুষের অভাব- অভিযোগের কথা মন দিয়ে শুনুন, তার প্রতিকার করার চেষ্টা করুন। যেটা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়, সেটাও মানুষকে বুঝিয়ে বলুন। মানুষের পাশে থাকাটাই সবথেকে বড় কথা। নিয়ম করে প্রতিটি এলাকায় স্ট্রিট কর্নার মিটিং করে জনমত গড়ে তুলতে হবে। তৃণমূল যে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে, তা মানুষকে বোঝাতে হবে।' এই প্রসঙ্গেই উঠে এসেছে মতুয়া এবং সিএএ প্রসঙ্গ। এসআইআর-এর জেরে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কায় মতুয়ারা আতঙ্কিত। দলের মতুয়া সাংসদ, বিধায়করা এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্বেগের কথা শা-কে জানালে জবাবে তিনি বলেন, 'সিএএ নিয়ে সরকার ও কমিশন যা করছে তা আইন মেনেই হচ্ছে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। নাম বাদ গেলে ২৬-এ ভোট দিতে না পারলে পরের বার দেবে। মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেবেই বিজেপি।'

বৈঠক শুরুর আগে শা-কে পুষ্পস্তবক দিচ্ছেন শমীক। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

দলের মতুয়া বিধায়কদের উদ্দেশে শা বলেন, 'প্রত্যেক মতুয়া ও হিন্দু শরণার্থীরা যাতে সিএএ-তে আবেদন করেন, তার ওপর জোর দিতে হবে।' সিএএ নিয়ে তৃণমূল যে অপপ্রচার করছে, বিভ্রান্তি তৈরি করছে, রাজনৈতিকভাবে তার জবাব দিতে হবে। বৈঠকে উপস্থিত এক মতুয়া বিধায়কের মতে, নাগরিকত্বের শংসাপত্র দেওয়ার কাজ যাতে আরও দ্রুত করা যায় তার জন্য আমরা শা-র কাছে আবেদন জানিয়েছি। জবাবে তাঁদের আশ্বস্ত করে শা বলেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক প্রতিদিনই নিয়মের অনেক সরলীকরণ করছে। ফলে অধিকাংশ আবেদনই স্বীকৃতি পাচ্ছে।

প্রচারে বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অনুপ্রবেশ এবং মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে দ্রুত জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করার ব্যাপারে আরও উদ্যোগী হতে বলেছেন শা।

২৬-এর বিধানসভা ভোটে দলের আদি-নব্য দ্বন্দ্ব ও গোষ্ঠীকোন্দল দূর করতে ইতিমধ্যেই শা-র নির্দেশে সক্রিয় হয়েছেন সুনীল বনশল। সম্প্রতি আলিপুরের জাতীয় গ্রন্থাগারে দলের নিষ্ক্রিয় কর্মী-সদস্যদের ডেকে সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হয়েছে। তারপরও এদিন দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের উদ্দেশে শা বলেছেন, 'আপনার এলাকায় যাঁরা দল থেকে দূরে আছেন, সেই নিষ্ক্রিয় দলীয় কর্মীদের বাড়িতে যান। তাঁদের সঙ্গে সহভোজ করুন। সেখানেই তাঁদের সঙ্গে কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করুন।'

বিশেষ নজর ভবানীপুরে

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতার ২৮টি বিধানসভা থেকে ২০টি আসনে জিততে চায় বিজেপি। বুধবার সায়েন্স সিটিতে দমদম, যাদবপুর, উত্তর কলকাতা ও দক্ষিণ কলকাতার মণ্ডলস্তর পর্যন্ত নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে এই লক্ষ্য বেঁধে দিলেন অমিত শা। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে সরকার গড়তে শুধু উত্তরবঙ্গের দিকে চেয়ে থাকলে হবে না। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গেও দলকে ভালো ফল করতে হবে বলে মনে করে বিজেপি। তবে এদিনের বৈঠকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রায় ২০ মিনিট ধরে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে জোর সওয়াল করেন অমিত শা। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতায় অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে সরব হওয়া কতটা প্রাসঙ্গিক তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে দলের অন্দরে। বুধবার সায়েন্স সিটির সভা সেরে উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়া কালী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে কংগ্রেসের বিক্ষোভের মুখে পড়েন অমিত শা। অমিত শা-র উদ্দেশে বিভাজনের রাজনীতি করার অভিযোগ তুলে গো-ব্যাক স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা। শা-র নিরাপত্তায় থাকা গার্ড রেলের ওপর উঠে তাঁকে কালো পতাকা দেখান কংগ্রেস কর্মীরা।

দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলমহল, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, বর্ধমান, দুর্গাপুর-আসানসোলের মতো শিল্পশহরে দাঁত ফোটাতে পারলেও কলকাতা ও দুই ২৪ পরগনা কার্যত এখনও অধরা বিজেপির কাছে। '২৬-এর বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনের মধ্যে ৪০টি আসনে জেতার লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছেন অমিত। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জিতে রাজ্যে সরকার গড়ার দাবি জানিয়েছেন অমিত শা। সেক্ষেত্রে দক্ষিণবঙ্গে প্রায় ১৫০-র বেশি আসনে জিততে হবে বিজেপিকে। একুশের বিধানসভায় দক্ষিণবঙ্গে বিজেপির জেতা আসন ৫০-এর কম। কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতায় শূন্য। এই পরিস্থিতিতে অমিতের লক্ষ্যপূরণ কতটা সম্ভব তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

তবে এদিনের সভায় কলকাতা সহ দলের ৪টি সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বকে বুথভিত্তিক রণনীতি নিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন অমিত। এই চার জেলায় দলের সক্রিয় সদস্য প্রায় ৯ হাজার। এদের উদ্দেশে অমিত বলেন, 'প্রত্যেকে ৫টি করে বাড়ির দায়িত্ব নিন। তাহলেই ৪৫ হাজার পরিবারের কাছে আমরা পৌঁছোতে পারব। অর্থাৎ প্রায় ২ লক্ষ মানুষের কাছে দলের বার্তা পৌঁছে দিয়ে তাঁদের সমর্থন চাইতে পারব।'

এমনিতেও দক্ষিণ কলকাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরকে পাখির চোখ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে অমিত শা। -পিটিআই।

শেষ সূর্য শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল... কলকাতা ময়দানে। ছবি- রাজীব মণ্ডল।

সংখ্যালঘু সমর্থন নিয়ে চিন্তা তৃণমূলে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : সংখ্যালঘু ভোটই এতদিন তুরুপের তাস ছিল তৃণমূলের কাছে। ২০১১ সাল থেকে প্রতিটি নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের সিংহভাগ তৃণমূলের দখলে আসায় মসনদ দখলে অসুবিধা হয়নি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু একের পর এক মন্দির স্থাপন ও অন্যদিকে ভরতপুরের সাসপেন্ডেড তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বিদ্রোহে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে কালীঘাটে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা ও কোচবিহারের ২৩টি সংখ্যালঘু বিধানসভা কেন্দ্রে এবার তাই বিশেষভাবে নজর দিতে চাইছে ঘাসফুল শিবির।

সংখ্যালঘু এলাকায় একাধিক কর্মসূচির পাশাপাশি তাঁদের কীভাবে সন্তুষ্ট করা যায়, তা নিয়ে রোডম্যাপ তৈরি করতে শুরু করেছে কালীঘাট। কারণ, দিঘার জগন্নাথ মন্দির, শিয়ালদার মহাকাল মন্দির ও সম্প্রতি নিউটাউনে দুর্গা অঙ্গন তৈরি শুরু করেছে রাজ্য সরকার। শুধুমাত্র মন্দির কেন? মসজিদ বা অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কথা কেন ভাবা হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন অনেকে।

উত্তর দিনাজপুরে গত বিধানসভা নির্বাচনে ৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ৮টি দখল করেছিল তৃণমূল। দক্ষিণ দিনাজপুরের ৬টি কেন্দ্রের মধ্যে তিনটি তৃণমূল দখল করেছিল। আবার মালদার ১২টি কেন্দ্রের মধ্যে ৮টি গিয়েছিল তৃণমূলের ঘরে। কোচবিহারে তিনটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কেন্দ্রের মধ্যে দুটি তৃণমূল দখল করতে পেরেছিল। যদিও গত লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহারের তিনটি সংখ্যালঘু কেন্দ্রেই তৃণমূল এগিয়ে ছিল। কিন্তু এই ২৩টি কেন্দ্র এবার সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে মনে করছেন না তৃণমূলের ভোট ম্যানেজাররা। কারণ, সংখ্যালঘুদের মধ্যেও বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে এসেছে।

এরই মধ্যে বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকারের কোরান শরিফ নিয়ে মন্তব্য সংখ্যালঘুদের মধ্যে আরও ক্ষোভ তৈরি করেছে। কেন তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ করেনি, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তাঁরা। সেই কারণে সংখ্যালঘুদের এখন সন্তুষ্ট করাই তৃণমূলের প্রধান লক্ষ্য।

নস্যশেখ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মহম্মদ সারওয়ার্দি বলেন, 'তৃণমূল সরকার ধর্মনিরপেক্ষ বলেই আমরা জানি। কিন্তু শুধু মন্দির কেন তৈরি হবে? সর্বধর্ম সমন্বয় কেন বজায় রাখা হবে না? বিজেপি বিধায়কের মন্তব্যের পর কেন নীরব রাজ্য সরকার। ধর্মীয় গ্রন্থ নিয়ে একজন অপমানজনক বক্তব্য রাখার পর পুলিশ কেন পদক্ষেপ করেনি? আমরা বিজেপিকে ঠেকাতে তৃণমূলকে এনেছি। কিন্তু এই সরকার সর্বধর্ম সমন্বয় রাখছে না।'

যদিও রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'সর্বধর্মকে নিয়েই এই সরকার চলছে। আমরা যেমন মন্দিরে যাই, তেমন মসজিদ ও গির্জাতে যাই। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা সবাইকে নিয়ে চলি। কিন্তু কেউ ধর্মীয় বিভাজনের চেষ্টা করলে তা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।'

'অভিমান' কাটিয়ে ফিরলেন দিলীপ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : কাজ করতে হবে তৈরি থাকুন। বৈঠকে দিলীপ ঘোষকে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। দীর্ঘ ৮ মাস পরে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ডাকে সাড়া দিয়ে বুধবার সল্টলেকে বিধায়ক, সাংসদদের বৈঠকে যোগ দেন দিলীপ। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

মঙ্গলবার রাতে শা-র নির্দেশে বুধবার বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য দিলীপকে ফোন করেন কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল। তারপরেই এদিন সল্টলেকে বৈঠকে যোগ দেন দিলীপ। তবে দিলীপ নিজে থেকে কোনও কথা বলেননি। অমিত শা'ই তাঁকে দলের কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। সূত্রের খবর, অমিত শা দিলীপকে বলেন, 'কাজ করতে হবে তৈরি থাকুন।' জবাবে দিলীপ অমিত শা'কে অভিযোগের সুরে বলেন, তিনি তো কাজ করার জন্য প্রস্তুত আছেন। কিন্তু দল না বললে কাজ করবেন কীভাবে। জবাবে অমিত শা বলেন, 'পার্টি আপনার সঙ্গে কথা বলবে।' দিলীপকে শা বলেন, 'রাজনীতিতে থাকতে গেলে এরকম অনেক কথা শুনতে হয়। সবকিছু মাথায় রাখলে চলে না। এই কান দিয়ে শুনবেন, ওই কান দিয়ে বের করে দেবেন। কাজ করুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।' যদিও বৈঠক থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে দিলীপের মন্তব্য ছিল, 'আমি শুনতে এসেছিলাম।' স্রেফ এইটুকু। এর বাইরে সেভাবে আর কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। দিলীপের ঘনিষ্ঠমহলের মতে, বৈঠকে শুধু দিলীপ ঘোষই নন, উপস্থিত সাংসদ-বিধায়কদের বলা হয়েছিল বৈঠক নিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে যেন কোনও মন্তব্য না করা হয়। সম্ভবত সেই কারণে সাংবাদমাধ্যমকে কিছুটা এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। বৈঠকের পর ঘনিষ্ঠ মহলে দিলীপ বলেছেন, শা'র সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনে হয়েছে, '২৬-এর নির্বাচনের প্রচারে তাঁকে কাজে লাগাতে চায় দল। সেই উদ্দেশ্যেই প্রাক্তন সাংসদ এবং বিধায়ক হিসেবে তাঁকে ডাকা হয়েছিল।

অতীতে ২০১৯ ও ২০২১-এর নির্বাচনে নিজে প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সভাপতি হিসেবে রাজ্যজুড়ে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে সভা করেছেন তিনি। এবারে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী দিলীপ। তব এই প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, 'প্রার্থী হওয়ার জন্য আমি তো তৈরি আছি। কিন্তু সিদ্ধান্ত তো নেবে দল।' তিনি আরও বলেন, 'কাজ করতে গেলে প্রশাসনিক বা সাংগঠনিক কোনও একটা দিকে তো থাকতে হবে আমাকে। না হলে কাজটা করব কী করে?'

এপ্রিলে দিঘায় জগন্নাথ ধামের উদ্বোধনে মমতার ডাকে সাড়া দিয়ে মন্দির উদ্বোধনে যাওয়ার পর থেকেই দলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় দিলীপের। তাঁর ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয় নিয়েও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়েছিলেন তিনি। এরপর ক্রমশই পার্টিতে ব্রাত্য হয়ে পড়েন দিলীপ। রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সভা থেকে শুরু করে কলকাতায় নেতাজি ইন্ডোরে অমিত শা'র সভাতেও তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়নি দল। তবে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বারবারই বলেছেন, দিলীপ ঘোষ বিজেপিতেই ছিলেন, আছেন, থাকবেন। সম্প্রতি কলকাতার ভাষা ভবনে প্রাক্তনীদের সভায় তাঁকে যোগ দেওয়ার জন্য দলের কল সেন্টার থেকে ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু দিলীপ সেই আমন্ত্রণকে অসম্মানজনক বলে মনে করে গ্রহণ করেননি। এরপরেই 'অভিমানী' দিলীপের মানভঞ্জন করে দলে সক্রিয় করতে শা'এর নির্দেশে তৎপর হন বনসল।

বুধবার বৈঠকে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের পাশে দিলীপ ঘোষ।

আন্দোলনের ডাক ৩৭১৯ শিক্ষকের

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : নতুন বছরে নতুন আন্দোলনের ডাক দিলেন ৩৭১৯ জন শিক্ষক। সমকাজে সমবেতন ও সরকারি সুযোগসুবিধা পাওয়ার দাবি তুলে ইনফর্মেশন কমিউকেশন টেকনলজি (আইসিটি)-র শিক্ষকদের অভিযোগ, সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলগুলিতে স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজসাথীর মতো সরকারি প্রকল্পগুলি বছরের পর বছর তারা সামলালেও তাঁরা কম বেতন পান। এমনকি একাধিক সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত। ডিআই অফিস, ডিএম অফিস, শিক্ষা দপ্তর ও নবান্নের আধিকারিকদের নিজেদের সমস্যা জানিয়ে তাঁরা সুরাহার দাবি তুলেছেন।

ষষ্ঠ ও সপ্তম দফায় নিযুক্ত আইসিটি শিক্ষকদের প্রশ্ন, 'প্রথম থেকে পঞ্চম দফায় নিযুক্ত শিক্ষকরা চাকরিকালীন সবরকম সরকারি সুযোগসুবিধা ভোগ করছেন। ২০২১ সালের পর নিযুক্ত শিক্ষকদের বেতন মাত্র ৮-১০ হাজার টাকা। আমরা কেন অন্য সকলের মতো সুবিধা পাব না?' পুরুলিয়ার শিক্ষক পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের দাবিগুলি কেন পৌঁছোচ্ছে না বুঝতে পারছি না। এজেন্সি মুক্ত করে আগের ধাপগুলির মতো আমাদেরও সব সুযোগসুবিধা দেওয়া হোক। ১৯২ আইটি অর্ডারে অন্তর্ভুক্তি করে শীঘ্রই সরকারিকরণের ব্যবস্থা করুক রাজ্য।'

একটি বছর পুরোটাই কেটে গেল শিক্ষকদের আন্দোলনে। কখনও এসএসসির চাকরিহারা, কখনও বা টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থী। সকলের দাবিই ছিল, বৈষম্য দূরীকরণ। একইভাবে নিজেদের চাকরির অধিকার নিয়ে সরব হয়ে নতুন বছরের শুরুতেই আইসিটি শিক্ষক শর্মিষ্ঠা রায় বিশ্বাস বলেন, 'সব সরকারি কাজের দায়িত্ব তো আমাদেরই। এদিকে সরকার আমাদের বঞ্চনা করছে। দ্রুত দাবি পূরণ না হলে দীর্ঘ আন্দোলনের পথ বাছব।' ২০১২ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে পাঁচ দফায় ৫৫৯১ জন আইসিটি শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ২০২০ সালে তাঁদের সরকারি সুযোগসুবিধার অধীনে আনা হয়। কিন্তু ষষ্ঠ ও সপ্তম দফায় নিযুক্ত শিক্ষকরা এই সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত বলেই তাঁদের দাবি।

উত্তরে শুভেন্দুর সভায় সবুজ সংকেত

রিমি শীল

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : বর্ষবরণের উৎসবের মাঝেই উত্তরবঙ্গে চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। প্রশাসনের 'নিরাপত্তা'ও 'ব্যস্ততা'র যুক্তি ধোপে টিকল না। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে সাফ হয়ে গেল মালদা ও কোচবিহারে শুভেন্দু অধিকারীর সভার পথ। শর্তসাপেক্ষে হলেও বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরী জানিয়ে দিলেন, বিরোধী পরিসরকে আটকাতে পারে না প্রশাসন।

আগামী ২ জানুয়ারি মালদার চাঁচোল ও কোচবিহারের ওল্ড পোস্ট অফিস পাড়া গ্রাউন্ডে সভা করবে বিজেপি। মালদায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং কোচবিহারে মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তীর উপস্থিত

থাকার কথা। তবে আদালতের বেঁধে দেওয়া 'লক্ষ্মণরেখা' মেনেই সভা করতে হবে—চাঁচোলে দুপুর ১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৯ হাজার জমায়েত এবং ৭০টি লাউডস্পিকার। অন্যদিকে, কোচবিহারে দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত ৩ হাজার জমায়েত ও ২০টি লাউডস্পিকার ব্যবহারের অনুমতি মিলেছে।

এদিন আদালতে রাজ্যের তরফে বর্ষবরণের ডিউটি ও দেরিতে আবেদনের যুক্তি খাড়া করা হয়েছিল। কিন্তু বিজেপির আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্যের পালটা সওয়াল ছিল সোজাসাপটা—একুশে জুলাই বা পুজোর কার্নিভালে পুলিশি ব্যস্ততা বাধা হয় না, যত 'নিয়ম' কেবল বিরোধীদের বেলায়? শেষমেশ রাজ্যের আপত্তি খারিজ করে বিচারপতির নির্দেশ, গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে পুলিশকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেই হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রশাসনের অসহযোগিতাকে ইস্যু করে উত্তরবঙ্গে জমি শক্ত করতে মরিয়া বিজেপি, আর আদালতের এই রায় তাদের মনোবল বাড়াল।

বর্ষবরণে বর্ণময় কলকাতা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : বর্ষবরণের জন্য সেজে উঠেছে তিলোত্তমা। নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে শহরের হোটেল, রেস্তোরাঁ সহ রাস্তাগুলিতে আলোর রোশনাই। রাতভর পার্টিতে মেতেছে মানুষ। সবুজ আতশবাজির মেলা বসেছে অলিতে-গলিতে। তার ওপর পয়লা জানুয়ারি কল্পতরু উৎসব। দক্ষিণেশ্বর মন্দির, বেলুর মঠ ও কাশীপুর উদ্যানবাটিতে প্রস্তুতি তুঙ্গে।

বুধবার পুলিশ নির্দেশিকা দিয়ে জানিয়েছে, রবীন্দ্র সরণি ও কেকে ঠাকুর স্ট্রিট ক্রসিং, বিবেকানন্দ রোড ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ক্রসিং, বিকে পাল অ্যাভিনিউ ক্রসিং ও গ্রে স্ট্রিট, মানিকতলা ক্রসিং, নিউ সিআইটি রোড ক্রসিং সহ কিছু রাস্তায় উত্তরমুখী পণ্যবাহী কোনও যানবাহন বৃহস্পতিবার চলাচল করতে পারবে না। কেবলমাত্র জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত যানবাহনে ছাড় দেওয়া হয়েছে। বর্ষবরণের রাত থেকে পার্ক স্ট্রিটে প্রায় ১৫০০ বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। নজর রাখা হচ্ছে বো ব্যারাক, ধর্মতলা, চাঁদনি চক, চিড়িয়াখানা, কালীঘাট, ভিক্টোরিয়া, জাদুঘর, ময়দান, মিলেনিয়াম পার্ক ও প্রিন্সেপ ঘাট সহ সম্ভাব্য জনবহুল এলাকাগুলির ওপর। উৎসবের দিনে মহিলাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে বুধবার সন্ধে থেকেই কলকাতা পুলিশের উইনার্স বাহিনী নামানো রয়েছে। রাতের শহরে টহল দিচ্ছেন তাঁরা। ডেপুটি কমিশনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, ইনস্পেকটর র‌্যাংকের আধিকারিকরা সহ সাদা পোশাকে পুলিশরাও দায়িত্বে থাকবেন। মত্ত চালকদের দৌরাত্ম্য রুখতে এবং কোনও ঝামেলার সমাধানের জন্য কুইক রেসপন্স টিম, অ্যাম্বুল্যান্স, পিসিআর ভ্যান, ওয়াচ টাওয়ার ও নজরদারি চালানোর জন্য ড্রোনও মোতায়েন থাকছে।

বছরের শেষ দিনে ভিড় চিড়িয়াখানায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল।

বৃহস্পতিবার শহরে রেকর্ড ভিড়ের আশঙ্কা পুলিশের। বৃহস্পতিবার সাধারণত বন্ধ থাকে চিড়িয়াখানা। কিন্তু বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে পর্যটকদের জন্য তা খোলা থাকছে। বাড়তি মেট্রোও চালু করা হয়েছে। বুধবার রাতে এসপ্ল্যানেড, পার্ক স্ট্রিট, ময়দান, রবীন্দ্র সদন, দমদম, দক্ষিণেশ্বর সহ গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো স্টেশনগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। তাছাড়া শিয়ালদা ও হাওড়া ডিভিশনে বৃহস্পতিবার থেকে মেল, এক্সপ্রেস, প্যাসেঞ্জার ও লোকাল মিলিয়ে বহু ট্রেনের সময়সূচিতে সংশোধন করা হচ্ছে। যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী কিছু ট্রেনের রুটও বাড়ানো হয়েছে। তবে বছর শুরুর ব্যবসা নিয়ে হাসি ফুটেছে ব্যবসায়ীদের মুখে। বেলুন বিক্রেতা বেলওয়াড় হোসেনের কথায়, 'খুচরো ও ছোট ব্যবসায়ীদের কাছে এগুলিই আশার দিন। এই দিনগুলিতে শপিং মল ছেড়ে আমাদের কাছে মানুষ একটু কেনাকাটি করে। ওটাই ভরসা!'

মরশুমের শীতলতম দিন

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : বর্ষশেষে হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় জবুথবু দক্ষিণবঙ্গ। দার্জিলিংকে রীতিমতো টেক্কা দিচ্ছে বীরভূম, কালিম্পংয়ের থেকেও বেশি ঠান্ডা আসানসোলে। গত ৪ বছরের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে বুধবার বর্ষশেষের দিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নামল ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

২০২১ সালের পর এত ঠান্ডা কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে পড়েনি। একই সঙ্গে সকালের দিকে ঘন কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছে প্রায় সর্বত্র। রোদ উঠলেও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রির ওপরে না ওঠায় দিনভরই জবুথবু অবস্থা সর্বত্র। আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা একইরকম থাকবে বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। হঠাৎ ঠান্ডা বেড়ে যাওয়ায় বয়স্ক ও শিশুদের মধ্যে অসুস্থতাও বেড়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে নতুন করে একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা তৈরি হয়েছে। এছাড়া কেরলের ওপর রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। জোড়াফলায় প্রবল ঠান্ডা ও কুয়াশার দাপট রয়েছে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা আগামী কয়েকদিন ৬ থেকে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। তবে উপকূলের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা শুক্রবার থেকে কিছুটা বেড়ে ১৩ থেকে ১৬ ডিগ্রি হতে পারে।

বিবাদী বাগে বুধবার।

বর্ষবরণের রাতে পিকনিক, পার্টি, দেদার খানাপিনা, কেনাকাটা সহ রীতিমতো উৎসবের মেজাজে রয়েছে দক্ষিণবঙ্গ। একই সঙ্গে হাড়কাঁপানো ঠান্ডাও সঙ্গ দিচ্ছে এই উৎসবকে। গত কয়েক বছরে এত ঠান্ডা কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে পড়েনি। উত্তর থেকে দক্ষিণে পারদ পতন হচ্ছে হু হু করে। বছরের শেষ দিন মরশুমের শীতলতম দিনের সাক্ষী থাকল বঙ্গবাসী।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, কালিম্পংয়ে যেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮.৩ ডিগ্রি, সেখানে বীরভূমের সিউড়িতে ৭.২ ডিগ্রি। আসানসোলে ৭.৮ ডিগ্রি, বাঁকুড়ায় ৮ ডিগ্রি, কল্যাণীতে ৭ ডিগ্রি, পানাগড়ে ৯.২ ডিগ্রি, খড়্গপুরে ৯.২ ডিগ্রি, হুগলির চুঁচুড়ায় ৯.৫ ডিগ্রিতে নেমেছে তাপমাত্রা। বীরভূমের শ্রীনিকেতনের তাপমাত্রা নেমেছে ৬.৫ ডিগ্রিতে। সকালের দিকে ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারের নীচে নেমে গিয়েছে। দার্জিলিং যদি এই মরশুমে এদিন ফার্স্ট বয় হয়, তাহলে সেকেন্ড অবশ্যই বীরভূমের শ্রীনিকেতন।

খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে মানুষের ঢল। বুধবার ঢাকায়।

জয়শংকর-তারেক সাক্ষাৎ

লাখো মানুষের ভিড়ে খালেদাকে শেষবিদায়

ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর : লাখো মানুষের অশ্রু ও গুমরোনো কান্নার মধ্যেই বুধবার রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হল বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার শেষকৃত্য। মানিক মিয়াঁ অ্যাভিনিউয়ে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বুধবার বিকাল পাঁচটার কিছু আগে খালেদা জিয়াকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর স্বামী প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সমাধির পাশে সমাহিত করা হয়। তার আগে সংসদ ভবন থেকে কড়া নিরাপত্তায় খালেদার মরদেহ জিয়া উদ্যানে নিয়ে আসা হয়। তাঁর শেষকৃত্যে হাজির ছিলেন তারেক রহমান, স্ত্রী জুবাইদা রহমান, মেয়ে জাইমা রহমান, ছোটভাই আরাফাত রহমানের স্ত্রী শামিলা, ছোট মেয়ে জাফিরা রহমান প্রমুখ। প্রবল ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ মানুষ এদিন যেভাবে খালেদার শেষকৃত্যে শামিল হয়েছিলেন তেমনটা অতীতে বাংলাদেশের আর কোনও নেতা বা নেত্রীর ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। শেষযাত্রায় এদিন শামিল হয়েছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসও।

খালেদার বিদায়বেলায় শামিল হয়েছিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। বুধবার সকালেই ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে তিনি ঢাকায় পৌঁছোন। দেখা করেন প্রয়াত নেত্রীর ছেলে তথা বিএনপি-র কার্যনির্বাহী চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের সঙ্গে। তাঁর হাতে ভারত সরকারের তরফে একটি শোকবার্তা তুলে দেন জয়শংকর। এক্সে তিনি লিখেছেন, 'ঢাকায় পৌঁছে তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর হাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি ব্যক্তিগত চিঠি তুলে দিয়েছি। ভারত সরকার ও জনগণের তরফে প্রয়াত নেত্রীর প্রতি গভীর শোকজ্ঞাপন করা হয়েছে।' মঙ্গলবার প্রয়াত হন খালেদা। তাঁর প্রয়াণের খবর পেয়ে শোকপ্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যদিও কূটনৈতিক দৌত্যে ভারতকে টেক্কা দিতে তারেকের সঙ্গে দেখা করেন পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির স্পিকার সরদার আয়াজ সাদিকও। খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে তিনিও এদিন হাজির ছিলেন। তাঁর এই উপস্থিতি শুধু প্রয়াত নেত্রীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নয়, দুই দেশের মধ্যে সৌজন্য ও কূটনৈতিক সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বুধবার বেলা পৌনে ১২টার পর জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় প্রবেশ করে পতাকায় মোড়ানো খালেদা জিয়ার মরদেহবাহী গাড়িবহর। তার আগেই মানিক মিয়াঁ অ্যাভিনিউ কানায় কানায় ভরে ওঠে। বুধবার দুপুর ২টোয় মানিক মিয়াঁ অ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত খালেদার শেষকৃত্যে অন্তত ৩২টি দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার শীর্ষ কূটনীতিকরা অংশগ্রহণ করেন। বিশ্লেষকদের মতে, এত বিপুল সংখ্যক আন্তর্জাতিক কূটনীতিকের উপস্থিতি বেগম খালেদা জিয়ার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাঁর প্রভাবেরই প্রতিফলন।

> **তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর হাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি ব্যক্তিগত চিঠি তুলে দিয়েছি। ভারত সরকার ও জনগণের তরফে প্রয়াত নেত্রীর প্রতি শোকজ্ঞাপন করা হয়েছে।**
>
> -এস জয়শংকর

গাড়িতে তুলে গণধর্ষণ

ফরিদাবাদ, ৩১ ডিসেম্বর : পার্ক স্ট্রিটে গণধর্ষণের ছায়া এবার বিজেপি শাসিত হরিয়ানায়। ফরিদাবাদে গভীর রাতে লিফট দেওয়ার নাম করে বছর পঁচিশের এক তরুণীকে চলন্ত ভ্যানে তুলে গণধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শুধু নির্মম অত্যাচারই নয়, অভিযুক্তরা নির্যাতিতাকে চলন্ত গাড়ি থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় মূল দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যে মারুতি সুজুকি ইকো ভ্যানে দুষ্কার্য হয়, সেটিকেও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

সোমবার রাতে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে ওই তরুণী বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেক্টর ২৩-এ তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। রাত ১২টা নাগাদ সেখান থেকে ফেরার পথে 'মেট্রো চক' এলাকায় একটি ইকো ভ্যানে থাকা দুই ব্যক্তি তাঁকে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি তাতে উঠে পড়েন। কিন্তু গাড়িটি গন্তব্যের দিকে না গিয়ে গুরুগ্রাম-ফরিদাবাদ রোডের নির্জন এলাকার দিকে চলে যায়। সেখানেই চলন্ত গাড়িতে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে তাঁর ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়।

রাত ৩টে নাগাদ অভিযুক্তরা তাঁকে 'রাজা চক' এলাকার কাছে চলন্ত ভ্যান থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। মাথায় ও মুখে গুরুতর চোট পান ওই তরুণী। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর মুখে ১২টি সেলাই পড়েছে।

মমতার নিন্দা সম্বিতের মুখে

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে দুঃশাসন বলে আক্রমণ করায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র নিশানা করল বিজেপি। দলের মুখপাত্র সম্বিত পাত্র থেকে শুরু করে মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট কড়া ভাষায় নিন্দা করেন তৃণমূল সুপ্রিমোর। এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, অমিত শা লুকিয়ে হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করছেন। তাঁরা চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোটেলের বাইরে বেরোতে পারবেন না। এই ধরনের কথাবার্তা উনি আসলে অমিত শা-কে নয়, ভারতকে হুমকি দিচ্ছেন। আমরা এবার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করব।' নির্বাচন কমিশন ঘেরাওয়ের যে হুঁশিয়ারি তৃণমূল দিয়েছে, তাকেও হিটলারি শাসন, স্বৈরতন্ত্রী বলে কটাক্ষ করেছেন সম্বিত। অপরদিকে রাজু বিস্ট বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে ধরনের কথা বলেছেন, তা অত্যন্ত অসম্মানজনক। একজন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই ধরনের কথাবার্তা মানায় না।

থমকে ডেলিভারি

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : বর্ষবরণের রাতে সবাই যখন উৎসবে মাতোয়ারা, ঠিক তখনই থমকে গেল পছন্দের বিরিয়ানির অর্ডার। আটকে গেল নৈশ পার্টির জন্য মুদিখানার জিনিসপত্রের শেষ মুহূর্তের ডেলিভারি। নেট-বিপর্যয় বা সাইবার হানা নয়, ই-কমার্স সংস্থাগুলির ডেলিভারি ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ার মূলে রয়েছে ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ অ্যাপ-বেসড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স-এর ডাকা ধর্মঘট। নিউ ইয়ার ইভের মহাব্যস্ত সময়ে দেশজোড়া ধর্মঘটে শামিল হয়ে গিয়েছেন সুইগি, জোম্যাটো, অ্যামাজন বা জেপ্টোর মতো অ্যাপ-নির্ভর সংস্থার হাজার হাজার ডেলিভারি বয়। দিনভর চলা এই কর্মবিরতির জেরে কলকাতা, দিল্লি, বেঙ্গালুরু সহ বড় শহরগুলিতে ডেলিভারি পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। এই ধর্মঘটকে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই বলে দাবি করেছেন ডেলিবয় বয়রা।

চুরি হচ্ছে ভোটার তালিকায় অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : ইভিএমে নয়, ভোটার তালিকাতেই চুরি হচ্ছে আর সেটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের অফিস থেকে। বুধবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠকের পর এই ভাষাতেই হুংকার দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর সংক্রান্ত মোট ১০ দফা প্রশ্ন নিয়ে কমিশনের দপ্তরে গিয়েছিল অভিষেকের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল। কিন্তু সেই বৈঠক যে নিষ্ফল হয়েছে সেটা অভিষেকের কথাতেই স্পষ্ট। তিনি বলেন, 'এদিনের বৈঠকে আমাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে না পেরে মেজাজ হারিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আমার দিকে আঙুল তুলে কথা বলেছেন। আমি তখন পালটা বলি, আঙুল নামিয়ে কথা বলুন। আমি জনতার দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। মনোনীত নই। সাহস থাকলে এদিনের বৈঠকের ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করা হোক। এরা আঙুল তুলে যা বলবে তা মানা হবে না। আমরা কি বন্ডেড লেবার? আমরা কি ক্রীতদাস?' তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হচ্ছে। ভোট চুরি হচ্ছে ভোটার তালিকায়, ইভিএমে নয়।'

ফের কমিশনের সঙ্গে বিজেপির যোগসাজশের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'কো-অপারেটিভ মন্ত্রী কে? অমিত শা। তাঁর সচিব কে ছিলেন? জ্ঞানেশ কুমার। এটা কি কাকতালীয়? ওঁকে একটি নির্দিষ্ট মিশন দিয়েই এই প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়েছে, সংবিধান, প্রতিষ্ঠান এবং দেশকে ধ্বংস করার মিশন।' তিনি বলেন, 'আমরা আড়াই ঘণ্টা ছিলাম। শুধু জ্ঞানেশ কুমার কথা বলেছেন। বাকি কমিশনারদের কি ৩০ সেকেন্ড কথা বলতে দেওয়া যেত না?'

শুনানির নামে বয়স্ক ও অসুস্থ ভোটারদের হয়রানির অভিযোগও তোলেন তিনি। জ্ঞানেশ কুমার বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন বলে দাবি তৃণমূলের। তাঁর প্রশ্ন, এর মধ্যে কতজন বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা এই তথ্য প্রকাশ করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এর আগে ভোট চুরি নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন। এদিন নাম না করে সেই প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, 'মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, বিহার, দিল্লিতে কংগ্রেস, আপ, আরজেডি এই চুরি ধরতে পারেনি। সেই জন্য তাদের হারতে হয়েছে। তৃণমূল কমিশনের এই ভোটার তালিকায় চুরি ধরে ফেলেছে।' রাহুলকে তাঁর পরামর্শ, 'শুধু সমাজমাধ্যমে রাজনীতির জ্ঞান দিলে হবে না। চুরি হয়েছে, চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ করলেই হবে না। মাঠে নেমে চুরি ধরতে হবে।'

নাশকতার ছক, রাজস্থানে ধৃত ২

জয়পুর, ৩১ ডিসেম্বর : তল্লাশির জন্য গাড়ির ডিকি খুলতেই দেখা গেল থরে থরে সাজানো বিস্ফোরক! গাড়িতে ডিনামাইট স্টিক ও ডিটোনেটর সহ অন্তত ১৫০ কেজি বিস্ফোরক মজুত ছিল। বর্ষবরণের মুখে রাজস্থানের টঙ্ক থেকে বিস্ফোরক উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দু'জনকে গ্রেপ্তারের পর জেরা করছে পুলিশ। ধৃতদের নাম সুরেন্দ্র পাটোয়া এবং সুরেন্দ্র মোচি। দু'জনেই রাজস্থানের বুন্দি জেলার বাসিন্দা। ডিএসপি মৃত্যুঞ্জয় মিশ্র জানিয়েছেন, বারোনি থানা এলাকায় একটি গাড়ির মধ্যে ছিল ইউরিয়া সারের বস্তা। সেই বস্তার মধ্যে ছিল ১৫০ কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট! ধৃতেরা বুন্দি থেকে টঙ্কে বিস্ফোরক নিয়ে যাচ্ছিল। ২০০টি কার্তুজ এবং প্রায় ১,১০০ মিটারের ছ'বান্ডিল সেফটি ফিউজ তারও উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের অনুমান, হামলার ছক কষা হয়েছিল।

'আমি দুবাইয়ে'

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে শেখ হাসিনা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম মুখ শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত ফয়সাল করিম মাসুদ এক ভিডিও বার্তায় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। বাংলাদেশ পুলিশ জানিয়েছিল, হাদিকে গুলি করার পর ফয়সাল না কি ভারতে পালিয়ে গিয়েছেন। সেই দাবি নস্যাৎ করে ফয়সাল জানিয়েছেন, তিনি ভারতে নন, দুবাইয়ে রয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, এই খুনের নেপথ্যে মৌলবাদী সংগঠন জামায়াতে। ভিডিও বার্তায় ফয়সাল জানান, 'আমি নির্দোষ, আমাকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হয়েছে। আমার কাছে দুবাইয়ের পাঁচ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা রয়েছে এবং আমি অনেক কষ্টে দেশ ছেড়ে দুবাইয়ে আশ্রয় নিয়েছি।' তিনি জানান, হাদির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিছক ব্যবসায়িক। একটি চাকরির তদ্বিরের জন্য তিনি হাদিকে ৫ লক্ষ টাকাও দিয়েছিলেন। ফয়সালের দাবি, হাদি নিজে 'জামায়াতের প্রোডাক্ট' ছিলেন এবং সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরে 'জামায়াতি উপাদান'রাই তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে।

স্থগিত সিঁদুর চিনের দাবি ওড়াল ভারত

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : আমেরিকার পর এবার চিন! পহলগাম হত্যাকাণ্ডের জেরে ভারত-পাকিস্তান সংঘাত বন্ধের জন্য কৃতিত্বের দাবিদারের তালিকা ক্রমশ লম্বা হচ্ছে। মে-তে দক্ষিণ এশিয়ার ২ পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে তৈরি হওয়া তীব্র সামরিক উত্তেজনা কমাতে বেজিং মধ্যস্থতা করেছে বলে মঙ্গলবার দাবি করেছিলেন চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং-ই। বেজিংয়ে এক সম্মেলনে তিনি জানান, মায়ানমার বা প্যালেস্তাইন-ইজরায়েল সংকটের মতোই ভারত-পাক সংঘাত মেটাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে চিন। বুধবার পত্রপাঠ সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছে সাউথ ব্লক। চিনের এই দাবিকে 'অদ্ভুত' ও 'ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দিয়েছে নয়াদিল্লি। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের স্পষ্ট বার্তা, দ্বিপাক্ষিক ইস্যুতে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের কোনও অবকাশ নেই।

বিদেশমন্ত্রক ফের স্পষ্ট করেছে যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার সমস্যায় অন্য কোনও দেশের নাক গলানো বরদাস্ত করা হবে না।

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, শান্তি স্থাপনের বদলে চিন বরং এই যুদ্ধ পরিস্থিতিকে তাদের অস্ত্রশস্ত্রের কার্যকারিতা পরীক্ষার ক্ষেত্র বা 'লাইভ ল্যাব' হিসেবে ব্যবহার করেছে।

তবে চিনের বয়ানে ভারতের রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মোদি সরকারের কাছে এ ব্যাপারে অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। দলের নেতা জয়রাম রমেশ এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে দাবি করছেন, তিনি অপারেশন সিঁদুর বন্ধ করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। বিভিন্ন ফোরামে ৬৫ বার এই দাবি করেছেন। তাঁর তথাকথিত ভালো বন্ধুর করা এই দাবিগুলি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কখনও নীরবতা ভাঙেননি।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

বাসিন্দা কাপচার মিয়া - কে 01.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 98A 34970 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবন বদলে দেওয়ার এই মুহূর্তটির জন্য আমি ডিয়ার লটারির কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। কোটিপতি হওয়া একটা বড় আশীর্বাদ, যা আমি ও আমার পরিবার সর্বদা কৃতজ্ঞতার সাথে মনে রাখব। ডিয়ার লটারির প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা চিরকাল থাকবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন

* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চাল উৎপাদনে বিশ্বসেরা ভারত

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : কয়েক দশকের চিনা আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে ধান উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষস্থান দখল করল ভারত। মার্কিন কৃষি দপ্তরের ডিসেম্বর, ২০২৫-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের চাল উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ১৫২ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যেখানে চিনের উৎপাদন ১৪৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন। বিশ্বের মোট চাল উৎপাদনের ২৮ শতাংশেরও বেশি এখন ভারতে হচ্ছে।

এই সাফল্যের মূলে রয়েছে এদেশের কৃষি গবেষণা এবং কৃষকদের দক্ষতা ও পরিশ্রম। ষাটের দশকে ভারতে ধানের ফলন ছিল হেক্টর প্রতি মাত্র ৮০০ কেজি। তাইওয়ানের 'তাইচুং নেটিভ-১' এবং পরবর্তীকালে 'আইআর-৮' বা 'মিরাকল রাইস' প্রজাতির হাত ধরে শুরু হওয়া ধানের ফলন বাড়ানোর সেই লড়াই আজ নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। 'জয়া' এবং 'পুসা বাসমতি-১১২১' বিশ্ববাজারে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে ১৭২টি দেশে শুধু চাল রপ্তানি করেই ভারত আয় করেছে ১ লক্ষ ৫ হাজার ৭২০ কোটি টাকা। পৃথিবীতে এখন ১,২৩,০০০ প্রজাতির চাল পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৬০ হাজার রকম চালের উৎপাদক হল ভারত।

তবে শিখরে পৌঁছোলেও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গিয়েছে। ভারতের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ চিনের চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও হেক্টর প্রতি গড় ফলন এখনও অনেক কম। চিনের গড় ফলন যেখানে হেক্টর প্রতি প্রায় ৭,১০০ কেজি, ভারতের সেখানে মাত্র ৪,৩৯০ কেজি। এছাড়া ভূগর্ভস্থ জলস্তর হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন কৃষিক্ষেত্রে বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২২৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৬ পৌষ ১৪৩২

এ কোন সকাল...

শুরু হল ইংরেজি নতুন বছরের পথ চলা। সদ্য পার করে আসা ২০২৫-এ বহু ক্ষেত্রে যেমন নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে, তেমনই বেশ কিছু ব্যাপারে অনিশ্চয়তার মেঘ ছিল। তবে প্রতিটি রাতের শেষে যেমন নতুন সকাল আসে, ২০২৫ পেরিয়ে তেমন ২০২৬-কে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ আকাশচুম্বী। সেই প্রত্যাশা কতটা পূরণ হবে, তার উত্তর আগামী ৩৬৫ দিন দেবে। তাই বলে মানুষের স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয় না।

২০২৫-এ দেশে এমন একাধিক ঘটনা ঘটেছে যার প্রভাব ২০২৬-এ নিশ্চিতভাবে পড়বে। সবথেকে বেশি প্রশ্ন উঠছে, দেশের সংবিধান ও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর ভবিষ্যৎ ঘিরে। প্রশ্ন ওঠার কারণ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের বদলে কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে দেশে। সরকারের কথার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির মুখেও। এর সবথেকে বড় উদাহরণ নির্বাচন কমিশন। স্বশাসিত এই সংস্থার ভাবমূর্তিতে কালি লেগেছে ভোট চুরির অভিযোগ এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীকে (এসআইআর) ঘিরে।

বিহারে প্রথম এসআইআর নিয়ে অভিযোগের বন্যা বয়ে গেলেও কোনও সমাধানসূত্র মেলেনি। উলটে এসআইআর-এর আড়ালে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশের মতো একাধিক রাজ্যে প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় লক্ষ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে।

বিজেপি গোড়ায় এসআইআর-এর মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গাদের তাড়ানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। কিন্তু প্রকাশিত পরিসংখ্যানে প্রচুর মৃত, স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত ভোটারের নাম বাদ পড়লেও অনুপ্রবেশকারীদের কোনও হিসেব পাওয়া যায়নি। পশ্চিমবঙ্গে শুনানিতে বহু বয়স্ক নাগরিককে হয়রানির মুখোমুখি হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কবি জয় গোস্বামীর মতো বিশিষ্ট ও বহু পরিচিত মানুষকেও শুনানিতে ডাকা হয়েছে।

এই হয়রানির শেষ কোথায়? ২০২৫ সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। ২০২৬ দিতে পারবে কি- এটাই এখন বড় প্রশ্ন। ভারতের রাজনীতি ২০২৫-এ ভালো বার্তা দিতে পারেনি। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে বিরোধী শিবির যতটা ঐক্যবদ্ধ ছিল, তার ছিটেফোঁটা এখন নেই। বরং প্রতিটি বিরোধী দল পৃথকভাবে নিজেদের জমি প্রস্তুত করতে ব্যস্ত।

‘ইন্ডিয়া’ জোট তখন যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল, প্রথমে মহারাষ্ট্র তারপর বিহার বিধানসভা ভোটে হারে তা কার্যত বিশবাঁও জলে। জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা ভোটে ওমর আবদুল্লার জয় খানিকটা আশার আলো হলেও বিজেপি ও এনডিএ লোকসভা ভোটে হারের ধাক্কা এখন অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। গেরুয়া সাম্রাজ্য বিস্তারে বিজেপি ও সংঘ পরিবারের স্বপ্নের সফল রূপায়ণে চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই।

২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল, অসম এবং পুদুচেরিতে বিধানসভা ভোট। এর মধ্যে অসম ও পুদুচেরিতে প্রত্যাবর্তন এবং পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও তামিলনাড়ুতে পরিবর্তনের আশায় আছে বিজেপি। অন্যদিকে, ধর্মীয় বিভাজন, অসহিষ্ণুতা, মেরুকরণের আবহে ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবনার মৃত্যুঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে।

বড়দিনে একের পর এক চার্চে গেরুয়াধারীদের তাণ্ডবের ক্ষত শুধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্রিসমাস বার্তায় মেলা সম্ভব নয়। আবার চিনা নাগরিক সন্দেহে ত্রিপুরার ২৪ বছরের তরুণ অ্যাঞ্জেল চাকমার হত্যা ফের প্রমাণ করে দিয়েছে বহুত্ববাদের আদর্শ কতটা বিপন্ন এখন ভারতে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর হামলা, অত্যাচার লাগামছাড়া হয়ে উঠেছে।

বাঙালি মানেই বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্যে। এসব বিষয়ে নীরব থেকে কেন্দ্র তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। ২০২৫ সালে তৈরি হওয়া বাংলা ও বাঙালি বিতর্কের নিরসন ২০২৬ সালে হবে কি না, সেটাও বড় প্রশ্ন। মানুষের রুজিরুটির লড়াই থেকে মুক্তির খুব সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না নতুন বছরে। এমনকি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবার খরচ লাগামছাড়া বৃদ্ধি থেকে রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা তেমন নেই। ফলে নিয়মমাফিক শুভেচ্ছা জানানোর প্রথা চললেও আদতে নতুন বছর কতটা শুভ হবে, তা নিয়ে সংশয় ঘুচল না।

অমৃতধারা

যাঁর নিত্য তাঁরই লীলা। ভক্তের জন্য লীলা। তাঁকে নবরূপে দেখতে পারলে তবে তো ভক্তেরা ভালোবাসতে পারবে। পূর্ণ ও অংশ, - যেমন অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ। অবতার ভক্তের জন্য, জ্ঞানীর জন্য নয়। ঈশ্বর অনন্ত হউন, আর যত বড়ই হউন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সারবস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। প্রেম, ভক্তি শেখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। অবতারকে দেখা যা, ঈশ্বরকে দেখাও তাই। যদি গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে কেউ বলে- গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলাম, তা হলেই হলো। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ছুঁতে হয় না।

-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

যুক্তি আর আবেগের দোলাচলে পথ চলা

একজন কী করতে চাইছেন তার পরিবর্তে কেন তিনি পরিবর্তনের সংকল্প নিয়েছেন তাতে বেশি মনোযোগ দিলে ফল ভালো হয়।

কোহিনূর কর

আজ গোটা বিশ্বে বিজ্ঞানমনস্কতার ফল হিসাবে আপাতদৃষ্টিতে মানবজাতির কিছু সার্বিক উন্নতি হলেও আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা আছে। এরই মধ্যে নিয়মমাফিক আরও একটা নতুন বছর শুরু হল। নতুন বছর মানেই অধিকাংশ মানুষ নতুন কিছু আশা করেন। জানুয়ারির প্রথম দিনটাকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীরা ‘কল্পতরু দিবস’ হিসাবে মান্যতা দেন। আর যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে বা শোনা যায়—অনেকেই নতুন বছরের জন্য বিশেষ কিছু ব্যক্তিগত সংকল্প নিয়ে থাকেন।

নববর্ষের সংকল্পের ইতিহাস ও বিবর্তন

বছরের প্রথম দিন সংকল্প নেওয়ার রীতি হয়তো আধুনিক অভ্যাস ভাবা যেতে পারে, কিন্তু এর মূল লুকিয়ে আছে চার হাজার বছর আগের ইতিহাসে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক নতুন বছরে নবায়ন আর প্রতিফলন এই দুই প্রচেষ্টাকে নতুন বছরের সংকল্প হিসাবে মেনে নেওয়া শুরু হয়। ব্যাবিলনের রাজাদের করা ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞা থেকে শুরু করে আজকের দিনে যেভাবে অনেকেই ব্যক্তিগত সংকল্প নিয়ে থাকেন- এসবই নতুন বছরকে ভালো চিন্তা দিয়ে স্বাগত জানানোর একটা অনন্য প্রয়াস।

প্রাচীন ব্যাবিলনীয়, সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন জায়গায় নতুন বছর উদযাপন নিয়ে প্রচুর লিখিত তথ্য পাওয়া যায়। শোনা যায় কোনও এক ব্যাবিলনীয় রাজা প্রকাশ্যে নতুন বছরের শুরুতে একজন ভালো শাসক হওয়ার শপথ নিয়েছিলেন। অন্যদিকে, রোমানরা জানুয়ারির ১ তারিখ থেকে নতুন ও ভালো পদক্ষেপ করার রীতি শুরু করেছিল। এর মধ্যে বেশি চল ছিল বাড়িঘর পরিষ্কার করা, পর্যাপ্ত খাবার সংরক্ষণ করা, ধারদেনা থাকলে সেগুলো শোধ করে দেওয়া ইত্যাদির। পাশ্চাত্যে এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলতে চলতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে নববর্ষের সংকল্প ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনেক খ্রিস্টধর্মীয় উৎসবকেও ছাড়িয়ে যেতে শুরু করে। বর্তমানে নববর্ষ উদযাপন জাতিধর্মনির্বিশেষে বৃহত্তর সমাজের একটা আনন্দ উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংকল্প নিয়ে ভুল ধারণা ও বাস্তবতা

এবার দেখা যাক নতুন বছরের সংকল্প নিয়ে কিছু অবৈজ্ঞানিক ধারণার কথা। সফল হওয়ার জন্য ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ট (একদম ভুল ধারণা)। বড়সড়ো আর ভাসাভাসা সংকল্প নেওয়া ভালো (এটা কাজের হয় না)। একমাত্র বছরের প্রথম দিন একজন মানুষকে নতুন করে তুলতে পারে (এর কোনও মানে নেই)। অন্যদিকে, দেখা যাক আসল সত্যিটা কী। বেশিরভাগ সংকল্প টেকে না। ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ মানুষ ফেব্রুয়ারি মাস আসার আগেই হাল ছেড়ে দেয়। লক্ষ্য হওয়া উচিত স্মার্ট (ইংরেজিতে লিখলে যেটা দাঁড়ায় SMART—Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, প্রাসঙ্গিক, সময়সীমাবদ্ধ)। বড় সংকল্প নিয়ে হাল ছাড়ার চেয়ে ছোট ছোট পদক্ষেপ বেশি কার্যকরী হয়। একজন কী করতে চাইছেন তার পরিবর্তে কেন তিনি পরিবর্তনের সংকল্প নিয়েছেন সেটার ওপর বেশি মনোযোগ দিলে তার ফল ভালো হয়।

যুক্তি ও আবেগের দ্বন্দ্ব

এবার যুক্তি এবং আবেগ এই দুই মানসিক দ্বন্দ্বের ওপর দু’চার কথা আলোচনা করতে চাই। আমরা সবাই কমবেশি যুক্তিবাদী কিংবা আবেগপ্রবণ হয়ে থাকি। প্রশ্ন হল, আমাদের যে কোনও সিদ্ধান্তে বা পদক্ষেপে যুক্তিই কি শেষকথা, নাকি আবেগেরও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে? আসুন আমরা দু’একটা পরিস্থিতি কল্পনা করে বোঝার চেষ্টা করি কীসের গুরুত্ব কেমন হতে পারে, আর কেনই বা এই দুইয়ের মধ্যে একধরনের সমতার প্রয়োজন হতে পারে।

- এআই

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক নতুন বছরে নবায়ন আর প্রতিফলন এই দুই প্রচেষ্টাকে নতুন বছরের সংকল্প হিসাবে মেনে নেওয়া শুরু হয়। ব্যাবিলনের রাজাদের করা ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞা থেকে শুরু করে আজকের দিনে যেভাবে অনেকেই ব্যক্তিগত সংকল্প নিয়ে থাকেন—এসবই নতুন বছরকে ভালো চিন্তা দিয়ে স্বাগত জানানোর একটা অনন্য প্রয়াস।

কল্পনা করুন শ্রাবণ মাস। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, মাঝেমধ্যে খুব ঝোড়ো হাওয়া আর বিদ্যুৎ চমকানি এলাকা কাঁপিয়ে দিচ্ছে। ছোট পরিবার, সবাই ঠিক করল রাতে খিচুড়ি খাওয়া হবে। শুরু হল তোড়জোড়, কিন্তু গিন্নি কথাটা না তুলে পারলেন না—‘খিচুড়ি তো আমি নামিয়ে দেব, কিন্তু তার সঙ্গে একটু ভাজাভুজি না হলে কি জমবে?’ সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন—‘ঠিক ঠিক, সঙ্গে বেগুনি বা পেঁয়াজি হলে খুব ভালো হয়!’ ব্যাস, রাতের মেনু না হয় ঠিক হল, এবার তার আয়োজন।

কর্তাবাবু সবে হেলান দিয়ে বসেছেন। আর ছোটদের এই আবহাওয়াতে মোড়ের মাথা অবধি পাঠাতে সাহস হচ্ছে না। এর মধ্যে লোডশেডিং, কর্তা আর যাবে কোথায়? রান্নাঘর থেকে গিন্নির গলা—‘যাহ, গেল তো! এবার এই অন্ধকারে মোমবাতি জ্বালিয়ে খিচুড়ি সামলাব না ভাজা করব? শুনছ, তুমি একটু কষ্ট করে হাবুলের দোকান থেকে কিছু বেগুনি আর পেঁয়াজি নিয়ে এসো। আমার খিচুড়ি হতে হতে কারেন্ট এসে যাবে হয়তো।’ কর্তা একটু চিন্তায় পড়লেন। এখন বেরোতে গেলেই ছাতা লাগবে, আর ছাতাও এই ঝড়ে উলটে যেতে পারে। খিচুড়ি কি এমনি-এমনি বা একটু আমের আচার দিয়ে খাওয়া যেত না? যেত, কিন্তু খিচুড়ির সঙ্গে ভাজা না হলে সত্যিই ঠিক জমে না! এটুকু ঝুঁকি তো নেওয়াই যায়? এটাকে বলা চলে অর্ধেক যুক্তি আর অর্ধেক আবেগের মিশ্রণ।

জীবনের ভারসাম্য

বিশাল খোলা ময়দানে বইমেলায় হাজার হাজার মানুষের ঢল। এক পরিবারের সবাই একসঙ্গে সেখানে কয়েক ঘণ্টার জন্য হাজির হয়েছেন। কর্তা কিছু সিলেক্টেড বুকস্টলে যাবেন মনে মনে ঠিক করে এসেছেন। অন্যদিকে, গিন্নি বইয়ের চেয়ে রকমারি ঘর সাজানোর জিনিস আর হ্যান্ডক্র্যাফটের দিকে বেশি চোখ রেখে চলেছেন, আর কোনও স্টলে সেলেব্রিটি থাকলে তার সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। ছেলেমেয়ে সঙ্গে আছে, ওদেরও তো কিছু ভালো লাগতে হবে? বড়জন প্রত্যেক স্টলে গিয়েই অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু’একটা বই নেড়েচেড়ে দেখে রেখে দিচ্ছে। বাবা কিনে দিতে চায়; কিন্তু উত্তরে খালি ‘না’ বলে চলেছে। তার মনে হচ্ছে—বই তো বাবা-মায়ের বয়সিদের জন্য; মুঠোফোন থাকতে আবার বই!

অনেকবার বলার পর বড়জন উপায় না দেখে সমসাময়িক আমেরিকান লেখকের একটা ‘বেস্ট সেলার’ হাতে তুলে নিল। ওদিকে, ছোটজন তো ওদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত। ওর বয়সে আজকের ডিজিটাল জমানায় কাগজে ছাপা বইয়ের কোনও আকর্ষণ নেই বললেই চলে, আর কুটিরশিল্প বোঝারও বয়স হয়নি। ঘণ্টা দুই মেলা চষে বেড়ানোর পর ছোটজনের স্বভাবতই খিদে পেয়ে গেল। বাকিদেরও বেশ খিদে খিদে ভাব। ছোটজন বলে উঠল—‘ওই দ্যাখো, ফুচকা বিক্রি করছে। আমি ফুচকা খাব!’

গিন্নি আর বড়জন সায় দিতেই ফুচকা বিক্রেতার সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। লম্বা লাইন, ধুলো উড়ছে, খালি হাতে (গ্লাভস ছাড়া) বুড়ো আঙুল দিয়ে ফুচকার খোল ভেঙে আলুর পুর আর তেঁতুলের জল ভরে ফুচকা বিক্রেতা দিব্যি পরিবেশন করছে। আর ফুচকাপ্রেমীরা সবাই হাউমাউ করে খেয়ে চলেছে। এবার ভাবুন কোনটা বেশি জরুরি—যুক্তিবাদী হয়ে স্বাস্থ্যবিধি মানা, নাকি খিদের মাথায় পেটটা ঠান্ডা করা? এতগুলো মানুষ তো খাচ্ছে, কিছু কি হচ্ছে তাদের? শুধু যুক্তি বা বিচার কি এই পরিস্থিতিতে এক মুহূর্ত দাঁড়াতে পারে? অনেকেই সম্ভবত বলবেন—না, আবেগ আর যুক্তি এক্ষেত্রে মিলেমিশে একাকার—আগে পেটটা তো ঠান্ডা করি, পরে যা হবে দেখা যাবে।

ঠান্ডা মাথায় বিচার

এরকম ভূরিভূরি উদাহরণ দেওয়া যায়। জীবনের সব ক্ষেত্রেই, সে ব্যক্তিগত হোক বা কর্মক্ষেত্রেই হোক, ভালো যুক্তি যেমন আমাদের ঠিক পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, আবেগেরও কিন্তু অনেক ভূমিকা আছে। জীবনে এমন পরিস্থিতি আসতেই পারে যখন আবেগহীন যুক্তি বা যুক্তিহীন আবেগ আমাদের ওপর জোর করে, আর আমরা পরিস্থিতি সামাল দিতে তাড়াহুড়ো করে একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই। এইসব সিদ্ধান্ত সত্যিই ভালো ছিল কি না, একটু চিন্তাভাবনা করার সময়টাও হয়তো হাতে থাকে না।

ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বেরোলে মাথায় বাজ পড়ার সম্ভাবনা যে অতি নগণ্য সেটা আমরা জানি, বা একবার বইমেলায় গিয়ে খিদের মাথায় ফুচকা খেলে কিছু হবে না সেটাও আমরা ধরে নিই। তবুও যুক্তি আর আবেগের মধ্যে একটা সমতা রেখে চলার চেষ্টা আমরা করতেই পারি। প্রয়োজন আর পরিস্থিতি অনুযায়ী যুক্তি আর আবেগের পাল্লাটা কোন দিকে ভারী আর কোন দিকে হালকা রাখা সমীচীন, সেটা যে সিদ্ধান্ত নেবে তাকেই ভেবে বার করতে হবে। কোনও সহজ ফর্মুলা নেই—শুধু একটু ঠান্ডা মাথায় বিচার করা ছাড়া।

আসুন নতুন বছরের শুরুতে আমরা এমন কিছু সংকল্প নিই, যা আমাদের নিজেদের, পরিবারের ও পরিবারের বাইরে সমাজের পক্ষে মঙ্গলকারী। স্বভাবতই শুধু আবেগের তাড়নায় নয় কিংবা সবাই করছে তাই আমিও করি তা নয়, বরং যুক্তি দিয়ে নিজেদের আগে কারণটা বুঝিয়ে তারপর সেই সংকল্প নিলে আমার মনে হয় সাফল্যের সম্ভাবনাও অনেক বেশি হবে।

(লেখক অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক)

আজ

১৮৯৪

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম আজকের দিনে।

১৯৩০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্য।

আলোচিত

শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় জ্ঞান দিলে হবে না। চুরি হয়েছে, চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ করলে হবে না। মাঠে নেমে চুরি ধরতে হবে। উপরতলার নির্দেশে ভোট চুরি করছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু কারচুপি ইভিএমে হচ্ছে না। ইভিএম তো পরীক্ষা করা যায়। কারচুপি হচ্ছে ভোটার তালিকায়।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

পঞ্জাবের ফিরোজপুরে নিজের বাড়িতে সোফার ওপর বসে ছিলেন এক ব্যক্তি। কোমরে গোঁজা ছিল গুলিভর্তি পিস্তল। সোফা থেকে ওঠার সময় হঠাৎ চাপ পড়ে পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে পড়ে। গুলিবিদ্ধ হয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

ভাইরাল/২

‘গেম-পাগল’। আমেরিকার এক হাসপাতালে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে এনেছিলেন স্বামী। প্রসবযন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন স্ত্রী। এদিকে সঙ্গে আনা এক্সবক্স কনসোলের গেমে মগ্ন স্বামী। চিকিৎসক সদ্যোজাতকে যখন দেখাতে এলেন তখনও গেম খেলতে ব্যস্ত নতুন বাবা।

জনমন জনমত

বাজুক সৃষ্টির নতুন সুর

পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণের বার্ষিক গতিতে নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন, নতুন সম্ভাবনার মলাটে অনাদি অনন্তকাল আবারও হাজির - এবার পরিচয়ে সে ২০২৬। ইংরেজি নববর্ষ, অবশ্যই নতুনকে বরণ করতে আমাদের মনে কোনও কার্পণ্য নেই। ফেলে আসা দুর্দিনগুলো যেন পথ হারিয়ে আর ফিরে না আসে। নতুন বছরের নতুন সূর্য আগামীর যাত্রাপথে মানবতা, সততা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সফলতার কিরণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ুক।

কবিগুরুর প্রশ্ন, ‘যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো!’ এর উত্তর আমাদের উচ্চ জীবনাদর্শে, উন্নত রুচিবোধে তেজোময় হয়ে উঠে দিতে পারি যেন। সব পেয়েছির সেই সোনার কাঠির ছোঁয়া লাগে যেন আমাদের সকলের জীবনে। আমরা আবারও প্রমাণ করতে পারি যেন ‘জীবনের মূল্য আয়ুতে নয়, কল্যাণপূত কর্মে’।

আমরা নিজেদের মধ্যে সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে দেশহিতে, জনহিতে পবিত্র কল্যাণকর কাজে যেন নিজেদের নিয়োজিত করতে পারি। বাহারি শস্যে, রঙিন ফুলে, পৌষালি পার্বণে সঞ্জীবনী সুধা হয়ে আসুক ২০২৬।

স্বপ্নভঙ্গ জীবন নয় আর,/ নাশ করব বিদ্বেষ-বিষ/ বাজুক সৃষ্টির নতুন সুর/ স্বাগত ২০২৬।

শৌমিক চক্রবর্তী, সুভাষনগর, ময়নাগুড়ি।

সবার ভালো হোক

ইতিমধ্যে ২০২৫-এর ট্রেনটা এসে পৌঁছেছে ২০২৬-এর প্ল্যাটফর্মে। বিভিন্ন নতুন শিক্ষা, নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষায় আবারও ৩৬৫ দিনের যাত্রা শুরু।

তাই বলে কি ২০২৫-কে একেবারে ভুলে যাওয়া যায়? যাঁরা কিছু না কিছু হারিয়েছেন, বিশেষ ঘটনা, স্মৃতি, সম্পর্ক - সেসব সঙ্গে নিয়েই শুরু হবে আগামীর যাত্রা। সবরকম বিদ্বেষ সরিয়ে আমরা যেন ভালো থাকতে পারি, সবাইকে ভালো রাখতে পারি। ২০২৬ ভালো কাটুক সকলের।

শুভশ্রী ব্যানার্জি, শিলিগুড়ি।

যন্ত্র যখন ডিনার-টেবিলের সঙ্গী

নিউ ইয়র্কের মতো ব্যস্ত শহরে কিছু ক্যাফে তৈরি হয়েছে। নিঃসঙ্গরা সেখানে তাঁদের ভার্চুয়াল সঙ্গীর জন্য বিশেষ টেবিল বুক করছেন।

নীলাচল রায়

সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে মানুষের কাছে আহার কেবল ক্ষুধানিবৃত্তির মাধ্যম ছিল না। বরং বন্ধুবান্ধব বা প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া দুপুরের খাবার কিংবা রাতের খাবার ছিল সম্পর্কের বুনন তৈরির একটি অন্যতম সামাজিক উৎসব। কিন্তু প্রযুক্তির জয়যাত্রার এই বর্তমান যুগে সেই চিরচেনা ছবিতে বড়সড়ো বদল আসতে শুরু করেছে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা ‘আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স’ (AI) আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের পরিসরে এতটাই গভীরে প্রবেশ করেছে যে, এখন রক্তমাংসের মানুষের বদলে যন্ত্রের সঙ্গে ডেটে যাওয়ার কথা আধুনিক সমাজ ভাবছে।

সম্প্রতি বিদেশের কিছু বড় শহরে ‘এআই ডেটিং ক্যাফে’-র ধারণা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নিউ ইয়র্কের মতো ব্যস্ত শহরে এমন কিছু ক্যাফে আত্মপ্রকাশ করেছে, যেখানে নিঃসঙ্গ মানুষরা তাদের ডিজিটাল পার্টনার বা ভার্চুয়াল সঙ্গীর জন্য বিশেষ টেবিল বুক করছেন। প্রথম দর্শনে একে আর পাঁচটা সাধারণ রেস্তোরাঁর মতোই মনে হয়। মোমবাতির স্নিগ্ধ আলো আর সুন্দর টেবিল বিন্যাস সেখানে বিদ্যমান থাকে। তফাত শুধু এটুকুই যে, সামনের চেয়ারে কোনও রক্তমাংসের মানুষ বসে থাকে না। পরিবর্তে একটি সুদৃশ্য ফোন স্ট্যান্ডের ওপর কেবল একটি স্মার্টফোন রাখা থাকে। সেই স্ক্রিনের ওপার থেকে এআই সঙ্গী তার ব্যবহারকারীর সঙ্গে গল্প করে এবং নানা আবেগ ভাগ করে নেয়। ফরাসি ভাষায় যাকে ‘টেট-আ-টেট’ বা নিভৃত আলাপচারিতা বলা হয়, তার এক ডিজিটাল সংস্করণ যেন চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

- এআই

পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যায়, বর্তমান প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের একাংশ এই নতুনত্বের দিকে ঝুঁকছেন। ৩০ বছরের কম বয়সি প্রতি তিনজন পুরুষের মধ্যে একজন এবং প্রতি চারজন নারীর মধ্যে একজন ইতিমধ্যেই এআই সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আধুনিক জীবনের তীব্র একাকিত্ব, প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড় এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের জটিল হতে থাকা সম্পর্কই হয়তো এর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ এখন এমন এক সঙ্গী চায় যে তাকে বিচার করবে না এবং তার সব কথা ধৈর্য ধরে শুনবে। এআই এখানে এক নিপুণ মনস্তাত্ত্বিকের মতো কাজ করছে।

তবে মুদ্রার উলটো পিঠও আমাদের ভাবিয়ে তোলে। আমাদের সমাজে আজও একা কোনও রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়ার অভ্যাসকে অনেকে বাঁকা চোখে দেখেন। সেখানে কোনও মানুষকে ফোনের সঙ্গে ‘রোমান্টিক ডিনার’ করতে দেখলে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, তা নিয়ে বড় সংশয় থেকে যায়। সমাজের বড় একটি অংশ হয়তো একে বিকৃতি বা হাস্যকর বলে মনে করবেন। কিন্তু আসল প্রশ্নটি অন্য জায়গায় রয়ে গিয়েছে। যন্ত্র কি কখনও মানুষের সহমর্মিতা বা উষ্ণ স্পর্শের বিকল্প হতে পারে?

প্রযুক্তি আমাদের নিঃসঙ্গতা দূর করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এর ফলে কি আমরা আরও বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি না? ডিজিটাল সঙ্গীর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলায় হয়তো সাময়িক মানসিক প্রশান্তি মেলে, কিন্তু এতে মানুষের সামাজিক দক্ষতা ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়। বাস্তব জগতের রক্তমাংসের সম্পর্কের যে টানাপোড়েন, মায়া এবং ত্যাগ থাকে—তা কোনও কৃত্রিম অ্যালগরিদম দিতে পারবে না। আগামীদিনে এই প্রবণতা আরও বাড়বে সন্দেহ নেই, তবে যন্ত্র আর মানুষের এই সহাবস্থান আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে কোন পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, এখন সেটাই দেখার বিষয় হিসেবে থাকছে।

(লেখক শিক্ষক। মাটিগাড়ার বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৩৩

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। বশিষ্ঠমুনির কামধেনু ৩। নীলগিরি পর্বতমালা ৪। বোয়ালমাছের আরেক নাম ৫। অসংখ্য ৭। আকাশ ১০। বাসস্থান, পবিত্রস্থান, তীর্থ ১২। সম্পূর্ণ নতুন, টাটকা ১৪। মানকচুর আরেক নাম ১৫। সংগীতে একাধিক সুরের পরপর দ্রুত উচ্চারণের প্রক্রিয়াবিশেষ ১৬। বুদ্ধিমান, নিপুণ, ধূর্ত বা ঠগ।

উপর-নীচ : ১। রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতি- এই তিন শাস্ত্রের জ্ঞান ২। উড়িধান বা তৃণধান ৩। শিব, নীলবর্ণ কণ্ঠযুক্ত পাখিবিশেষ ৬। শতরকমের, শতবার ৮। দেবতার মহিমা কীর্তন ও স্তুতি, আরাধনা ও সেবা ৯। পরস্পর প্রহার, দাঙ্গা, লড়াই ১১। মনমালিন্য, কলহ বা ঝগড়া ১৩. বিকশিত, চুলহীন।

সমাধান ■ ৪৩৩২

পাশাপাশি : ২। পীতপর্ণী ৫। বাগড়া ৬। অধিবেদন ৮। পালি ৯। নানা ১১। নদের চাঁদ ১৩। বদনা ১৪। মায়াডোর।

উপর-নীচ : ১। অবারিত ২। পীড়া ৩। পয়োধি ৪। অজিন ৬। অলি ৭। বেদানা ৮। পাচার ৯। নাদ ১০। ছুতোনাতা ১১। নর্দমা ১২। চাঁদোয়া ১৩। বর।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিষাদমাখা নববর্ষ

বকেয়া সমস্যা মেটাতে বৈঠক ৫ জানুয়ারি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন ও প্রণব সূত্রধর

বীরপাড়া ও আলিপুরদুয়ার, ৩১ ডিসেম্বর : মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে মেরিকো টি কোম্পানির ৬টি চা বাগানে মজুরি বকেয়া সংক্রান্ত সমস্যা মেটাতে বুধবার ডুয়ার্সকন্যায় ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের কথা বলা হয়েছিল। তারিখ পিছিয়ে বুধবার শ্রম দপ্তর জানায়, বৈঠক হবে ৫ জানুয়ারি। মজুরি আদায়ে চা মজুর একতা মঞ্চ নামে একটি সংগঠন গড়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন চা শ্রমিকরা। সিটুর মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির সম্পাদক শংকর দাস বলেন, 'চা মজুর একতা মঞ্চকে প্রথমে চিঠি দেওয়া হয়নি। তাই আমরা বৈঠকে যেতে অস্বীকার করি। তবে ৫ তারিখের বৈঠকে চা মজুর একতা মঞ্চকেও চিঠি দিয়ে ডাকা হয়েছে। তাই আমরা ৫ তারিখের বৈঠকে অংশগ্রহণ করব।'

বান্দাপানিতে কয়েকমাস ম্যানেজার নেই। কাঁচা পাতা বিক্রি করছেন শ্রমিকরা। বাকি পাঁচটি বাগানে ৭ পাক্ষিক মজুরি বকেয়া পড়ায় আন্দোলনে নামেন শ্রমিকরা। গড়া হয় চা মজুর একতা মঞ্চ। প্রথমে ধুমচিপাড়া চা বাগানে দু'দিন এবং পরে বীরপাড়ায় অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারের অফিসের সামনে ৫ দিন ধর্না, বিক্ষোভ কর্মসূচি করেন ৬ বাগানের শ্রমিকরা। ২৯ ডিসেম্বর ডুয়ার্সকন্যা অভিযান করেন তাঁরা। সেদিন রাত পর্যন্ত ডুয়ার্সকন্যার সামনে বসে ছিলেন কয়েকশো শ্রমিক। শেষপর্যন্ত শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের হস্তক্ষেপে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের কথা জানায় শ্রম দপ্তর। এরপর ধর্না তুলে নেন শ্রমিকরা।

আলিপুরদুয়ারের জয়েন্ট লেবার কমিশনার গোপাল বিশ্বাস বলেন, 'নানা কারণে বৈঠক পিছিয়ে ৫ জানুয়ারি করা হচ্ছে।' মজুরি বকেয়া নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে। তবে ওরা আর্থিক সমস্যার কথা জানিয়ে কয়েকদিন সময় চেয়েছে।'

বন্ধ বাগানে ভাত জোটানো নিয়ে শঙ্কা

সমীর দাস

কালচিনি, ৩১ ডিসেম্বর : ইংরেজি নববর্ষকে বরণ করতে চারদিকে হইচই। কবে কোথায় পিকনিক হবে, সেই নিয়ে মশগুল সাধারণ মানুষ। কিন্তু প্রদীপের নীচেও যে অন্ধকার রয়েছে, তা নিয়ে ভাবেন কতজন? কালচিনির বন্ধ কিংবা অচল চা বাগানের শ্রমিকদের কীভাবে দিন কাটছে, সেটা সবার অলক্ষ্যেই থেকে যাচ্ছে।

ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে চা পাতা তোলা বন্ধ থাকে। তাই কিছু বাগান মালিক শুখা মরশুমে বাগান বন্ধ করে খরচ বাঁচানোর চেষ্টা করেন। আবার যে চায়ের উৎপাদন মরশুম শুরু হয়, সেসময় আবার বাগান খোলার খানিকটা তোড়জোড় শুরু হয়। সম্প্রতি এই চিত্র দেখা গিয়েছে কালচিনি ব্লকের ভার্নোবাড়ি চা বাগানে। ১৭ ডিসেম্বর থেকে বাগানটি বন্ধ পড়ে রয়েছে। একই মালিকানাধীন কালচিনি ও রায়মাটাং চা বাগানের শ্রমিকরা তিন পাক্ষিক মজুরির দাবিতে রিলে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন এক সপ্তাহ ধরে। ওই বাগানের মালিকপক্ষ ১৫ দিনের ওপরে হল বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছেন। বাগান দুটি বন্ধ ঘোষণা করা না হলেও মালিকপক্ষ না থাকায় ডিসেম্বরের ১২ তারিখ থেকে অচলাবস্থায় রয়েছে এই দুই বাগান। আবার প্রায় সাত মাস ধরে বন্ধ রয়েছে মধু চা বাগান। এই বাগানের মালিকপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর মঙ্গলবার দলসিংপাড়া বাগান খোলার সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়েছে ঠিকই। তবে কালচিনি ব্লকের অন্তত চারটি বাগানের কয়েক হাজার শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের বর্ষবরণেও মুখে হাসি ফোটেনি।

বুধবার বন্ধ মধু চা বাগানের শ্রমিক মাংড়া ওরাওঁ ছলছল চোখে বললেন, 'সবাই তো নববর্ষের আনন্দে মশগুল। কিন্তু আমাদের ভাগ্য কবে ফিরবে জানি না। ২০১৪ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত টানা আট বছর বন্ধ ছিল আমাদের বাগান। মাঝে কিছুদিন খোলা থাকলেও নতুন মালিক প্রথম থেকেই মজুরি দেওয়া নিয়ে টালবাহানা করছিলেন। ভুখা পেটে আর কতদিন কাজ করা যায়। মজুরির দাবি জানাতেই বাগান ছেড়ে চলে গেলেন মালিক।' মাংড়া জানালেন, গত ১০-১২ বছর ধরে শুধু নববর্ষ কেন, কোনও উৎসবই মন খুলে পালন করতে পারেননি।

বন্ধ ভার্নোবাড়ি চা বাগানের ফ্যাক্টরি খাঁখাঁ করছে।

- টানা আট বছর বন্ধ ছিল মধু চা বাগান
- মাঝে কিছুদিন খোলা থাকলেও নতুন মালিক প্রথম থেকেই মজুরি দেওয়া নিয়ে টালবাহানা করছিলেন
- মজুরির দাবি জানাতেই বাগান ছেড়ে চলে যান মালিক

রায়মাটাং চা বাগানের অঞ্জলি লোহারের মন্তব্য, '২০০৪ সাল থেকে আমাদের সমস্যা শুরু হয়েছে। প্রায় দুই যুগ পরও স্থায়ী সমাধান হয়নি। এক বছরে একাধিকবার মালিকানা পরিবর্তন হলেও যিনি বাগানের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি কাজ করিয়ে কখনও বোনাস দেননি, আবার কখনও মজুরি দেননি। নববর্ষের আনন্দ উপভোগ করার মতো পরিস্থিতি নেই আমাদের।' কালচিনি বাগানের শ্রমিক লক্ষ্মী ওরাওঁ জানালেন, বাগান অচল হওয়ার পর আশপাশের বাগানে অস্থায়ী ঠিকাশ্রমিকের কাজ করে কিছু উপার্জন করেছেন তিনি। এখন তো সেই কাজও বন্ধ। মালিকপক্ষ জমি জটিলতার বাহানা দিয়ে তাঁদের মজুরির টাকা আটকে রেখেছেন।

এদিকে, আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি শ্রম কমিশনার গোপাল বিশ্বাস জানাচ্ছেন, দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় খুলতে চলেছে দলসিংপাড়া। ভার্নোবাড়ি নতুন বছরের প্রথম দিকেই খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মধু চা বাগানের জন্য নতুন মালিকের খোঁজ চলছে। কালচিনি ও রায়মাটাং চা বাগানের মালিকপক্ষকে সমস্যার সমাধানে ডাকা হলেও তাঁরা আসেননি। নতুন বছরের প্রথম দিকে ওই দুই বাগানের সমস্যা মেটাতে ফের মালিকপক্ষকে ডেকে সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

পুড়ে গিয়েছে ঘরের আসবাব।

ব্যাংডাকিতে অগ্নিকাণ্ড

পলাশবাড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : বছর শেষের আনন্দ বদলে গেল বিষাদে। বুধবার দুপুরে হঠাৎ এক পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। ঘটনা নজরে পড়তেই ছুটে আসেন গ্রামবাসী। তাঁরাই আগুন নেভানোর উদ্যোগ নেন। সেই সময় ঘরের ভেতরে ছিলেন এক সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধা এবং দশম শ্রেণির পড়ুয়া তাঁর নাতনি। দরজা বন্ধ থাকায় তাঁরা আটকে পড়েন। পরে আগুন নিভিয়ে তাঁদের বের করে আনেন গ্রামের মানুষ। জখম ঠাকুমা এবং নাতনিকে প্রথমে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে রেফার করা হয় কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। দুজনই এখন চিকিৎসাধীন। ঘটনা আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যাংডাকি গ্রামের।

সূর্যবাহাদুর রাই কেরলে শ্রমিকের কাজ করেন। বাড়িতে থাকেন তাঁর বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও মেয়ে। এদিন সূর্যের স্ত্রী মিনা সুব্বা রাই কোনও কাজে বাড়ির বাইরে ছিলেন। তাঁর শাশুড়ি গায়ত্রী রাই ও পনেরো বছরের মেয়ে মনীষা রাই তখন ঘরে ছিলেন। হঠাৎই আগুন লাগে। আগুনে জখম ওই বৃদ্ধার শরীরের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ পুড়ে যায়। এদিকে, ঘর থেকে বের করতে গিয়ে জখম হয় কিশোরী। খবর পেয়ে ফালাকাটা দমকলকেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন রওনা হয়। কিন্তু গ্রামের পথ বেহাল থাকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারেনি। তার আগেই স্থানীয়দের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে সোনাপুর ফাঁড়ির এসআই রতন বর্মন সবদিক খতিয়ে দেখেন।

অভিযান

বীরপাড়া, ৩১ ডিসেম্বর : বীরপাড়ার দিনবাজার এবং বড়বাজার দখলদারির জেরে ঘিঞ্জি এলাকায় পরিণত হয়েছে। রাস্তা দখল করে দোকানপাটের অংশ ব্যবসায়ীরা বাড়িয়ে নিয়েছেন। এমনকি বারান্দার বাইরেও সামগ্রী রেখে তাঁরা ব্যবসা করছেন। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে এনিয়ে খবর প্রকাশিত হয়। রবিবার বীরপাড়া থানার পুলিশ দিনবাজার ও বড়বাজারে অভিযান চালায়। ওসি নয়ন দাস অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

দিনবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক কার্তিক সরকার বললেন, 'আমরা নিয়ম মেনেই ব্যবসা করতে বলি। তবে রাস্তায় জিনিসপত্র রেখে ব্যবসা করা ব্যবসায়ীদের একাংশের প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

গাঁজা নষ্ট

শামুকতলা, ৩১ ডিসেম্বর : প্রশাসনের নজরে লুকিয়ে চলছিল গাঁজার চাষ। ঘরের পাশের আনাচে-কানাচে, কুয়ো বা টিউবওয়েলের ধারে অথবা অন্যান্য ফসলের আড়ালে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চাষ চলছিল। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পশ্চিম চেপানি গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে বুধবার শামুকতলা থানার অন্তর্গত শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক অভিযান চালান। তাঁর নেতৃত্বে পুলিশ অন্তত ২৫টি বাড়িতে হওয়া প্রচুর গাঁজা গাছ নষ্ট করেছে। ৪০০টি গাঁজা গাছ কেটে পুড়িয়ে দেওয়ায় আনুমানিক পাঁচ লক্ষ টাকা বাজারমূল্যের গাঁজা নষ্ট করা গিয়েছে।

রাজনীতি ছেড়ে ঘরকন্নায় প্রাক্তন প্রধান

সময়ের স্রোত আর রাজনীতির দাবার চালে হারিয়ে যায় কত চেনা মুখ। রাজপথ থেকে ড্রয়িং রুম ক্ষমতার পালাবদলে যাঁরা আজ ব্রাত্য, তাঁদের বর্তমান জীবন কেমন কাটছে? আলোর বৃত্ত থেকে সরে যাওয়া সেইসব দাপুটে ব্যক্তিত্বের যাপনচিত্র আর রাজনীতির নেপথ্য কাহিনী নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিবেদন- 'রাজনীতির অন্তরালে'।

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ৩১ ডিসেম্বর : পাঁচ বছর জনগণের আবদার মেটানো। আবার জনগণের ক্ষোভের মুখে পড়া। চেয়ার ধরে রাখতে দলবদল। তবু রাজনীতি থেকে অনেক দূরে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনার প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান প্রমীলা বর্মন রায়। পায়ের তলায় শক্ত জমি পেতে বাম থেকে তৃণমূলে যান। তবে দলের অন্দরে ঢুকে 'মোহ' কেটেছে। গোষ্ঠীকোন্দলে জেরবার হয়ে দল ছেড়েছেন। এখন তিনি নিপাট গৃহবধূ। উচ্চশিক্ষিতা প্রমীলা এখন একটা চাকরি খুঁজছেন। প্রমীলার কথায়, 'তৃণমূলে যোগ দিয়ে দেখি দলের ভেতর অনেকগুলি দল! সবমিলিয়ে পাঁচ বছর ভীষণ অশান্তিতে ছিলাম। এখন শান্তিতে আছি। সন্তুষ্টি একটাই। ওই সময় উন্নয়নমূলক প্রচুর কাজ হয়। বিশেষ করে অনেক গরিব মানুষ সরকারি ঘর পেয়েছেন। ঘর বণ্টনে নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছি।'

প্রমীলা যে আগাগোড়া রাজনীতির ময়দানে ছিলেন তা নয়। ২০০৭ সালে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের প্রমীলার রাঙ্গালিবাজনার বুলু রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়। তরুণ বুলু তখন আরএসপি'র নেতা। আরএসপি'র রাঙ্গালিবাজনা শাখা কমিটির সম্পাদকও হন তিনি। স্বামীর হাত ধরেই প্রমীলা রাজনীতিতে পা রাখেন। ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হলেও মাদারিহাট বিধানসভায় জেতেন আরএসপি'র কুমারী কুজুর। ২০১৩ সালে মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন করতে না পারলেও বামেরা বেশ কয়েকটি আসনে জয়ী হয়। ওই সময় বুলুর 'সৌজন্যেই' প্রমীলার টিকিট পাওয়া এবং শেষপর্যন্ত পঞ্চায়েত প্রধান হওয়া। তবে ততদিনে মাদারিহাটে তৃণমূল মাথাচাড়া দিয়েছে।

শেষপর্যন্ত ২০১৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে শাসকদলের তৎকালীন জেলা সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তীর হাত ধরে প্রমীলা ও খয়েরবাড়ির পঞ্চায়েত প্রধান ইউসুফ আলি দলবদল করেন। ইউসুফ অবশ্য টিকে গিয়েছেন। ২০১৮ সালে ইউসুফের স্ত্রী খয়েরবাড়ির ইসলামাবাদ এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা হন। ২০২৩ সালে ফের ইউসুফ পঞ্চায়েত সদস্য হন। এখন তিনি তৃণমূলের ব্লক সহ সভাপতি ও সংখ্যালঘু সেলের ব্লক সভাপতি। কিন্তু টিকে থাকতে পারেননি প্রমীলা। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে শাসকদল তাঁকে টিকিট দেয়নি। এরপর তৃণমূলের সঙ্গে বুলুর দূরত্ব বাড়ে। প্রমীলাও নিজেকে গুটিয়ে নেন।

প্রমীলা বর্মন রায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর প্রমীলা পঞ্চায়েত প্রধান থাকাকালীন ডিএলএড প্রশিক্ষণ নেন। পরে কয়েক বছর চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন। চাকরি অবশ্য জোটেনি। এতে প্রমীলা খানিকটা হতাশ। তিনি বলেন, 'চেষ্টা করেও হল না। চাকরির বাজারও খারাপ। তবে হাল ছাড়িনি।'

বুলু ও প্রমীলার একমাত্র ছেলে আগামী বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। ছেলের পড়াশোনা থেকে যাবতীয় খুঁটিনাটি এখন প্রমীলাই দেখেন। বুলুর বক্তব্য, 'আমি রাজনীতিতে নেই বললেই চলে। এখন শিশুবাড়ির খিদিরপুর রহমানিয়া হাই মাদ্রাসায় করণিকের চাকরি করি। তার ওপর বিএলও'র দায়িত্ব পেয়েছি। আগের চেয়ে অনেক ভালো আছি।'

হাসপাতালে কর্মবিরতি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৩১ ডিসেম্বর : দুই বছরের বেশি সময়ের মজুরি বকেয়া। রবিবার থেকে কর্মবিরতি পালন করছেন বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের ১৮ জন চতুর্থ শ্রেণির চুক্তিভিত্তিক স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী। ফলে হাসপাতাল পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে। কাজের চাপ বাড়ছে চতুর্থ শ্রেণির স্থায়ী কর্মীদের উপর। কিন্তু তাঁরাও সংখ্যায় মাত্র ৬। বাড়তি দায়িত্ব সামলাতে কর্মবন্ধুদের (সাফাইকর্মী) সঙ্গে মঙ্গলবার বৈঠক করেন ওয়ার্ড মাস্টার সৌরভ ছেত্রী। তাঁরা রোগী দেখভালের কিছু দায়িত্ব নিতে রাজি হলেও স্যালাইন লাগানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মের দায়িত্ব নিতে রাজি হননি। হাসপাতাল সুপার কৌশিক গড়াইয়ের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন কেটে দেন।

বীরপাড়া হাসপাতালের উপর মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের ১৯টি চা বাগান, ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়াও ধূপগুড়ি, বানারহাট এবং ফালাকাটা ব্লকের অনেক বাসিন্দা নির্ভরশীল। চতুর্থ শ্রেণির চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মীরা রোগীর শুশ্রূষা থেকে শুরু করে অস্ত্রোপচারে বিভিন্নভাবে চিকিৎসকদের সহযোগিতা করেন। মজুরি দৈনিক ১৫০ টাকা। ২৬ মাসের মজুরি বকেয়া বলে অভিযোগ। আগে ২১ জন চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মী ছিলেন। টাকা না পেয়ে ৩ জন কাজ ছেড়ে দেন। একজন বিগত ২ মাস কাজ করছেন না। বাকিরাও রবিবার থেকে কর্মবিরতিতে। সোমবার চতুর্থ শ্রেণির চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মীদের বৈঠকে ডাকেন সুপার। তবে কোনও লাভ হয়নি।

> **দুই বছরের বেশি সময়ের প্রাপ্য টাকা বাকি। টাকা না পেলে কাজ করব না।**
>
> **- রূপা গিরি**
> চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মী, বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল

বকেয়া আদায়ে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে চতুর্থ শ্রেণির চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মীদের কর্মবিরতি এই প্রথম নয়। বকেয়া আদায়ে ১৯ ফেব্রুয়ারি হাসপাতাল সুপারকে আটক করা হয়। ৫ মার্চ বৈঠক করতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান বুলু চিকবড়াইক। বুলু ধাপে ধাপে বকেয়া মেটানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ।

চলতি বছর ২১ এপ্রিল থেকে ফের কর্মবিরতি শুরু হয়। হাসপাতাল সুপার চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ীদের মধ্যে ৭ জনকে চুক্তিভিত্তিক স্থায়ী কর্মী হিসেবে নিয়োগ এবং বকেয়া মেটাতে প্রতিশ্রুতি দিলে কর্মবিরতি ওঠে। তখন দুই মাসের বকেয়া মেটানো হয় বলে তাঁরা জানিয়েছেন। চতুর্থ শ্রেণির চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মী রূপা গিরি বলেন, 'দুই বছরের বেশি সময়ের প্রাপ্য টাকা বাকি। টাকা না পেলে আমরা কাজ করব না।'

এদিকে, হাসপাতালের পরিষেবা বজায় রাখতে চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মীদের কাজ কর্মবন্ধুদের করার প্রস্তাব দেওয়া হলেও তাঁরা সবক্ষেত্রে রাজি হননি। কর্মবন্ধু বিনোদ বাসফোর বলেন, 'আমাদের স্যালাইন লাগাতে বলা হচ্ছে। আমরা সারাদিন আবর্জনা ঘাঁটি। আমাদের দিয়ে স্যালাইন লাগালে রোগীর সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে। খারাপ কিছু হলে দোষ আমাদেরই হবে। তাই আমরা স্যালাইন লাগাতে রাজি নই।'

রাস্তা ঢালাই

বীরপাড়া, ৩১ ডিসেম্বর : বীরপাড়া থানার ভুটান সীমান্তের মাকড়াপাড়া চা বাগানে একটি কাঁচা রাস্তায় কংক্রিট ঢালাইয়ের কাজ শুরু হল বুধবার। কাজের সূচনা করেন মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো, বীরপাড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপেশ দোরজি, তৃণমূলের মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির সভাপতি বিশাল গুরুং। জয়প্রকাশ জানান, দেড় কিলোমিটার রাস্তাটি কংক্রিট ঢালাই করতে ডব্লিউবিএসআরডিএ ৭৬ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৫৮ টাকা বরাদ্দ করেছে। মাকড়াপাড়া চা বাগান থেকে তুলসীপাড়া এবং লক্ষাপাড়া যাওয়ার ওই কাঁচা রাস্তাটি বর্ষাকালে বেহাল থাকত।

পর্যটকের ঢল জলদাপাড়ায়

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৩১ ডিসেম্বর : বছরের শেষ দিনে পর্যটকদের ঢল নামল জলদাপাড়ায়। দেশের পর্যটকদের সঙ্গে শামিল পড়শি রাষ্ট্র ভুটানের পর্যটকরাও। এরই মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজে যাওয়ার একশো মিটারের জঙ্গলপথের নিরাপত্তা নিয়ে। ৫ অক্টোবর প্রবল বর্ষণের জেরে হলং নদীর ওপর থাকা কাঠের সেতুটি ভেসে যায়। পরবর্তীতে একটি বিকল্প সেতু তৈরি হলেও তা দুর্বল হওয়ায় যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বন দপ্তরের। ফলে একশো মিটার রাস্তা হাঁটতে হয় পর্যটকদের। একেই কুয়াশা, তার মধ্যে চিতাবাঘ সহ বিভিন্ন প্রাণী এলাকায় থাকায় ওই পথের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রিসর্ট মালিকরা।

বর্ষবরণে পর্যটকদের ভিড় জলদাপাড়ায়। বুধবার বুকিং কাউন্টারের সামনে দেখা গিয়েছে ভুটানের পর্যটকদেরও। ভুটানের খারবান্দা থেকে পরিবার সহ এসেছেন সোনম ভুটিয়া। বন্ধুদের থেকে জলদাপাড়া সম্পর্কে জেনে তাঁরা এসেছেন বলে তিনি জানান। গন্ডার দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন শিলিগুড়ির রাকেশ সাহা, অর্ঘ্যদীপ দত্তর মতো অনেকেই। কলকাতার অশোক সাহা খুশি সহজে কার সাফারির টিকিট মেলায়। তবে অনলাইনে টিকিট বুকিং চালুর কথা বলছেন তিনি। গাইড গৌরাঙ্গ রায়, মনোজ দাসদের বক্তব্য, এখন হাতি, বাইসন, গন্ডার, হরিণ অনায়াসে দেখতে পাওয়ায় খুশি পর্যটকরা। তবে এদিন দালালচক্রের দেখা মেলেনি বুকিং কাউন্টারের সামনে। বুধবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশ হতেই নজরদারি শুরু হয়েছে। জলদাপাড়ার ইকো রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার মণীন্দ্র মহন্ত বললেন, 'সাদা পোশাকে বনকর্মীরা নজরদারি করছেন। ধরা পড়লে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।'

অন্যদিকে, ট্যুরিস্ট লজে যাওয়ার একশো মিটার রাস্তার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। পর্যটন ব্যবসায়ী সঞ্জয় দাসের বক্তব্য, 'দিনেরবেলায় আশপাশের এলাকা দেখা যায়। কিন্তু সন্ধ্যার পর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাতায়াত খুব ভয়ংকর। ঘন কুয়াশায় কিছুই দেখা যায় না। নিরাপত্তারও কোনও ব্যবস্থা নেই।' যদিও আলোর ব্যবস্থা রয়েছে বলে দাবি রেঞ্জ অফিসারের।

> **ঘন কুয়াশায় কিছুই দেখা যায় না। নিরাপত্তারও কোনও ব্যবস্থা নেই।**
>
> **-সঞ্জয় দাস**
> পর্যটন ব্যবসায়ী

টিকিট বুকিং কাউন্টারে পর্যটকদের ভিড়। জলদাপাড়ায় বুধবার।

জনপ্রতিনিধি নেই, উন্নয়ন রয়েছে

অভিযোগের ধূসর আকাশে আলোর রেখা খুঁজব আমরা। কোথাও স্বনির্ভরতার জেদ, কোথাও বা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বদলে যাওয়া জনপদ- এই সাফল্যের কারিগরদের কথাই এবার পৌঁছে দেব পাঠকদের কাছে। অভাবের ঊর্ধ্বে উঠে গ্রামবাংলার যে হাসিমুখগুলো আগামীর স্বপ্নে বুঁদ, তাদের কথা বলতেই আমাদের নতুন বিভাগ - 'হাসছে গ্রাম'।

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩১ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলার তো বটেই, একসময় জলপাইগুড়ির রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল এই বাবুরহাট বাজারের। বিধায়ক থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সবই হয়েছে এই একটা এলাকা থেকেই। সেই বাজারের পাশেই ঘোষপাড়া। সুকান্ত ক্লাবের মাঠের পাশ দিয়ে যেতেই প্রথমে নজরে আসে ওই গ্রামে ঢোকার কংক্রিটের পাকা রাস্তাটা। রাস্তার দুই পাশজুড়ে প্রায় সবই পাকা বাড়ি। ছাদ দেওয়া একতলা বা দোতলা। গ্রামে কৃষিজীবী যেমন রয়েছেন তেমনই রয়েছেন চাকরিজীবী ও বড় ব্যবসায়ীও। আর্থসামাজিক উন্নতি ও পরিকাঠামো আলিপুরদুয়ারের অন্যান্য গ্রামের তুলনায় অনেকটাই উন্নত।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২/৫৯ বুথের এই গ্রাম থেকে কোনও পঞ্চায়েত সদস্য নেই। কেন? কারণ, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমের প্রার্থীর মৃত্যুতে ওই এলাকার নির্বাচন বাতিল হয়। এরপর আর নির্বাচন হয়নি। জনপ্রতিনিধি নেই, অর্থাৎ অভিভাবকহীন। কিন্তু সেখানে পরিকাঠামোগত উন্নতির কাজ চলছে। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বিগত কয়েক বছরে গ্রামে বেশ কিছু কাজ হয়েছে। চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড রয়েছে বিজেপির দখলে। আর এখানকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন তৃণমূলের। সেই টানাপোড়েন সত্ত্বেও কাজ চলছে।

ঘোষপাড়ার মোড়ে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল সুশীল ঘোষ নামে স্থানীয় এক বাসিন্দার সঙ্গে। দুপুরের খাওয়া সেরে বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে রোদ পোহাচ্ছিলেন তিনি। গ্রামের কথা জিজ্ঞেস করতেই বললেন, 'গ্রামে সব যে ভালো তেমন বলা যায় না। তবে সরকারি বিভিন্ন কাজ হয়েছে। অন্য গ্রামের তুলনায় ভালো বলা যেতে পারে। আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য নেই ঠিকই, তবে সেজন্য কিছু সমস্যা হয় না।' গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলতেই নানান কাজের ফিরিস্তি পাওয়া গেল। গত কয়েক বছরে গ্রামের বেশিরভাগ রাস্তা কংক্রিটের হয়েছে। শুধু গ্রামে ঢোকার মূল রাস্তাই নয়, গলিপথও পাকা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় সৌরবাতি বসেছে। গ্রামের একদম পাশেই পাঁচকোলগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল। অসুখে পরিষেবা মেলে।

এই পাকা রাস্তা ধরে যাওয়া যায় ঘোষপাড়ায়।

> **গ্রামে সব যে ভালো তেমন বলা যায় না। তবে সরকারি বিভিন্ন কাজ হয়েছে। আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য নেই ঠিকই, তবে সেজন্য কিছু সমস্যা হয় না।**
>
> **-সুশীল ঘোষ**
> স্থানীয় বাসিন্দা

গ্রামের পাশেই প্রাথমিক স্কুল, হাইস্কুল রয়েছে। এখনও নলবাহিত পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়নি। তবে এলাকায় নলকূপের জলের মান ভালো। নারায়ণ ঘোষ নামে ওই গ্রামের আরেক বাসিন্দার কথায়, 'নলকূপের জল ভালোই। তবে ট্যাপকলের জল এলে আরও ভালো হয়।' আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের অন্য অনেক গ্রামে গেলে না পাওয়ার লম্বা ফিরিস্তি শুনতে হয়। সেই তুলনায় বাবুরহাট ঘোষপাড়ার তালিকা অনেকটাই ছোট। স্থানীয় বিজেপি নেতা অরিন্দম ঘোষ বা স্থানীয় তৃণমূল নেতা অসীম ঘোষরা মানছেন, আরও কিছু কাজ হলে সমস্যা আরও কমবে।

নামেই নেত্রী

- শেরিনা মূলত পঞ্চায়েত অফিসের চেয়ারে বসে কাজকর্ম করেন
- মাঠেঘাটে ঝামেলা মেটাতে সবসময় হাজির তাঁর স্বামী ফজিরুল হক
- প্রতিদিন সকাল হতেই স্ত্রীর হয়ে কাজ শুরু করে দেন ফজিরুল

স্বামীর সিদ্ধান্তেই পঞ্চায়েতের কাজকর্ম

রান্নাবান্না আর সংসার সামলানো সেই পরিচিত সদাহাস্য মুখটি একদিন রাজনীতির আঙিনায় পা রেখেছিলেন। পাড়ার লোক তাঁকে ভোটে জেতালেন। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে আদতে পর্দার আড়ালেই থেকে গেলেন। রাজনীতির গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাওয়া নারীদের কথা তুলে ধরতেই আমাদের নতুন বিভাগ- 'নামেই নেত্রী'

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

শেরিনা খাতুন ও তাঁর স্বামী ফজিরুল হক।

রাঙ্গালিবাজনা, ৩১ ডিসেম্বর: অফিসে তিনি থাকেন বটে কিন্তু 'ফিল্ডে স্বামীই প্রধান'। ফালাকাটার দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে থাকা শেরিনা খাতুনের কথায় মনে পড়ে যায় পঞ্চায়েত ওয়েব সিরিজের প্রথমদিকের একটি দৃশ্য। যেখানে নতুন আসা সচিব বুঝতেই পারেননি প্রধান পুরুষ নাকি মহিলা। এক্ষেত্রে শেরিনা মূলত পঞ্চায়েত অফিসের চেয়ারে বসে কাজকর্ম করেন। কিন্তু পঞ্চায়েতের যে কোনও জায়গায় মাঠেঘাটে ঝামেলা মেটাতে সবসময় হাজির তাঁর স্বামী ফজিরুল হক। প্রতিদিন সকাল হতেই স্ত্রীর হয়ে কাজ শুরু করে দেন ফজিরুল। অন্যদিকে রান্নাবান্না করে, সন্তানদের খাইয়ে পঞ্চায়েত অফিসে পৌঁছোন শেরিনা। তবে নানা প্রয়োজনে এলাকাবাসীরা ফোন করেন ফজিরুলকেই। কারণ তাঁর সিদ্ধান্তই নাকি শেরিনার সিদ্ধান্ত। সাধারণ মানুষ বেশিরভাগই পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে চেনেন ফজিরুলকেই। এবিষয়ে খোদ পঞ্চায়েত প্রধান অবশ্য বলছেন, 'স্বামী পাশে না দাঁড়ালে কাজকর্ম এত সহজে করতে পারতাম না।'

দক্ষিণ দেওগাঁওয়ের পঞ্চায়েত সদস্যা শেরিনা ২০২৩ সালে প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন। শেরিনা বললেন, 'কোথাও ঝামেলা হলে মেটাতে আমার স্বামীই প্রথমে ছুটে যান। তারপরও সমস্যা না মিটলে আমাকে যেতে হয়।' যেমন, মঙ্গলবার রাতে পূর্ব দেওগাঁওয়ে হাতির হানায় আলুখেত, দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বুধবার সাতসকালে এলাকা পরিদর্শন করেছেন ফজিরুল। তাঁর স্পষ্ট যুক্তি, 'একজন মহিলার পক্ষে রাতবিরেতে নানা কারণে ছুটোছুটি করা সহজ নয়। তাই স্ত্রীর হয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের কাজটা আমিই করি। মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে ভালোই লাগে।' দেওগাঁও হাইস্কুলের কাছেই বাড়ি শেরিনা-ফজিরুলের। শেরিনা প্রথমে রাজনীতিতে খুব একটা সক্রিয় ছিলেন না বলেও জানা গিয়েছে। তৃণমূল সূত্রেই খবর, শেরিনাকে টিকিট দেওয়া হয় মূলত তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ফজিরুলের সৌজন্যেই। এমনকি ভোটে জিতলেও পঞ্চায়েত প্রধানের চেয়ার পাওয়াও সহজ ছিল না। ফজিরুলের কলকাঠিতেই নাকি শেষপর্যন্ত তা সম্ভব হয়।

কেবল রাজনীতিতেই নয়, স্বেচ্ছাসেবী কিংবা ধর্মীয় সংস্থাগুলি থেকে আয়োজিত রক্তদান শিবির, বস্ত্র বিতরণের মতো সমাজসেবামূলক কাজকর্মেও এগিয়ে থাকেন ফজিরুল। রক্তদানও করেন। তাঁকে নিয়ে তৃণমূলের ফালাকাটা ব্লক কমিটির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বলছেন, 'ফজিরুল ভালো ছেলে। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে রাতদিন ছোটাছুটি করে।' সকাল থেকেই ফজিরুলদের বাড়িতে লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়। কারও রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট প্রয়োজন, আবার কারও জমি সংক্রান্ত সমস্যা। সম্প্রতি এসআইআর-এর কাজ শুরু হওয়ায় বাড়িতে লোকজনের আনাগোনাও বেড়েছে। ফজিরুল কাউকে পরামর্শ দেন, আবার কারও সমস্যা মেটাতে ঘুরে বেড়ান এলাকায়। শেরিনা মাধ্যমিক পাশ করেছেন। ফজিরুল পড়েছেন সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত। অন্যদিকে, পেশায় তিনি কৃষিজীবী।

স্ত্রীকে ঠান্ডা মাথায় রাজনীতি শেখানোয় ফজিরুলের জুড়ি মেলা ভার। স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়েও। নিজের রুজিরুটির সংস্থান, সংসার সামলানো, স্ত্রীর হয়ে জনসংযোগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বৈঠক, কাজের সূচনা অনুষ্ঠান, সালিশি সভায় মোটরবাইকে স্ত্রীকে চাপিয়ে হাজির হয়ে যান। ফজিরুলের দাবি, 'দায়িত্ব নিলে কাজ করতেই হবে। জনগণ আমার স্ত্রীকে ভোটে জিতিয়েছেন, আমি স্বামী হিসেবে স্ত্রীর কাজের ভার কমানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি মাত্র।'

আলিপুরদুয়ার জেলায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগ নিয়ে প্রশ্ন

৬০ স্থানে সনাতনী সম্মেলন

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৩১ ডিসেম্বর : কয়েকদিন আগেই আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত শিলিগুড়ি সফরে এসেছিলেন। সংঘ প্রধানের শিলিগুড়ি সফরের পর থেকেই হিন্দুত্ববাদী একাধিক সংগঠন জোরকদমে মাঠে নেমেছে। নতুন বছরে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করবে আরএসএস-এর সহযোগী সংগঠন হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৬৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৬০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে 'সনাতনী হিন্দু ঐক্য সম্মেলন'-এর আয়োজন করা হবে। ১২ জানুয়ারি থেকে সম্মেলন শুরু হবে। সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসেবে এখন গৃহ সম্পর্ক অভিযান চলছে। বছরের শেষ দিনও এই অভিযান চলে। মঞ্চের নেতা-কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আরএসএস-র লিফলেট বিলি করেন। মঞ্চের নেতৃত্ব দাবি করছে, এইসব কর্মসূচির সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। সংঘের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যেই এই কর্মসূচির আয়োজন। কিন্তু রাজনৈতিক মহলের ধারণা এই কর্মসূচির আসল উদ্দেশ্য আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পক্ষে জনমত গড়ে তোলা।

সংঘের লিফলেট বিলি হিন্দু জাগরণ মঞ্চের। বুধবার পাতলাখাওয়ায়।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ সভাপতি সুজয় বালার বাড়ি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সাহেবপোঁতায়। সুজয় গত কয়েক বছরে এই জেলায় মঞ্চের সংগঠনকে মজবুত করেছেন। বর্তমানে এই জেলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই এই সংগঠনের কমিটি রয়েছে। এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত মূলত তরুণরাই। গত এক বছরে কোথাও হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে এই সংগঠনকে প্রতিবাদ করতে দেখা গিয়েছে। কোথাও কোথাও পথ অবরোধও করা হয়েছে। আবার বাংলাদেশের একাধিক ঘটনা নিয়েও মঞ্চ সোচ্চার হয়েছে। আসন্ন বিভিন্ন কর্মসূচির পরিকল্পনার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে সুজয় বলেন, 'সনাতনী হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করতেই আমাদের এই উদ্যোগ। এর ফলে আমাদের বার্তাও সহজে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে।' প্রথম দিন পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে সনাতনী হিন্দু ঐক্য সম্মেলন আয়োজিত হবে বলে সুজয় জানিয়েছেন। প্রয়োজনে দু'-তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলেও সম্মেলনের আয়োজন করা হতে পারে বলে জানান সুজয়।

> **সনাতনী হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করতেই আমাদের এই উদ্যোগ। এর ফলে আমাদের বার্তাও সহজে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে।**
>
> **সুজয় বালা**
> সহ সভাপতি,
> হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, উত্তরবঙ্গ

গতবারের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল এই জেলায় একটিও আসন পায়নি। পরবর্তীকালে সুমন কাঞ্জিলাল দল বদল করায়, এই জেলায় বর্তমানে ঘাসফুলের বিধায়কের সংখ্যা এক। নির্বাচনের আগে পদ্ম শিবিরের শক্ত ঘাঁটিতে আঘাত হানতে রাজ্যের শাসকদল যে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাবে, তা বলাই বাহুল্য। গেরুয়া শিবিরও জমি ছাড়বে না। সামনের বিধানসভা নির্বাচনে এই জেলায় যাতে বিজেপির নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় থাকে সেই কারণেই হিন্দু জাগরণ মঞ্চ মাঠে নামছে বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের।

এই প্রসঙ্গে বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সভাপতি মিঠু দাস বলেন, 'এই রাজ্যে হিন্দুরা শোষিত। সেই কারণেই হয়তো এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।' উত্তরে তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুভাষচন্দ্র রায় বলেন, 'বিজেপি খুব ভালো করে জানে ওদের ডাকে এখন একজন লোকও আসবে না। সেই কারণে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ সম্মেলন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে। হিন্দু আমরাও। এসব করে বিজেপির কোনও ফায়দা হবে না।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

যুদ্ধ।। *হলদিবাড়ি শহরের অরবিন্দ কলোনিতে ছবিটি তুলেছেন অপু দেবনাথ।*

টুকরো খবর

ভার্চুয়াল শুনানি

আলিপুরদুয়ার, ৩১ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এসআইআর শুনানিকে ঘিরে একাধিক পরিবার উদ্বিগ্ন। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ পালের মেয়েকে বুধবার শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল। মেয়ের প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ বিশ্বজিৎ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর মেয়ে বর্তমানে হায়দরাবাদে পড়াশোনা করছে। পরীক্ষা চলায় মেয়ের পক্ষে আসা সম্ভব হয়নি। তাঁর ভার্চুয়াল শুনানিতে অংশগ্রহণের আবেদন গৃহীত হয়নি। একই সমস্যায় ৫ নম্বর ওয়ার্ডের আরেক বাসিন্দা তপন সরকারও।

স্বাভাবিক জল

ফালাকাটা, ৩১ ডিসেম্বর : তিনদিন পর বুধবার রোদের দেখা মেলে। আর এতেই ফালাকাটার বালুরঘাট, শিশাগোড় ও কালীপুরে পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক হল। এই তিন এলাকায় রয়েছে পানীয় জলের জন্য সৌরবিদ্যুৎচালিত পাম্প। তিনদিন মেঘলা আকাশে সোলার পাম্পের প্যানেল চার্জ হয়নি। তাই জল পাচ্ছিলেন না প্রায় ছ'হাজার মানুষ। এদিন রোদ উঠতেই সোলার প্যানেল চার্জ হয়।

মাইকে প্রচার

পলাশবাড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়িতে নবনৃত্যবাসা প্রেরণা নামে মেয়েদের একটি সংস্থা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান করবে। এজন্য বুধবার পলাশবাড়ি, মেজবিল, পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় সংগঠনের তরফে সাধারণ মানুষদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য মাইকে প্রচার চালানো হয়। নাচ, নাটক সহ নানা অনুষ্ঠান হবে শিলবাড়িহাট ফুটবল ময়দানে।

পরিবর্তন সভা

শালকুমারহাট, ৩১ ডিসেম্বর : বুধবার সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটের সিধাবাড়িতে বিজেপির এক পরিবর্তন সভা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সভাপতি রূপন দাস, বিজেপির আলিপুরদুয়ার ২ মণ্ডল সভাপতি ক্ষিতীশচন্দ্র রায় প্রমুখ। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার পরিবর্তনের ডাক দেন পদ্মের নেতারা।

রাস্তার কাজ

কালচিনি, ৩১ ডিসেম্বর : কালচিনি ব্লকের মেন্দাবাড়িতে রাস্তার কাজের সূচনা হল বুধবার। উত্তর মেন্দাবাড়ি ১ নম্বর বাজার এলাকায় কাজের সূচনা করেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব ও মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান চন্দ্রা নার্জিনারি। ওয়েস্ট বেঙ্গল রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির আর্থিক অনুমোদনে রাস্তার কাজের শিলান্যাস হয়। প্রায় দেড় কিলোমিটার পিচ ঢালাইয়ের রাস্তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় ৭৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা।

সাক্ষাৎ

কালচিনি, ৩১ ডিসেম্বর : ৩ জানুয়ারি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুরদুয়ারে আসছেন। মাঝেরডাবরি চা বাগানের আউট ডিভিশনে তিনি আসবেন। অভিষেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কালচিনি ব্লকের ২১টি চা বাগানের প্রতিটি চা বাগান থেকে ১০০ জন শ্রমিক যাবেন। বুধবার তৃণমূলের কালচিনি ব্লক কার্যালয়ে এই বিষয়ে একটি প্রস্তুতি সভা হয়।

ভাঙল পা

সোনাপুর, ৩১ ডিসেম্বর : পথ দুর্ঘটনায় পা ভাঙল এক বাইকচালকের। বুধবার এই ঘটনাটি ঘটে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মনেয়ার পুল এলাকায়। আলিপুরদুয়ার ফালাকাটা সড়কে একটি ছোট গাড়ির সঙ্গে বাইকের ধাক্কা লাগে। এই ঘটনায় বাইকচালকের পা ভাঙে। তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে, ছোট গাড়িটি রাস্তার পাশে উলটে যায়। স্থানীয়রা সেই গাড়ি উদ্ধার করেন।

বুনোর আতঙ্ক

সোনাপুর, ৩১ ডিসেম্বর : চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়াল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মথুরা চা বাগান এলাকায়। বুধবার মথুরা পোস্ট অফিসের পিছনে চিতাবাঘ বের হয়েছে বলে আতঙ্ক ছড়ায়। খবর পেয়ে চিলাপাতা রেঞ্জের বনকর্মীরাও এলাকায় পৌঁছান। তবে সেখানে কোনও চিতাবাঘের দেখা পাওয়া যায়নি। এলাকায় নজর রাখছেন বনকর্মীরা।

আলোকিত শহর

ফালাকাটা, ৩১ ডিসেম্বর : নতুন বছরে ফালাকাটাবাসীকে আলো উপহার দিল পুরসভা। গোটা শহর এখন থেকে ঝলমল করবে নীল-সাদা আলোয়। বুধবার বর্ষশেষের দিন ফালাকাটা ট্রাফিক মোড়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রিন সিটি মিশন প্রকল্পে ওই আলো জ্বালানো হয়। পুরসভার চেয়ারম্যান অভিজিৎ রায় বলেন, 'আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গ্রিন ফালাকাটা উপহার দিতে চাই সকলকে। তার অঙ্গ হিসেবেই এদিন গ্রিন সিটি মিশনের আলোর উদ্বোধন করা হয়। এর জন্য প্রায় দেড় কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। দ্রুত আমাদের এসডিব্লউএম প্রকল্পও চালু করার পরিকল্পনা আছে।'

মঞ্চ উৎসর্গ

আলিপুরদুয়ার, ৩১ ডিসেম্বর : সত্যজিৎ রায়কে চেনেন না, এমন মানুষ নেই বললেই চলে। এবার তাঁকে উৎসর্গ করে ডুয়ার্স উৎসবের শিশু-কিশোর মঞ্চের উদ্বোধন হল। মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে ২০তম বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসব। বুধবার উৎসবে শিশু-কিশোর মঞ্চের উদ্বোধন হয়। এই মঞ্চে প্রতিদিনই নানা বিষয়ের ওপর প্রতিযোগিতা রয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, ডুয়ার্স উৎসবের সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী, শিশু-কিশোর উপসমিতির যুগ্ম সম্পাদক অম্বরীশ ঘোষ প্রমুখ।

শুনানিতে দৃষ্টিহীন দম্পতি

দিনহাটা, ৩১ ডিসেম্বর : শুনানির পঞ্চম দিনেও দুর্ভোগের ছবিতে বিশেষ কোনও পরিবর্তন চোখে পড়েনি। বুধবার দিনহাটা-১ ব্লকের বিডিও অফিসে এসআইআর শুনানির পঞ্চম দিনে সেই একই চিত্রই ধরা পড়েছে। এদিন এক দৃষ্টিহীন দম্পতি শুনানিকেন্দ্রে উপস্থিত হন। এই ঘটনাকে ঘিরে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে। বারবার বলা হচ্ছে দৃষ্টিহীন, বিশেষভাবে সক্ষম কিংবা শারীরিকভাবে অসুস্থদের বাড়ি গিয়ে শুনানি করা হবে। সেখানে তারপরেও কেন বারবার বয়স্ক ও বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের শুনানিকেন্দ্রে আসতে হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিএলও শাহানুর আলম জানান, প্রথমে তাঁদের কাছে এই বিষয়ে স্পষ্ট কোনও নির্দেশিকা ছিল না। সে কারণেই প্রথমে ওই দম্পতিকে বিডিও অফিসে যেতে বলা হয়েছিল। বিএলও বলেন, 'তবে কয়েকদিন আগে বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা পাওয়ার পরই ওই দৃষ্টিহীন দম্পতিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে তাঁদের আর শুনানিকেন্দ্রে আসতে হবে না। তাঁদের বাড়ি গিয়েই শুনানি করা হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু আবেগের বশবর্তী হয়েই এদিন তাঁরা শুনানিকেন্দ্রে চলে যান।'

পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা বাবলু রায় ও তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী রায় এদিন শুনানিকেন্দ্রে এসেছিলেন। দুজনেই সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিহীন। একে অপরই তাঁদের একমাত্র ভরসা। ট্রেন ও বাসে ভিক্ষাবৃত্তি করেই দুজনেই জীবিকানির্বাহ করেন। শুনানিকেন্দ্রে বাবলুকে লাঠি হাতে দেখা গেল। রাস্তায় সেই লাঠি ঠুকে ঠুকে তিনি দিকনির্ণয় করছিলেন। স্বামীর কাঁধে হাত রেখে তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীকে পথ চলতে দেখা যায়। বিডিও অফিসের গেটে ঢোকার পর কোথায় শুনানিকেন্দ্র, তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। শেষপর্যন্ত কয়েকজন সহৃদয় মানুষ এগিয়ে এসে তাঁদের সাহায্য করেন। তাঁদের সহায়তায় ওই দম্পতি শুনানিকেন্দ্রের খোঁজ পান। তবে শুনানিকেন্দ্রে পৌঁছাতে গিয়েও তাঁদের একাধিকবার পথ হারাতে হয়। শেষপর্যন্ত অনেক কষ্টে তাঁরা শুনানিকেন্দ্রে পৌঁছান।

আশাকর্মীদের বিক্ষোভ

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৩১ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের লাগাতার কর্মবিরতি চলছে। এর ফলে সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছেন গর্ভবতী ও প্রসূতিরা। এই সংগঠনের মাদারিহাট ব্লক সভাপতি সাবিত্রী শৈব বলেন, 'আমাদের বকেয়া, বিভিন্ন রকমের পাওনা সরকার দিচ্ছে না। কোভিডের সময় এক লাখ টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও আজও কেউই পেলাম না। এছাড়াও আমরা ছুটি ঠিকমতো পাই না। বুধবার আমাদের দাবিপত্র মাদারিহাটের বিডিওর হাতে তুলে দিয়েছি। আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চলবে।'

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের কুমারগ্রাম ব্লক শাখার পক্ষ থেকে বুধবার ছয় দফা দাবিতে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার (এআইইউটিইউসি) পরিচালিত আশাকর্মী সংগঠনের ১৪০ জন প্রতিনিধি এদিন বিডিও অফিসে জমায়েত করেন। ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা ভাতা, বকেয়া ইনসেন্টিভ, সরকার ঘোষিত সব ছুটি প্রদান সহ একাধিক দাবি জানান তাঁরা। বিক্ষোভ শেষে সংগঠনের প্রতিনিধিরা বিডিওকে স্মারকলিপি দেন।

মোষ উদ্ধার বঞ্চুকামারিতে

আলিপুরদুয়ার, ৩১ ডিসেম্বর : বুধবার বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ফোকসাডাঙ্গা থেকে ৩৬টি মোষ উদ্ধার হল। এদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রাস্তার ধারে মোষগুলিকে চরতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর তাঁরা পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশের তরফে মোষগুলিকে গোশালায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এ বিষয়ে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলছেন, 'স্থানীয়দের থেকে অভিযোগ পেয়ে মোষগুলি উদ্ধার করা হয়। পাচারের ছক নাকি অন্য কোনও বিষয় রয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

ট্রেনে ধাওয়া, হুমকি

কামাখ্যাগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : কেরলে কাজ করতে গিয়ে দিনকয়েক আগে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য পারোকাটা গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক হিরা বর্মনের। ওই ঘটনায় সোমবার কামাখ্যাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য কামাখ্যাগুড়ি গ্রামের কার্তিক দাস নামে এক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ভাটিবাড়ি ফাঁড়িতে খুনের অভিযোগ দায়ের করলেন মৃতের দাদা অসীম বর্মন। অসীমের অভিযোগ, কার্তিক এলাকার তরুণদের কাজের প্রলোভন দেখিয়ে কেরলে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর তাঁদের ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালান। হিরার ক্ষেত্রেও সেরকমই হয়েছে। হিরাকে যে পারিশ্রমিক দেওয়ার কথা বলে কার্তিক কেরলে নিয়ে গিয়েছিলেন, ওই পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি। হিরা সকাল ৯টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত টানা কাজ করতেন। সপ্তাহে পারিশ্রমিক দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু টাকা পাননি। টাকা চাইলে মারধর করা হত বলে অভিযোগ।

টাকা না পেয়ে হিরা হতাশ হয়ে পড়েন এবং বাড়িতে ফিরে আসতে চাইছিলেন। অসীমের দাবি, কার্তিক এসব জানতে পেরে হিরার সমস্ত জিনিসপত্র আটকে রেখে কার্যত তাঁকে বন্দি করে রাখেন যাতে তিনি পালাতে না পারেন। ওই পরিস্থিতিতে টানা ২২ দিন হিরাকে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। ঠিকমতো খাবার ও বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া হত না। হিরা ফোন মারফত দাদাকে সব জানাতেন। সহ্যের সীমা পার হয়ে গেলে হিরা কার্তিককে সাফ জানিয়ে দেন, তিনি আর কাজ করতে পারবেন না। এরপরই কার্তিক হিরাকে মারধর করেন এবং প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেন বলে অভিযোগ। কোনওরকমে সেখান থেকে পালিয়ে গত ২১ ডিসেম্বর হিরা কেরলের আলুয়া রেলস্টেশন থেকে নিউ জলপাইগুড়িগামী ট্রেনে ওঠেন। কিন্তু তখনও কার্তিক তাঁর পিছু ছাড়েননি। তিনি ট্রেনেও তাঁর কয়েকজন শাগরেদকে হিরাকে মারার উদ্দেশ্যে পাঠান বলে অসীম অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন।

শিশু গাছ হারিয়ে গেলেও টিকে আছে শিশাগোড়

মানুষের মতোই জনপদেরও নাম থাকে, আর সেই নামের গভীরে মিশে থাকে জন্মবৃত্তান্ত। কোনও এক প্রাচীন বট গাছ, কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব কিংবা হয়তো কোনও সাধারণ মানুষের অসাধারণ কোনও গল্প থেকেই নাম পেয়েছে আপনার বসতিটি। সেই শেকড়কে চেনানোর প্রচেষ্টায় আমরা ফিরছি ইতিহাসের পাতায়। উত্তরবঙ্গ সংবাদের নতুন বিভাগ 'কী নামে ডেকে'

কী নামে ডেকে

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৩১ ডিসেম্বর : ফালাকাটা শহর থেকে আলিপুরদুয়ারের দিকে আট কিলোমিটার এগোলেই চোখে পড়ে 'শিশাগোড়' বাসস্ট্যান্ড। নামটা শুনলে যে কারও মনে হবে, এলাকাটি নিশ্চয়ই শিশু গাছের ছায়ায় ঘেরা। কিন্তু বাস্তব ছবিটা বড়ই অদ্ভুত। যে গাছের জন্য একটি আস্ত জনপদের নাম হল, সেই এলাকাতেই এখন সেই গাছের হদিস মেলা ভার। আধুনিকতার চাপে আর মহাসড়কের ধুলোয় ফিকে হয়ে গিয়েছে এক সময়ের 'শিশা' গাছের সেই গরিমা।

স্মৃতি হাতড়ালে জানা যায়, দেশ স্বাধীনের পরবর্তী সময়ে এই জায়গার নাম কিন্তু শিশাগোড় ছিল না। তখন একে ডাকা হত 'ঘাটপাট' বা 'ঘাটপাড়' নামে। এর পেছনে ছিল ভৌগোলিক কারণ; কাছেই চরতোর্ষা নদীতে তখন খেয়াপারাপার চলত। নদীর সেই ঘাট থেকেই নামের উৎপত্তি। পরিবর্তনের হাওয়া লাগে ১৯৬৫ সালে। চরতোর্ষার ওপর কাঠের সেতু তৈরি হতেই রাস্তা দিয়ে বাস চলাচল শুরু হয়। বর্তমান বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় তখন গড়ে ওঠে সাপ্তাহিক বাজার। সেই সময় রাস্তার ধারে একটি বিশাল বড় শিশু গাছ ছিল, যার ছায়ায় এসে দাঁড়াত বাসগুলি। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের কথ্য ভাষায় শিশু গাছকে বলা হয় 'শিশা' গাছ। আর সেই বিশাল গাছের গুঁড়ি বা 'গোড়' থেকেই লোকমুখে জায়গার নাম হয়ে যায় শিশাগোড়।

এখানে ছিল শিশু গাছ। এখন গাছ না থাকলেও জায়গার নাম শিশাগোড়।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল, সেই আদি গাছটি প্রায় ৪০ বছর আগেই মরে গিয়েছে। স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা সুজিত সরকারের কথায়, 'শিশু গাছটি বেশিদিন বাঁচেনি। জায়গার নামকরণের ২০ বছরের মধ্যেই সেটি মারা যায়। তারপর থেকে রাস্তার ধারে আর কোনও শিশু গাছ দেখা যায়নি। জায়গার নামটা থেকে গেলেও গাছটা হারিয়ে গিয়েছে'। সম্প্রতি মালদা থেকে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন স্কুল শিক্ষক বিপ্লব সরকার। নামকরণের ইতিহাস শুনে তিনিও অবাক। বিপ্লববাবু বলছিলেন, 'উত্তরবঙ্গে এরকম অনেক গ্রামের নাম হয়েছে প্রকৃতির কোনও অনুষঙ্গে। তবে যার নামে জায়গার নাম, বাস্তবে সেখানে তারই অস্তিত্ব নেই দেখে খারাপ লাগে।'

বর্তমানে ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কের কারণে পুরোনো রাস্তার চিহ্নটুকুও মুছে গিয়েছে। রাস্তা চওড়া করতে গিয়ে কাটা পড়েছে হাজার হাজার গাছ। এমনকি গ্রামের ভেতরেও এখন আর কেউ তেমনভাবে শিশু গাছ লাগাতে চান না। গ্রামের বাসিন্দা ঘনশ্যাম বর্মনের নিজস্ব বাগান থাকলেও সেখানে একটিও শিশু গাছ নেই। ঘনশ্যামবাবুর আক্ষেপ, 'শিশু গাছ বাড়তে অনেক সময় লাগে। তাই এখন মানুষ লাভের আশায় অন্যান্য দ্রুত বাড়তে থাকা গাছ লাগালেও শিশু গাছ কেউ লাগাতে চান না।'

পুরোনো সেই ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের কাছেও অনেকটা অজানা। কলেজ পড়ুয়া অভিজিৎ বালোর মতো তরুণরা এলাকার নাম জানলেও নামকরণের নেপথ্য কাহিনী জানে না। তবে এই হৃত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে আশার আলো দেখাচ্ছে স্থানীয় 'পথের পরিচয়' সংঘ। সংগঠনের সভাপতি মিঠু সরকার জানিয়েছেন, 'মহাসড়কের কাজ শেষ হয়ে গেলেই আমরা উদ্যোগ নিয়ে বেশ কিছু শিশু গাছ রোপণ করব। আমরা চাই এলাকার নামের সার্থকতা বজায় থাকুক'। শিশাগোড়ের বুক থেকে হারিয়ে যাওয়া 'শিশা' গাছগুলো কি আবার ফিরে আসবে? সেই উত্তরের অপেক্ষাতেই এখন দিন গুনছেন এলাকার সচেতন মানুষরা।

ভবিষ্যতের আভাস শিশুমঞ্চে

দেবজয়া সরকার, কত্থকশিল্পী

ডুয়ার্স উৎসব আমাদের আলিপুরদুয়ারবাসীর কাছে খুবই গৌরবের। বিভিন্ন উৎসব কমিটি নিজেদের মতো করে উৎসবকে সমৃদ্ধ করার জন্য নানা পরিকল্পনা করে থাকে। আমি আগেও অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম। তবে ২০১৬ থেকে আমি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সক্রিয়ভাবে অনুষ্ঠানে যোগদান করছি।

এখন ডুয়ার্স উৎসবে তিনটে মঞ্চ তৈরি হয় মূলমঞ্চ, শিশুমঞ্চ এবং লোকমঞ্চ। তিনটে মঞ্চের অনুষ্ঠানই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবথেকে বিশেষ হল শিশুমঞ্চ। যেখান থেকে আমাদের আলিপুরদুয়ারের শিশুরা নিজের শিল্পীসত্তার মাধ্যমে এই উৎসবের সঙ্গে জুড়ে থাকে। এই মঞ্চটা বড্ড আবেগী মঞ্চ। আর এই মঞ্চে বোঝা যায় যে আলিপুরদুয়ারের ভাবী ভবিষ্যৎ আসলে কী দাঁড়াতে পারে। পরবর্তীতে যারা আলিপুরদুয়ারকে গর্বিত করবে তারা দায়ভার বহন করার ক্ষেত্রে কতটা উপযুক্ত। উৎসবের মূলমঞ্চে যে অনুষ্ঠানগুলি হয় তাতে প্রচুর শিল্পী যোগদান করে থাকেন। এছাড়া, আরেকটি মঞ্চ রয়েছে যা আমাদের ডুয়ার্সকে তুলে ধরে পূর্ণাঙ্গ রূপে। তা হল লোকমঞ্চ। আমরা স্বভাবতই মেলায় যাওয়ার পথে লোকমঞ্চটি দেখতে পাই। তবে লোকমঞ্চটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে একটু বড় হলে আরও ফুটে উঠবে।

সাধারণত এই মঞ্চে নাচ, গান সমবেত অনুষ্ঠান হয়। মঞ্চটিতে সমস্ত অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই দেখা যায় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে এই মঞ্চ বড় হওয়াটা খুব জরুরি। এই মঞ্চটি আমাদের ডুয়ার্সের চিত্রটি যেমন তুলে ধরে তেমনি সৌভাগ্যবশত যাঁরা লোকশিল্প, লোকসংস্কৃতি নিয়ে কাজ করে থাকেন তাঁদের সঙ্গে মেশার সুবাদে আমারও অনেককিছু জানতে পারি।

সমবেত নৃত্যানুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একটু জায়গার প্রয়োজন। তার সঙ্গে যখন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হয় তখন জায়গা বড় হলে শিল্পীরা অনুষ্ঠান করতে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন বলে আমার মনে হয়। সবমিলিয়ে এই ক'টা দিন আমরা যে উৎসবে মেতে থাকি তা সারাবছরের অক্সিজেন জোগায়। প্রচুর শিল্পীসত্তার বিকাশ এই ডুয়ার্স উৎসবে হয়ে থাকে, তাই বলা যেতেই পারে ডুয়ার্স উৎসব বিশ্বের বুকে এক অনন্য উৎসব।

পেটের টানে।। *আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্স উৎসবে খুদের কেরামতি। বুধবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।*

ডুয়ার্স উৎসব সামলে বর্ষবরণের ডিউটি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৩১ ডিসেম্বর : সবে শুরু হয়েছে ডুয়ার্স উৎসব। সেখানে দিনভর ডিউটি করতে ব্যস্ত পুলিশ। তার ওপর নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত গোটা শহর। বর্ষবরণের রাতে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান রয়েছে। তাই বাড়তি নিরাপত্তা দিতে অতিরিক্ত পুলিশের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে নাকা চেকিং, হোটেল, রেস্তোরাঁয় নজরদারি চালানো ছাড়াও পেট্রলিংয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে ডুয়ার্স উৎসবের ডিউটি সামলে বর্ষবরণে নিরাপত্তা দেওয়াই চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে পুলিশের কাছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বড়দিন থেকেই শহরের বড় হোটেলগুলোতে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। বর্ষবরণের রাতে বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। একাধিক হোটেলে বার রয়েছে। নাচ-গানের আসরে ডিজের ব্যবস্থা থাকে। বিভিন্ন হোটেলে গভীর রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলবে। এছাড়া, এই সময় বেপরোয়া বাইকচালকদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। তাই সব জায়গায় নিরাপত্তা দেওয়াটা কতটা সম্ভব হবে সেটা নিয়ে একটা বড় প্রশ্ন উঠছে। যদিও পুলিশকর্তারা সেটা মনে করছেন না। এ ব্যাপারে আলিপুরদুয়ার এসডিপিও শ্রীনিবাস এমপি বলেন, 'বড়দিনের আগে থেকেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে নাকা চেকিং চলছে। এছাড়া হোটেল, রেস্টুরেন্টেও নজরদারি রয়েছে। অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত পথে পুলিশকর্মীরা থাকবেন।'

কয়েক বছর আগে শহরের একটি হোটেলে বর্ষবরণের রাতে ডিজে বাজানোকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোল বাধে। শেষপর্যন্ত পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। অভিভাবকদের ডেকে নাবালিকা ও তরুণীদের বাড়িতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাই সেইসব বিষয় মাথায় রেখে হোটেল, রেস্টুরেন্টে বর্ষবরণের উৎসব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে শহরের একটি হোটেলের ম্যানেজার সন্তোষ বড়ুয়া বলেন, 'বর্ষবরণের অনুষ্ঠান শেষ হলেই হোটেল খালি করে দেওয়া হয়। নিরাপত্তার জন্য বাউন্সার থাকে। অনুষ্ঠান করার অনুমতিও পুলিশের কাছ থেকে নেওয়া হয়।'

বিশেষ করে হোটেল, রেস্টুরেন্টে বাইরের লোকজনের আনাগোনা রয়েছে কি না তার খোঁজ রাখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

চলতি বছর ডুয়ার্স উৎসব কমিটির তরফেও বর্ষবরণ উৎসব পালন করার কথা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশকে একাধিক দলে ভাগ হয়ে নিরাপত্তার দিকটা সামাল দিতে হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার জেলায় মোট ৩৫টি নাকা চেকিং পয়েন্ট রয়েছে। তার মধ্যে আলিপুরদুয়ার শহর ও সংলগ্ন এলাকাতে আটটি নাকা চেকিং পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে। কর্মী সমস্যার জন্য অনেক জায়গাতে সারপ্রাইজ নাকা চেকিং করছে পুলিশ। শহরের ঢোকা ও বের হওয়ার মুখে বাড়তি নজরদারি। আলিপুরদুয়ার আইটি মোড় এলাকা ছাড়াও বীরপাড়া চৌপথি, ডিআরএম চৌপথি ও নোনাই এলাকায় নাকা চেকিং পয়েন্ট রয়েছে। মদ্যপ ধরতে ব্রেথালাইজার দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। বেপরোয়া বাইকচালকদের আটকাতে স্পিড মেজার গান ব্যবহার করছে পুলিশ।

মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য গভীর রাত পর্যন্ত শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে উইনার্স টিম, পিঙ্ক পেট্রলিং ভ্যান পথে থাকবে। সবমিলিয়ে শহরকে নিরাপত্তা দিতে পুলিশ সবরকমভাবে প্রস্তুত।

নতুন বছরে ধূসর গ্রিটিংস কার্ড

এক সময় গ্রিটিংস কার্ড ছাড়া নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময় ভাবাই যেত না। এখন সেই ট্রেন্ড পালটে গিয়েছে। পালটে যাওয়া এই দুনিয়ায়, এখনও কি বিকোয় গ্রিটিংস কার্ড? খোঁজ নিলেন সায়ন দে।

আলিপুরদুয়ার, ৩১ ডিসেম্বর : একটা সময় নতুন বছর আর গ্রিটিংস কার্ড সমার্থক ছিল। সেইসময় ক্রিসমাসের পর থেকেই সবাই গ্রিটিংস কার্ড সংগ্রহ করা শুরু করতেন। সে স্কুল পড়ুয়া হোক কিংবা কলেজের ছাত্রছাত্রী। কাকে কীরকম কার্ড দেওয়া হচ্ছে, সেটা দেখেই কার সঙ্গে বন্ধুত্ব কতটা গভীর সেটা বোঝা যেত। ওই সময় অনেকেই বিশেষ মানুষের জন্য লুকিয়ে 'স্পেশাল' কার্ডও কিনেছেন। পকেট সাইজ বা তার চেয়ে একটু বড় কার্ডগুলোতে শুধু নতুন বছরের শুভেচ্ছা নয়, জড়ানো থাকত অনেক আবেগ।

সময় আদতেই ভীষণ দ্রুতগামী। ১০-১৫ বছর আগেও যেই গ্রিটিংস কার্ডগুলো দোকানে না ঝুললে মনেই হত না নতুন বছর আসছে। এখন সেই কার্ডগুলোর দেখা মেলাই ভার। নতুন যুগের সদাব্যস্ত মানুষ এখন ভার্চুয়ালি শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। জিআইএফ, ইমোটিকন আর স্টিকারে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানোর এই যুগে, গ্রিটিংস কার্ডে ধুলো জমে। ধুলো জমে আবেগেও।

আগে শহরের প্রায় সমস্ত বইখাতার দোকানে বড়দিনের আগে থেকেই গ্রিটিংস কার্ড ঝোলানো থাকত। বেশিরভাগ কার্ডের দাম ছিল ১-৫ টাকা। কার্ডের সঙ্গে বাড়তি আকর্ষণ ছিল রংবেরঙের খাম। আলিপুরদুয়ার শহরের বাটা মোড়, স্টেশন রোড, নিউ আলিপুরদুয়ার, কলেজ হল্ট, নিউটাউন, মহাকালধাম এলাকার দোকানগুলিতে ঝোলানো থাকত গ্রিটিংস কার্ড। এই বছর ওই দোকানগুলিতে কার্ড ঝুলতে দেখা যায়নি।

কলেজ হল্ট এলাকার ব্যবসায়ী সুজিত সরকার বলেন, 'দোকানের ভেতর কিছু কার্ড রাখা আছে। কেউ চাইলে বের করে দেখাচ্ছি। আসলে এখন সবাই বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিতদের ভার্চুয়ালি শুভেচ্ছা জানায়। তাই এখন কার্ডের বিক্রি আর নেই বললেই চলে। আমার দোকানে পুরোনো কিছু কার্ড এখনও বিক্রি হয়নি। এই বছরও মাত্র পাঁচটা কার্ড বিক্রি হয়েছে।'

চৌপথি এলাকার ব্যবসায়ী পিন্টু দাস বলেন, 'বর্তমানে কার্ডের ধরনেও বেশ কিছু বদল এসেছে। এখন বিভিন্ন দোকানে ফ্লাওয়ার ডিজাইনের কার্ড পাওয়া যায়, ছোটদের জন্য বিভিন্ন কার্টুন এবং ক্রিকেটারদের ছবি দেওয়া কার্ড পাওয়া যায়। এখন বিভিন্ন ধরনের ফোল্ডিং কার্ডও পাওয়া যায়। এখন ৫ টাকা থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত দামের কার্ড পাওয়া যায়।' তিনি যোগ করেন, 'তবে এখন কোনও কার্ডেরই আর সেরকম চাহিদা নেই। আসলে সময়টাই তো বদলে গিয়েছে।'

স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে বছর পঁয়ত্রিশের সুধীর রায় বলেন, 'আমিও এক সময় বন্ধুদের গ্রিটিংস কার্ড দিয়েছি। বন্ধুরাও আমাকে দিয়েছে। সে এক সময় ছিল বটে। এখন তো মোবাইলের এক ক্লিকেই শুভেচ্ছা বিনিময় হয়।' সুপর্ণা দত্ত বলেন, 'আজকাল প্রত্যেকেই হোয়াটসঅ্যাপেই শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। যত দিন যাচ্ছে, এই গ্রিটিংস কার্ড মিউজিয়ামে রাখার বস্তু হয়ে উঠছে।'

তবে কেন গ্রিটিংস কার্ড কেনেন না জেন জেডরা। উত্তরে ২৪ বছর বয়সি সঞ্জিত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এখন সবাই সোশ্যাল মিডিয়াতেই শুভেচ্ছা পাঠায়। দ্রুত পাঠানোও যায়, পয়সাও বাচে। আর আমরা টেক স্যাভি, তাই আমরা ফিজিক্যাল কার্ডের চেয়ে, ই-কার্ডেই বেশি স্বচ্ছন্দ।'

তবে সব অন্ধকারেই আলোর রেখা থাকে। বুধবার নিউ আলিপুরদুয়ার এলাকার এক দোকান থেকে বাবার সঙ্গে এসে কার্ড কিনছিল ঈশিতা সাহা। এই খুদে বলে, 'বেস্ট ফ্রেন্ডকে দেব বলে কার্ড কিনতে এসেছি।' ঈশিতাদের প্রজন্মের হাত ধরেই হয়তো ফের ট্রেন্ডি হবে গ্রিটিংস কার্ড। এই আশাতেই শুরু হোক নতুন বছরের।

গ্রিটিংস কার্ড সাজানো দোকানে। আলিপুরদুয়ারে।

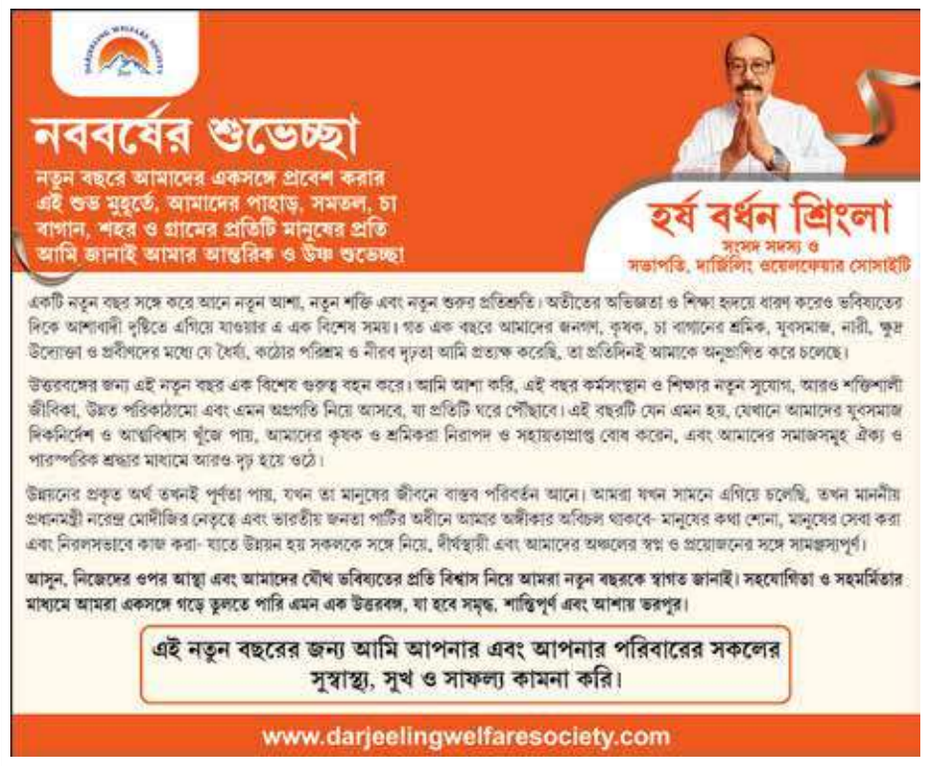

ডুয়ার্স উৎসবের

সংবাদ পাঠ

ডুয়ার্স উৎসবের দ্বিতীয় দিনে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। বিশ্ব সংবাদ পাঠের প্রতিযোগিতাও হয়েছে। এই দুই প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মোট ১৬ জন করে প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের নাম পরে ঘোষণা করা হবে।

পর্যটন

ডুয়ার্স উৎসবে এবছরও পর্যটন উপসমিতির স্টল রয়েছে। সেখানে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রের একাধিক ছবির প্রদর্শনী করা হয়েছে। বক্সা ফোর্ট, সিকিয়াঝোরা থেকে শুরু করে বাইসন রাস্তা পেরোচ্ছে এরকম একাধিক ছবি রয়েছে। পর্যটন উপসমিতির তরফে এবছর আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও জেলার পর্যটন বিষয়ক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হবে।

বাহারি মিষ্টি

ডুয়ার্স উৎসবের মাঠেও এবছর হরেকরকমের মিষ্টি পাওয়া যাচ্ছে। নদিয়ার কৃষ্ণনগর থেকে হরেকরকমের মিষ্টি এসেছে। অমৃত কলস থেকে শুরু করে ডাব মালাই, জলভরা তালশাঁস, সরভাজা, কেশর সরপুরিয়া, গুড়ের সরপুরিয়া পাওয়া যাচ্ছে।

তন্দুরি কফি

এই ঠান্ডায় চা-কফি খেতে সবাই ভালোবাসেন। এবছর ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে বিভিন্নরকম স্বাদের কফি পাওয়া যাচ্ছে। তন্দুরি কফিও পাওয়া যাচ্ছে। অনেকে ভিন্ন স্বাদের কফি কিনছেন।

তথ্য ও ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ছাদ আজও একরাশ স্মৃতির দলিল। দিনের শেষে ক্লান্তি মেটাতে কিংবা পাহাড় দেখার আকুতি নিয়ে অনেকেই আজও ভিড় জমান বাড়ির ছাদে। এই মানুষগুলোর যাপিত জীবনের না বলা কথাগুলো নিয়েই উত্তরবঙ্গ সংবাদে নতুন বিভাগ- 'ছাদ-ডায়ারি'।

শীতের ছাদ যেন যোগাযোগের সেতু

বাড়ির ছাদে আড্ডায় গোটা পরিবার।

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ৩১ ডিসেম্বর : 'ছাদ'- শব্দটা শুনলেই প্রথমে যেটা মনে আসে সেটা হল ছাদবাগান। কিন্তু ছাদ মানে তো শুধু বাগান নয়। বহু মানুষের নানা স্মৃতি জড়িয়ে থাকে এর সঙ্গে। চার দেওয়ালের গণ্ডি ছেড়ে ছাদে এসে মুক্ত বাতাস নিতে পছন্দ করেন অনেকেই। তা যেন হয়ে ওঠে 'ছোট্ট পৃথিবী'। শীতের দিনে ছাদ যেন প্রাণ ফিরে পায়। সারা দুপুর কাজ করে অনেকেই শীতের অলস দুপুরে উঠে আসেন ছাদে। উদ্দেশ্যে, নরম রোদ পোহানো। অফিস, দোকান বা সংসারের ব্যস্ততা সামলে এই সময়টুকু যেন নিজের জন্য আলাদা করে তুলে রাখা। নরম রোদের লোভে। শহরের প্রবীণ বাসিন্দা উৎপল দাসের কথায়, 'শীতে নরম রোদে ওম মেলে। সকালে ছাদে উঠে রোদ পোহাতে পোহাতে খবরের কাগজ পড়ি, পরিচিতদের ডেকে কথা বলি। এটা এখন দিনের সবচেয়ে প্রিয় সময়।' উৎপলের মতো অনেকেরই শীতের সকাল বা বিকেলে ছাদে সময় কাটানো অভ্যাসে পরিণত হয়। কেউ হাতে কুল মাখা নিয়ে বসে পড়েন, কেউ আচার নিয়ে গল্প জুড়ে দেন, কখনও আবার চলে প্রবল শীত, বাজারদর কিংবা পাড়ার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আড্ডা। গৃহবধূ শিলা সাহার কথায়, 'সকাল থেকে কাজের পর দুপুরে ছাদে উঠে রোদে বসি। নরম রোদে গা এলিয়ে বসে একটু উল বুনি। পাশাপাশি পাশের বাড়ির লোকজনের সঙ্গেও দু'কথা বলি। মন হালকা লাগে।' নরম রোদে ছাদে বসে চুলে বিলি কাটা বা চুল বেঁধে দেওয়ার দৃশ্যও শীতের খুব চেনা। মা-মেয়ের নিঃশব্দ সময়, কিংবা বোনের হাতে বোনের চুল বাঁধা—এই সাধারণ মুহূর্তগুলো খুব আপন। শহরের গৃহবধূ চন্দনা দত্ত বললেন, 'এখন আর সেভাবে পাশের বাড়িতে গিয়ে কথা বলার সময় হয় না। কিন্তু শীতের দুপুরে ছাদে রোদ পোহাতে উঠলেই কথা হয়ে যায় পড়শির সঙ্গে। কী রান্না হল, আজ কী খাওয়া হচ্ছে, শরীর কেমন আছে? এসব টুকিটাকি খবর। ছাদের নরম রোদ যেন পড়শির সঙ্গে যোগাযোগ বাঁচিয়ে রাখে।' খানিকটা একই রকম কথাই শোনা গেল আরেক বাসিন্দা শবরী মজুমদারের মুখে। তাঁর কথায়, 'আমাদের পাশের বাড়িতে এক বয়স্ক কাকিমা একা থাকেন। সময়ের অভাবে সব সময় তাঁর বাড়িতে যাওয়া হয়ে ওঠে না। শীতের বিকেলে উনি রোজ ছাদে বসে রোদ পোহান, আমরাও বসি। তখন দূর থেকেই তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিই। একটু নিশ্চিন্ত হই।' আর এভাবেই টিকে থাকে যোগাযোগ।

কর্মশালা

ফালাকাটা, ৩১ ডিসেম্বর : ফালাকাটা থানার পক্ষ থেকে বুধবার ফালাকাটা জুনিয়ার বেসিক স্কুলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কর্মশালা হয়। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আইনগত দিক এবং সাধারণ মানুষের ভূমিকা বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ও বক্তব্য তুলে ধরা হয়। কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন থানার আইসি প্রশান্ত বিশ্বাস।

শীতবস্ত্র বিলি

আলিপুরদুয়ার, ৩১ ডিসেম্বর : ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঝালমুড়ি বিক্রেতা গোপাল গোস্বামী চৌপথি এলাকায় বুধবার দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিলি করলেন। তিনি ৫৭টি কম্বল, ৭টি মশারি ও ৭২ জোড়া মোজা দিয়েছেন। গোপাল বলেন, 'টাকা জমিয়ে বছরের এই সময় দুঃস্থদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি।'

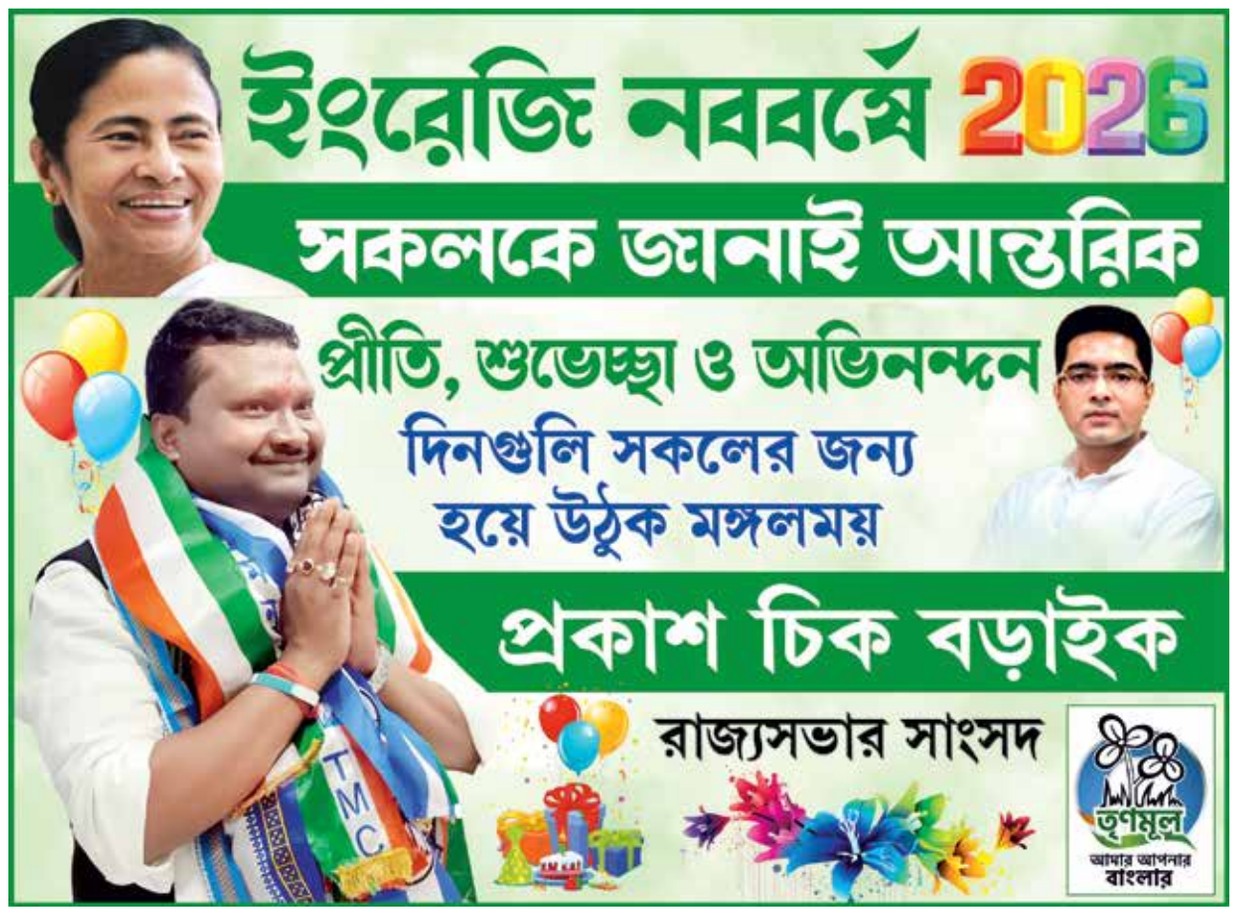

পেশায় মাঝি, নেশায় পাখির পাহারাদার

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৩১ ডিসেম্বর : আসুন, আলাপ করিয়ে দিই সায়েদ শেখের সঙ্গে। মধ্যবয়স্ক সায়েদ এমনিতে পঞ্চানন্দপুরে গঙ্গায় নৌকা চালান। পেশায় মাঝি। আর নেশা? তাঁর নেশা হল, চোরাশিকারিদের ধরিয়ে দেওয়া। এই পঞ্চানন্দপুরে যেমন দেদারে আসে পাখিরা, তেমনই আসে চোরাশিকারিরাও। তাদের হাত থেকে পরিযায়ী পাখিদের রক্ষা করেন দিলীপ মণ্ডল, সায়েদ, বেলাল শেখদের মতো দাবাং মাঝিরাই। বন দপ্তরকে খবর দেন। চোরাশিকারিরা শাস্তি না পেলে তাঁরা যেন ঠিক স্বস্তি পান না।

শীত পড়তেই ভিনরাজ্য, ভিনদেশ থেকে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি এসে ভিড় জমাতে শুরু করে পঞ্চানন্দপুরের গঙ্গাবক্ষে। আর তাই এখন সায়েদ, দিলীপ, বেলালদের চোখে ঘুম নেই। কারণ 'অতিথিরা' আসতে শুরু করলেই ওদিকে সক্রিয় হয়ে ওঠে চোরাশিকারিরা। ওই মাঝিদের কথায়, পরিযায়ী হাঁসের মাংস চড়া দামে বাজারে বিক্রি হয়। যা মাছ বিক্রি করে হয় না। তাই সুযোগ পেলেই নির্বিচারে পাখিদের মেরে ফেলা হয়। এমনকি পাখি বাঁচাতে বেলালদের উপরেই ভরসা রাখে বন দপ্তর। গত ২৮ ডিসেম্বর মালদা, ফরাক্কা, মানিকচক এবং ধুলিয়ানের প্রায় দেড় হাজার মাঝিকে নিয়ে সভা করেছে বন দপ্তর। সেখানেই তাঁদের কাছেই বনকর্তারা আবেদন করেছেন পাখিদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য।

কীভাবে পাখি মারা হয়? প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চানন্দপুরের প্রবীণ মাঝি বেলাল বললেন, 'ভাত, মাছের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে নদীর চরে ফেলে রাখে। আর সেই বিষ ভাত খেয়ে হয় ঝিমিয়ে পড়ে, না হয় মরে যায় পাখি। ভোরের আলো ফোটার আগেই সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করা হয়।'

পঞ্চানন্দপুরের একপাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে গঙ্গা নদী। নদীর একদিকে বাংলা, অপরদিকে ঝাড়খণ্ড রাজ্য। প্রতিবছর বন্যার জল

শীতের মরশুমে পঞ্চানন্দপুরের গঙ্গাবক্ষে পরিযায়ী পাখিরা।

কমলে নদীবক্ষে জেগে ওঠে বিশাল বিশাল চর। গঙ্গার মাছের লোভে ওই চরগুলিতে ভিড় জমায় পরিযায়ী পাখিরা। প্রতি বছরের মতো এবারও ভিড় জমিয়েছে বিদেশি হাঁসের দল। দিলীপ বললেন, 'আমরা সারা বছর নৌকা চালাই। নদীর চরে কৃষিকাজ করি। তাই প্রতিদিনই নৌকা নিয়ে এই চর থেকে ওই চরে যাতায়াত করতে হয়। আর শীতকালে আমাদের কাজ কিছুটা বেড়ে যায়। কারণ, এই সময়টা আমরা পাখিদের উপর নজর রাখি। কী কী পাখি এসেছে, কোথাও কোনও পাখি শিকার হচ্ছে কি না, আমাদের নজর রাখতে হয়। কিছু কিছু অসংগতি দেখলেই আমরা বন দপ্তরকে জানিয়ে দিই।' হাতেনাতে চোরাশিকারিদের ধরেছেন বেশ কয়েকবার। অধিকাংশই ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা।

পঞ্চানন্দপুর এলাকাটি কালিয়াচক-২ ব্লকের অন্তর্গত। সেখানে চোরাশিকারিদের বাড়বাড়ন্ত রুখতে উদ্যোগী বন দপ্তর। তাই ভরসা সেই মাঝিরাই। কালিয়াচকের রেঞ্জ অফিসার সরস্বতী মণ্ডল বললেন, 'সম্প্রতি প্রায় দেড় হাজার মাঝিকে নিয়ে সভা করেছি। পাখি বাঁচাতে কী কী করা উচিত তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বন দপ্তরের উদ্যোগে সপ্তাহে একদিন মাইকিং করা হচ্ছে যাতে অতিথি পাখিদের শিকার না করা হয়।'

বনকর্তারা প্রশংসা করলে কী হবে, চোরাশিকারি রোখার কাজটা তো খুব একটা সহজ নয়। কখনো-কখনো হুমকির মুখে পড়তে হয়। তখন সায়েদরা দল বেঁধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তবে চোরাশিকার রুখতে বারবার বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। দিলীপ দাবি করেছেন, 'গত বছর বিষ সহ তিন চোরাশিকারিদের হাতেনাতে ধরে বন দপ্তরের কর্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ছাড়া পেয়ে যায় চোরাশিকারিরা। কঠোর শাস্তি না দিলে চোরাশিকারিদের উপদ্রব থামানো যাবে না।'

মালদা শহর বা আরও দূর দূর থেকে পাখিপ্রেমীরা বা ছবিপ্রেমীরা পঞ্চানন্দপুরে যান পাখির ছবি তুলতে। তাঁরাও বেলালদের কৃতিত্বের কথা মানছেন। এমনই একজন, অধ্যাপক বিপ্লব মুখোপাধ্যায় জানালেন, এবছর বড়ি হাঁস, চখাচখি, পিইং হাঁস, ছোট লালশির, মেটে হাঁসের মতো বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি ভিড় জমিয়েছে গঙ্গার চরে। মনে হচ্ছে, আগামীতে আরও পাখি আসতে চলেছে। ওই সাহসী মাঝিরা চোরাশিকারিদের সামনে বুক চিতিয়ে না দাঁড়ালে এইসব পাখির কোনও নিরাপত্তা থাকত না।

পৃথিবীর পাঠশালা

অনন্ত বিদ্যুতের খেলা

বজ্রপাত ক্ষণিকের ঘটনা। কিন্তু ভেনেজুয়েলার ক্যাটাকুম্বো নদীর মোহনায় বছরের প্রায় ১৬০ দিন, প্রতি রাতে টানা ১০ ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ চমকায়! একে বলা হয় 'ক্যাটাকুম্বো লাইটনিং' বা মারাকাইবোর বাতিঘর।

এখানে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২৮০ বার বাজ পড়ে। স্থানীয়রা অন্ধকারে চলাচলের জন্য এই আলোর ওপরই নির্ভর করেন। এর কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলাভূমি থেকে ওঠা মিথেন গ্যাসকে দায়ী করেন। আন্দিজ পর্বতমালা থেকে আসা ঠান্ডা বাতাস আর হ্রদের গরম বাতাস মিশে এই চিরস্থায়ী ঝড়ের পরিবেশ তৈরি করে। যুগ যুগ ধরে নাবিকরা এই প্রাকৃতিক লাইটহাউস দেখেই দিক নির্ণয় করে আসছেন। নাসা একে বিশ্বের 'লাইটিং ক্যাপিটাল' ঘোষণা করেছে।

মারণ সাপের দ্বীপ

ব্রাজিলের উপকূলে এমন একটি দ্বীপ আছে যেখানে মানুষের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নাম 'ইলহা দা কুইমাডা গ্রান্ডে', যা সাধারণ মানুষের কাছে 'স্নেক আইল্যান্ড' নামে পরিচিত।

এখানে প্রতি বর্গমিটারে ১ থেকে ৫টি বিষধর সাপ থাকে! তাও যে-সে সাপ নয়, গোল্ডেন ল্যান্সহেড ভাইপার—যাদের বিষ মানুষের মাংস পর্যন্ত গলিয়ে দিতে পারে। ধারণা করা হয়, হাজার বছর আগে সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় সাপগুলো এই দ্বীপে আটকা পড়ে এবং পাখি শিকার করে সংখ্যায় বাড়তে থাকে। বর্তমানে কেবল ব্রাজিলিয়ান নেভি এবং বিশেষ অনুমতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীরাই সেখানে যেতে পারেন। স্থানীয় জেলেদের কাছে এই দ্বীপ সাক্ষাৎ মৃত্যুর আরেক নাম।

বরফ বেয়ে রক্ত!

অ্যান্টার্কটিকার ধবধবে সাদা বরফের বুক চিরে যদি দেখেন টকটকে লাল রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে, ভয় পাবেন কি? ১৯১১ সালে বিজ্ঞানীরা টেইলর গ্লেসিয়ারে এমনই এক দৃশ্য দেখে চমকে উঠেছিলেন, যার নাম দেওয়া হয় 'ব্লাড ফলস'।

প্রথমে ভাবা হয়েছিল কোনও শ্যাওলার কারণে এমন লাল রং। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা আসল রহস্য ফাঁস করেছে। হিমবাহের নীচে চাপা পড়ে থাকা এক বিশাল নোনা জলের হ্রদ থেকে এই জল বেরিয়ে আসে। ওই জলে প্রচুর পরিমাণে লোহা বা আয়রন মিশে আছে। মাটির নীচ থেকে বেরিয়ে বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসতেই সেই লোহায় মরচে ধরে যায় এবং জলের রং রক্তের মতো লাল হয়ে যায়। বরফের দেশে এই 'রক্তের ঝরনা' প্রকৃতির এক বিস্ময়কর কেমিস্ট্রি ল্যাব।

পাখির গলায় করাত

অস্ট্রেলিয়ার লায়ারবার্ড-কে বলা হয় প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ নকলনবিশ। কোকিল বা ময়না পাখির কথা ভুলে যান, এই পাখিটি এমন সব শব্দ নকল করতে পারে যা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বনের অন্য পাখির ডাক তো বটেই, এরা মানুষের তৈরি শব্দ—যেমন করাত দিয়ে গাছ কাটার শব্দ (Chainsaw), ক্যামেরার শাটার পড়ার আওয়াজ, গাড়ির হর্ন, এমনকি বাচ্চার কান্নাও হুবহু নকল করতে পারে! জঙ্গলে কাঠুরিয়াদের গাছ কাটার শব্দ শুনে শুনে এরা সেটা শিখে ফেলেছে। পর্যটকরা অনেক সময় জঙ্গলে ক্যামেরার ক্লিক বা করাতের শব্দ শুনে ভুল করেন, পরে দেখেন আসলে তা একটি পাখি। পরিবেশবিদরা বলেন, লায়ারবার্ডের এই 'করাত' ডাকার শব্দ আসলে বন ধ্বংসের এক করুণ রিমাইন্ডার।

কুপ্রস্তাবে 'না', অমানবিকতা বালুরঘাটে

প্রেমিকাকে রাস্তায় মার

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৩১ ডিসেম্বর : প্রেমিকের কুপ্রস্তাবে রাজি না হয়ে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এক ছাত্রী। আর তাই প্রেমিকাকে শিক্ষা দিতে বিহার থেকে দলবল নিয়ে এসে বালুরঘাটের প্রকাশ্য রাস্তায় ফেলে পেটানোর অভিযোগ উঠেছে ওই প্রেমিকের বিরুদ্ধে। চুলের মুঠি ধরে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, এরপর ওই তরুণীর মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে নর্দমায় ফেলে দেওয়া হয়। ছিনিয়ে নেওয়া হয় মানিব্যাগ। এরপর তারা বিহারে পালিয়ে যায়। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে ওই রাতেই বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণী। অভিযোগ পেয়েই বালুরঘাট থানার পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। আর এ নিয়ে বর্ষবরণের আগেই শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তল বলেন, 'এই ঘটনায় অভিযোগ হয়েছে। মামলাও হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বালুরঘাটের একটি মহিলা কলেজের ওই ছাত্রীর বাড়ি গ্রামীণ এলাকায়। শহরে মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেন। অনলাইনে গেম খেলার সুবাদে বিহারের এক তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে ওই তরুণীর। সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতেই প্রেমিক ওই ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব দিয়ে লাগাতার বিরক্ত করতে শুরু করে বলে অভিযোগ। এই কারণে এরপর ওই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসেন ওই তরুণী। প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্কও ছিন্ন করেন ওই ছাত্রী। সম্পর্ক ছিন্ন করলেও প্রেমিক ছাত্রীটির বান্ধবীদের মাধ্যমে তাঁর দিকে বিহার থেকেই নজর রেখে চলেছিল।

অভিযোগ, গতকাল মঙ্গলবার ওই তরুণ তার সঙ্গীসাথিদের বিহার থেকে নিয়ে বালুরঘাটে এসে এলাকায় একটি লজে আত্মগোপন করে থাকে। সেখান থেকেই ওই ছাত্রীর ওপর নজরদারি চালাচ্ছিল তারা। রাতে বাসস্ট্যান্ড এলাকার একটি জিম থেকে ওই ছাত্রী বের হতেই তাঁকে পেছন থেকে চুলের মুঠি ধরে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁর মোবাইল ফোন নর্দমায় ছুড়ে ফেলা হয়। এরপর ওই ছাত্রীর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন জমা হতেই অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

- প্রেমিকের কুপ্রস্তাবে রাজি না হয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করে এক ছাত্রী
- বিহার থেকে লোক এনে বালুরঘাটে প্রেমিকাকে পেটানোর অভিযোগ উঠল প্রেমিকের বিরুদ্ধে
- প্রাথমিক চিকিৎসার পর রাতেই বালুরঘাট থানায় অভিযোগ করেন তরুণী

ওই তরুণী ঘটনার বিবরণ দিয়ে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ জানিয়ে বলেন, 'বারবার কুপ্রস্তাব দেওয়ায় আমি সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম। ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলাম না। কিন্তু ওরা যে এভাবে বালুরঘাটে এসে ওঁত পেতে থেকে আমাকে মারধর করবে আমি ভাবতেই পারিনি।' তিনি বলেন, 'ওরা আমার আরও বড় ক্ষতি করতে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

কিন্তু প্রকাশ্য রাস্তায় এমন ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠছে। যদিও এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে পুলিশ দাবি করেছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

তুষারপাতের পরে লাদাখের দ্রাস এলাকা। বুধবার। -পিটিআই

সভার স্থান বদল

প্রথম পাতার পর

মঞ্চের চারদিকে শ্রমিকরা বসবেন। পাশাপাশি মূল মঞ্চের অনেকটা দূরে বাগান ঘেঁষে আরেকটি অপেক্ষাকৃত ছোট মঞ্চ বানানো হবে। যেখানে রাজ্য ও জেলার নেতারা বসবেন। নেতাদের তুলনায় এখানে শ্রমিকদের প্রাধান্যই বেশি দেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। এই কর্মসূচিতে জেলার ৬৪টি চা বাগান থেকেই শ্রমিকদের আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে আউট ডিভিশনের মাঠে শ্রমিকদের ঢোকার আগে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হবে। প্রতি চা বাগান থেকে প্রায় ১০০ জন করে শ্রমিককে মাঠে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে। মূল মুক্তমঞ্চের আশপাশে অভিষেক এবং শ্রমিক ছাড়া কোনও নেতা প্রবেশ করতে পারবেন না বলেই এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে। তবে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি অভিষেক চা বাগানের শ্রমিক নেতাদের সঙ্গেও কথা বলবেন। কারা কারা সেখানে থাকবেন সেই তালিকাও করা হচ্ছে। চা শ্রমিকের সঙ্গে আলাপচারিতায় অভিষেক তাঁদের অভাব-অভিযোগ শুনবেন। তাঁদের সমস্যার কথাও জানবেন। তৃণমূলের উন্নয়নের পাঁচালির কথাও সেখানে তুলে ধরা হবে। রাজ্য সরকার চা শ্রমিকের জন্য চা সুন্দরী প্রকল্পে ঘর, জমির পাট্টা, শ্রমিকদের জন্য জয় জোহর প্রকল্প, চা বাগানে ক্রেশ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অ্যাম্বুল্যান্স সহ নানা প্রকল্পের কথা তুলে ধরা হবে।

এই কর্মসূচির জন্য আগে জয়ন্তী চা বাগানের মাঠ দেখা হয়েছিল। তবে এদিন সিদ্ধান্ত বদল হয়। কারণ বলতে, ওই মাঠটি জেলার একটি প্রান্তে রয়েছে। যেখানে বীরপাড়া, কালচিনি, ফালাকাটার তৃণমূল কর্মীদের যাতায়াত ছিল কষ্টের। আবার কর্মসূচির স্থলে ঢোকার রাস্তাটিও সংকীর্ণ। সেখানে মাঠ থেকে হেলিপ্যাড প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে। যাঁরা অভিষেকের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন, জায়গাটি তাঁদের পছন্দ হয়নি। দ্রুত বিকল্প জায়গা হিসেবে মাঝেরডাবরি চা বাগানের আউট ডিভিশনের মাঠটিকে বেছে নেওয়া হয়। মাঠের কিছুটা দূরেই হেলিপ্যাডও করা হচ্ছে। যে জায়গাটিতে অভিষেকের কর্মসূচির জন্য ঠিক করা হয়েছে সেই এলাকা আলিপুরদুয়ার বিধানসভার মধ্যে পড়ে। জায়গাটি শহর থেকে খুব একটা দূরেও নয়। অভিষেক বিমানে হাসিমারায় নেমে কর্মসূচির স্থলে পৌঁছাতে পারেন। কিংবা সরাসরি কর্মসূচি স্থলের পাশে বানানো হেলিপ্যাডেও নামতে পারেন। প্রশাসন বিকালের দিকে মাঝেরডাবরি চা বাগানের ডাঙ্গাপাড়া মাঠে হেলিপ্যাড বানানোর প্রাথমিক কাজ শুরু করে। পরে স্নিফার ডগ দিয়ে এলাকা তল্লাশিও করা হয়। দলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের কর্মসূচিকে সফল করতে তৃণমূল যুবর পক্ষ থেকে বৈঠকও করা হয়।

তবে সমস্যার আশঙ্কাও আছে। সাধারণ শ্রমিক থেকে তৃণমূল নেতাদের ওই মাঠে যাতায়াতের জন্য যে রাস্তাটি রয়েছে সেটি সংকীর্ণ। এই রাস্তায় একটি রেলগেটও রয়েছে। কর্মসূচি শুরুর আগে-পরে রেলগেট পড়লে সবাইকে ভোগান্তি পোহাতে হবে বলেই খোদ তৃণমূল নেতারাই মনে করছেন। তবে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল উদ্যোগী হয়েছেন।

মিটল সমস্যা

বীরপাড়া, ৩১ ডিসেম্বর : বুধবার থেকে বীরপাড়ার কাছে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে গ্যারগান্ডা সড়কসেতুতে আগের মতোই ডাবল লাইনে যানবাহন চলাচল শুরু হল। গত ৩১ মে হড়পায় সেতুটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১ জুন থেকে ওই সেতুতে সিঙ্গল লাইনে যানবাহন চলছিল। ফলে প্রতিদিনই ব্যাপক যানজটে পড়ে ভোগান্তি পোহাচ্ছিলেন সাধারণ মানুষ। এশিয়ান হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া সূত্রে জানা গিয়েছে, জলস্রোতের ধাক্কায় খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সেতুটি বসে গিয়েছিল। কয়েক মাস ধরে হাইড্রলিক পদ্ধতিতে সেতুটি ঠেলে ওপরে তোলা হয়। এছাড়া উপরিভাগের অংশটি দুই ভাগে ভাগ করে সংস্কারের কাজ করা হয়। অবশ্য পুরোনো সেতুটির বদলে নতুন সেতু তৈরির জন্য ডিপিআর তৈরি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন এশিয়ান হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার দীপককুমার সিং।

বুধবার থেকে ডাবল লাইনে যানবাহন চলা শুরু হওয়ায় স্বস্তিতে পুলিশ।

স্বাগত নতুন বছর

প্রথম পাতার পর

আফগানি মালাই মোমো, চিলি গার্লিক মোমোর মতো নতুন আইটেম রাখা হয়েছে। শীতের কথা ভেবে তন্দুরি চা ও কফির বিভিন্ন ভ্যারাইটিও রয়েছে।'' সন্ধ্যার পর শহরের অলিগলিতে সাউন্ড সিস্টেমে গান বাজতে থাকে, যা উৎসবের মেজাজে অন্য মাত্রা এনে দিল।

বর্ষবরণের রাতে বহু মানুষ হাজির হয়েছিলেন ডুয়ার্স উৎসবে। বছর শেষ ও নতুন বছরের সূচনা উপলক্ষ্যে সেখানে ছিল বিশেষ ব্যবস্থা। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে রাত বারোটার পরেও মেলা খোলা রাখা হয়। আলো, গান আর ভিড়ে ডুয়ার্স উৎসব হয়ে ওঠে বর্ষবরণের অন্যতম আকর্ষণ।

ফালাকাটাতেও থার্টি ফার্স্ট নাইট থেকেই শুরু হয়ে যায় বর্ষবরণ। ইংরেজি ২০২৬ সালকে স্বাগত জানাতে কেক কাটা, আতশবাজি পুড়িয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন শহরের মানুষ। ফালাকাটায় কোনও সংগঠনের তরফে বড় আকারে ইংরেজি নববর্ষ উদযাপনে অনুষ্ঠান হয় না। তবে তাতে ঘরোয়া আনন্দে এতটুকু ভাটা পড়েনি।

খাওয়াদাওয়ায় আয়োজনেও কোনও খামতি ছিল না ফালাকাটায়। ক্যাফে ও রেস্তোরাঁগুলো নানান ধরনের খাবারের সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছিল। বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে দোকানগুলো সাজিয়েও তোলা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার, নতুন বছরের প্রথম দিনে নতুন নতুন খাবারে বিশেষ ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়। শহরজুড়ে তার প্রচার হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে পোস্টারে।

মিষ্টির দোকানগুলোতেও নতুন বছরের জন্য তৈরি করা হয় হরেকরকম মিষ্টি। তবে উৎসবের প্রভাবে সবজি, মাছ ও মাংসের বাজারে দাম কিছুটা বেড়েছে। বুধবার রাত থেকেই শহরের অলিগলিতে পিকনিকের আয়োজন শুরু হয়ে যায়। অনেকেই পুরসভা আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি রাতে পিকনিকে মেতে ওঠেন।

বড় আয়োজনে জাঁকজমক না থাকলেও সাধারণ মানুষ আড্ডা, হুল্লোড় আর উৎসাহে নতুন বছরকে স্বাগত জানালেন নিজেদের মতো করেই।

প্রচারে পুলিশ

বীরপাড়া, ৩১ ডিসেম্বর : পথ নিরাপত্তা আইন মেনে নির্দিষ্ট গতিতে গাড়ি ও মোটরবাইক চালানোর বিষয়ে বিশেষ সচেতনতামূলক প্রচার কর্মসূচি পালন করল বীরপাড়া থানা এবং লঙ্কাপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। বুধবার বছরের শেষ দিনে প্রচুর মানুষ ভিড় জমান লঙ্কাপাড়া ইকো পার্ক এবং পিকনিক স্পটে। তাঁদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা প্রচার করে পুলিশ।

সম্প্রতি এলাকায় বেড়েছে সড়ক দুর্ঘটনা এবং তার ফলে মৃত্যু। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, শীত পড়তেই পিকনিকের মরশুমে পাল্লা দিয়ে বাড়ে ঝুঁকির সফর। জানা গিয়েছে, রবিবার লঙ্কাপাড়ার মুন্ডালাইনে মোটরবাইকের ধাক্কায় এক মহিলার মৃত্যু হয়।

মুখ্যসচিব পদে বদল

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : বছরের শেষদিনে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্তরে রদবদল। মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের পদে নতুন নিযুক্তি হল। এতদিন স্বরাষ্ট্রসচিবের দায়িত্ব সামলে আসা নন্দিনী চক্রবর্তীকে রাজ্যের মুখ্যসচিব হিসেবে নিযুক্ত করল সরকার।

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের ইতিহাসে তিনিই প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব। রাজ্যের নানা দায়িত্ব তিনি সামলেছেন দীর্ঘদিন। সদ্য প্রাক্তন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের চাকরিজীবনের শেষদিন ছিল বুধবার।

যদিও তাঁকে একেবারে সরিয়ে দেওয়া হল না প্রশাসন থেকে। মনোজকে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের প্রধান সচিব হিসেবে নিযুক্ত করেছে নবান্ন। অন্যদিকে, নন্দিনীর পুরোনো পদ স্বরাষ্ট্রসচিবের দায়িত্ব দেওয়া হল আরেক আইএএস অফিসার জগদীশপ্রসাদ মিনাকে।

তিনি এতদিন কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের সচিব ছিলেন। একইসঙ্গে ছিলেন রাজ্য দূষণ পর্ষদের সদস্য-সচিব। সেই পদে অবশ্য থেকে যাবেন জগদীশ।

জীবনের দাবিতে নিরুত্তর

প্রথম পাতার পর

(পড়ুন জীবন সিংহ) দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বৈঠক করলেই রাজ্য ভাগ হবে না।' শোভনদেবের কথায়, 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ও সাংবিধানিক নীতি মানলে রাজ্যকে অন্ধকারে রেখে এধরনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। তাই আমরা এই বৈঠককে গুরুত্বই দিচ্ছি না।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজবংশী ভোট পক্ষে নেওয়ার উদ্দেশে জীবন সিংহকে বিজেপি ব্যবহার করছে। তিনি বলেন, 'প্রতিবার ভোটের আগে বিজেপি পৃথক রাজ্যের প্রসঙ্গ তোলে।' উদয়নের ভাষায়, 'বিজেপির আশ্রয়ে জীবন এতদিন অসমে গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন। বিজেপির প্রয়োজনে তিনি দিল্লিতে বৈঠক করার সাহস পাচ্ছেন।'

কেএলও প্রধান অবশ্য ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আসন্ন নির্বাচনে তাঁদের সমর্থন বিজেপি'র দিকে আছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে তিনি টেলিফোনে বলেন, 'পৃথক রাজ্য গঠনের দাবিকে যারাই বিরোধিতা করবে, তাদের আমরা ভোট দেব না। আগে অনেকবার ভোট দিয়ে কাজ কিছু হয়নি। এবারের ভোটে পৃথক রাজ্য গঠনে যারা আমাদের পাশে থাকবে, তাদেরই ভোট শুধু দেব।'

ভোট দিতে রাজি থাকলেও পশ্চিমবঙ্গকে পুরোপুরি অস্বীকার করছেন জীবন। তাঁর দাবি, ভারতভুক্তির চুক্তি অনুযায়ী কোচবিহার পৃথক 'গ' শ্রেণির রাজ্য। কোচবিহার ও কেন্দ্রের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে ওই চুক্তি হয়েছিল। তাতে পশ্চিমবঙ্গের কোনও ভূমিকা ছিল না। আলাদা রাজ্য হোক বা কাউন্সিল, সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে নিয়ে সমঝোতার উদাহরণ আছে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ ও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গঠনে।

কেএলও প্রধান সেসব মানতে রাজি নন। তাঁর কথায়, 'আমরা বাংলা রাজ্যের বাসিন্দাই নই। নতুন করে রাজ্য চাইছিও না। গ্রেটার কোচবিহারের মতো ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া পৃথক রাজ্যকে শুধু ফিরে পেতে চাইছি কোচবিহার ভারতভুক্তি হয়েছিল দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মধ্য দিয়ে। তাই আমরা কেন্দ্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি।'

পৃথক রাজ্য কামতাপুর বা গ্রেটার কুচবিহার যে নামেই হোক না, আপত্তি নেই বলে জীবন জানান। কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের প্রেস বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, জীবন সহ কেএলও নেতাদের চলাফেরার ওপর সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছে কেন্দ্র। তাঁদের আর আটকে রাখাও হবে না। এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারের আতিথেয়তায় থাকলেও জীবন ছিলেন নিরাপত্তার ঘেরাটোপে। তা থেকে মুক্ত করা হল বলে ওই প্রেস বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে।

বাংলার বিভিন্ন থানায় জীবনের বিরুদ্ধে নাশকতা ও খুনের একাধিক মামলা ঝুলছে। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলাও আছে। এই রাজ্যে এলে যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। সেক্ষেত্রে রাজ্যকে না জানিয়ে কীভাবে চলাফেরায় প্রাক্তন কেএলও জঙ্গিদের ছাড়পত্র কেন্দ্র দিতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জীবনের অবশ্য যুক্তি, যেহেতু তাঁরা বাংলায় বসবাস করেন না, তাই বাংলার আইন তাঁদের ক্ষেত্রে কার্যকর নয়।

জীবন জানিয়েছেন, এর আগেও ৭ বার তাঁদের সঙ্গে কেন্দ্রের আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তাঁর দাবি, এবারই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মুখপাত্র বৈঠকের কথা অস্বীকার করলেও মঙ্গলবার জীবন দাবি করেছিলেন যে, কেন্দ্রের তরফে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আইবি'র উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাক্তন অধিকর্তা একে মিশ্র। তিনি কেএলও ও কেন্দ্রের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বলে জীবন জানিয়েছিলেন। কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কমিটির সভাপতি তপতী রায় মল্লিক, কেএলও নেতা ডিএল কোচ, মঞ্চলাল সিংহ, মাধব মণ্ডল, ধনঞ্জয় বর্মন সহ অনেকে ছিলেন বলে প্রেস বিবৃতিটিতে দাবি করা হয়েছে। পৃথক রাজ্য ছাড়া তাঁদের অন্য দুটি প্রধান দাবি হল কামতাপুর ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে স্বীকৃতি এবং কোচ-রাজবংশীদের তপশিলি আদিবাসী মর্যাদা দান।

জীবনের বক্তব্য, সদিচ্ছা থাকলে অষ্টম তফশিলে কামতাপুর ভাষার স্বীকৃতিতে কোনও বাধা নেই। নবান্নের কর্তাদের দাবি, রাজ্য সরকারকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে এই বৈঠকের পিছনে রাজনৈতিক স্বার্থ আছে। নবান্নের এক কর্তা বলেন, 'এর আগেও বাংলা ভাগের চক্রান্ত হয়েছিল। এই চক্রান্ত যারা করবে, তাদের বিরুদ্ধেই পদক্ষেপ করা হবে।'

(তথ্য সংগ্রহঃ পূর্ণেন্দু সরকার, দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও নবনীতা মণ্ডল)

উদয়ন গড়ে অদৃশ্য কাঁটা

প্রথম পাতার পর

নিশীথের কথা শুনে আলোচনায় ঢোকেন চা দোকানি। বলেন, 'বাবুনদা (উদয়ন)-কে তো গ্রামে পাওয়াই যায়, কিন্তু শহরের হাওয়াটা বোঝা মুশকিল।' প্রাক ভোটের এই সংলাপই আসলে বর্তমান দিনহাটার রাজনৈতিক আবহ কেমন তা বুঝিয়ে দেয়।

দিনহাটা পুরসভা, ২ নম্বর ব্লক এবং ১ নম্বর ব্লকের ভেটাগুড়ির দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে দিনহাটা বিধানসভা গঠিত। পর্দার বাইরে উদয়ন এখানকার বেতাজ বাদশা। আপাতত তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। কিন্তু পর্দার আড়ালের খেলা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে আড়ালে যে খেলা চলছে তাতে সন্দেহ নেই। সেই খেলা বুঝে চাল দিয়ে কে কিস্তিমাত করবে তা ভোট যত এগোবে ততই পরিষ্কার হবে। দিনহাটায় বিজেপির নেতা নেই, কর্মী হাতেগোনা, কর্মসূচিও সেই অর্থে শূন্য, কিন্তু সমর্থক প্রচুর। সেই সমর্থকরা কেউ বিজেপিপ্রেমী, কেউ তৃণমূল বিরোধী। তবে উদয়নবাহিনীর ভয়ে তাঁরা প্রকাশ্য রাজনীতি থেকে অনেক দূরে থাকেন। সেই অদৃশ্য সমর্থকদের একজোট করতে পারাটাই চ্যালেঞ্জ গেরুয়া শিবিরের কাছে। চ্যালেঞ্জ একটা অবশ্য তৃণমূলেরও আছে, সেই অদৃশ্য সমর্থকদের চিহ্নিত করা। কারণ, ওই অদৃশ্য সমর্থকরাই ভোটে জয়-পরাজয় ঠিক করবে। এই দৃশ্যমান বিরোধীহীনতা উদয়নের কাছে স্বস্তির চেয়ে বেশি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনহাটায় এখন পরিস্থিতি এমন যে, ঘরের ভেতরেই শত্রু বিভীষণ হয়ে বসে আছে কি না, তা বোঝার উপায় নেই।

দিনহাটা শহরের অলিগলি এখন বেশ ঝকঝকে। উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে অনেক জায়গায়। উদয়ন গুহ নিজে শহরের মানুষের কাছে পৌঁছাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, শহুরে শিক্ষিত ভোটারদের একটা বড় অংশের কাছে উদয়ন এখনও যেন 'অচেনা' নেতা। তাঁর এখনও উদয়নকে ভোটে জেতাতে চান না। এই গ্রহণযোগ্যতার অভাবের মূলে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব। শহরের মানুষ প্রতিনিয়ত দেখছেন, একদল বহিরাগত তরুণ এবং মাসলম্যানদের দাপাদাপি। প্রকাশ্যে তৃণমূলের দাপট এতটাই যে শহরের মানুষ বিরক্ত। তলে তলে তাঁদের মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ পুর এলাকায় 'সাইলেন্ট ভোটার'-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। সেই ভোটাররা যে কোনও ছক বদলে দিতে পারে। বহু চেষ্টাতেও সেই ভোটারদের বাগে আনতে পারেননি উদয়নের বাহিনী। আবার সাম্প্রতিক সময়ে উদয়নের খাস তালিকা থেকে দলের নেতা বিশু ধরের খানিকটা সরে যাওয়া এবং সাবির সাহা চৌধুরীর উঠে আসা, নামেই তৃণমূলে থাকা জয় ঘোষের সঙ্গে উদয়নের দূরত্ব অনেক জল্পনাই উসকে দিতে শুরু করেছে।

গ্রামের দিকে তাকালে সমীকরণটা আরও একটু জটিল। বিশেষ করে দিনহাটা-২ ব্লকের রাজনৈতিক মানচিত্রে মীর হুমায়ুন কবীরের নামটা একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন। তৃণমূলের টিকিটে জেলা পরিষদে জিতলেও তিনি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিতে সক্রিয় নন। তাঁর নীরবতাই এখন উদয়নের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের ওপর উদয়ন বিরোধী হুমায়ুনের যে প্রভাব, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তিনি নিজে কিছু না বললেও তাঁর অনুগামীরা কোন দিকে পা বাড়াবেন, তার ওপর দিনহাটা বিধানসভার অনেক অঙ্ক নির্ভর করছে। দলীয় নেতার এই রহস্যময় নীরবতা শাসক শিবিরের জন্য অশনিসংকেত। দিনহাটা-২ ব্লকই দিনহাটা বিধানসভার প্রাণভোমরা। সেখানে হুমায়ুনের মতোই তৃণমূলের আর এক কাঁটার নাম বিষ্ণুপদ সরকার। ঘাসফুল শিবিরের ওই প্রাক্তন ব্লক সভাপতিও আপাতত ব্রাত্যদের তালিকায়। ভোটের মাঠে তিনি কীভাবে খেলবেন তা বোঝা দায়।

আবার বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতে বাহুবলী রাজনীতির এক অদ্ভুত প্যাঁচ তৈরি হয়েছে। তাপস দাসের তৃণমূলে প্রত্যাবর্তনকে আপাতদৃষ্টিতে শক্তি বৃদ্ধি মনে হলেও, তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যখন তাপস বিজেপি-তে গিয়েছিলেন, তখন সেই এলাকার আদি বিজেপি কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে হাত গুটিয়ে বসেছিলেন। অনেকে আবার বিজেপি-কে সবক শেখাতে তলে তলে তৃণমূলকে সাহায্য করার মানসিকতা তৈরি করেছিলেন। উদয়ন গুহ সেই সুযোগে বিরোধী ভোটকে অনেকটা নিষ্ক্রিয় করে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাপস তৃণমূলে ফিরতেই চিত্রটা বদলে গিয়েছে। পুরোনো বিজেপি কর্মীরা এখন আবার একজোট হওয়ার রসদ খুঁজে পাচ্ছেন। অন্যদিকে, বিজেপি-তে থাকাকালীন তাপস যে তৃণমূল কর্মীদের ওপর দাদাগিরি করেছিলেন, সেই নীচুতলার কর্মীরা এখন তাপসকে নিজেদের নেতা হিসেবে মেনে নিতে পারছেন না। এই চাপা অসন্তোষ আর অভিমানে তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তি ভেতর থেকে ফোকলা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

উদয়ন গুহ এলাকায় উন্নয়ন করেছেন, মানুষের প্রয়োজনে সাড়াও দেন, কিন্তু প্রায় সবক্ষেত্রেই তাঁর হুমকি উন্নয়নের পাঁচালির আওয়াজের থেকে বেশি জোরে বাজছে। সব মিলিয়ে দিনহাটা বিধানসভা এখন এক কঠিন রাজনৈতিক পরীক্ষার সামনে। বিধানসভাজুড়ে নীচু স্বরের আলোচনাগুলো অন্তত এটুকুই ইঙ্গিত দিচ্ছে, উদয়নের লড়াইটা এবার বাইরের শত্রুর চেয়ে অনেক বেশি ঘরের ছায়াদের সঙ্গে। দিনশেষে কোচবিহারের এই জনপদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে সেই নীরব ভোটারদের হাতেই, যারা প্রকাশ্যে তৃণমূল হলেও গোপনে হয়তো অন্য কোনও হিসেব কষছেন।

‘স্লিপিহেড’ ভ্যাকেশন ও ‘অফ-বিট’ ডায়েরি

মাঝেমধ্যে কেবল ঘুমোনোর জন্যও ছুটি লাগে। তাই একঘেয়েমি কাটাতে এবার হোন ‘স্লিপিহেড’ পর্যটক। ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গল বা বক্সার নীল পাহাড় আপনার প্রতীক্ষায় আছে। হদিস দিলেন অনিন্দ্য অধিকারী

এক সময় ছিল যখন ‘বেড়ানো’ মানেই ছিল এক লম্বা চেকলিস্ট। সকাল ৬টায় সূর্যোদয় দেখা, বেলা ১০টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট সেরে তিনটে ভিউপয়েন্ট ঘোরা, আর বিকেলের মধ্যে লোকাল মার্কেটে কেনাকাটা সেরে হোটেলের ঘরে ক্লান্ত হয়ে ফেরা। কিন্তু ২০২৬ সালে এসে ভ্রমণের সেই সংজ্ঞা আমূল বদলে গিয়েছে। আমরা এখন আর ‘দেখার’ জন্য ছুটি কাটাতে যাই না, আমরা যাই ‘থাকার’ জন্য। নতুন বছরের প্রথম সকালে যাঁরা ডায়েরির পাতায় আগামীর ট্রাভেল প্ল্যান সাজাচ্ছেন, তাঁদের জন্য ২০২৬ নিয়ে এসেছে এক অদ্ভুত সুন্দর ট্রেন্ড— ‘স্লিপ ট্যুরিজম’ বা ‘স্লিপিহেড’ ভ্যাকেশন।

স্লিপ ট্যুরিজম : যখন ঘুমই গন্তব্য

শুনতে অবাক লাগলেও, ২০২৬-এর সবথেকে স্মার্ট ট্রাভেল ট্রেন্ড হল স্রেফ ঘুমানোর জন্য কোথাও ঘুরতে যাওয়া। সারা বছরের ল্যাপটপ-স্মার্টফোনের নীল আলো আর ই-মেল-নোটিফিকেশনের চাপে আমাদের ঘুম আজ বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি। তাই মানুষ এখন এমন সব গন্তব্য খুঁজছে যেখানে পাহাড়ের শান্ত হাওয়া আর নিস্তব্ধতা ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। এটি অলসতা নয়, বরং এটি হল মানসিক ও শারীরিক ‘রিকভারি’। ২০২৬-এর আধুনিক পর্যটকরা কোনও লাক্সারি হোটেলের ঘর নয়, বরং বেছে নিচ্ছেন পাহাড়ের কোনও নির্জন হোমস্টে, যেখানে জানলা খুললে মেঘ ঢুকে আসে আর রাতভর ঝিঁঝির ডাক লোরির মতো কাজ করে। এখানকার ইউএসপি হল— আরামদায়ক বিছানা, ভেষজ সুগন্ধি এবং ঘড়ি ছাড়া একটি দিন। যেখানে সকাল সাতটার অ্যালার্ম নেই, আছে শুধু নিজের ছন্দে জেগে ওঠা।

যেখানে নেটওয়ার্ক নেই, আছে প্রাণ

২০২৬-এর ট্রাভেল ডায়েরিতে সবথেকে কাঙ্ক্ষিত জায়গা সেগুলোই, যেখানে আপনার মোবাইলের সিগন্যাল বার দেখাবে ‘নো সার্ভিস’। উত্তরবঙ্গের বক্সা পাহাড়ের ছোট ছোট গ্রাম কিংবা ডুয়ার্সের একেবারে ভেতর দিকের জনবসতিহীন কোনও চা বাগানের বাংলো এখন পর্যটকদের নতুন স্বর্গ। বক্সার সেই চড়াই উতরাই পথ বেয়ে কোনও পাহাড়ি গ্রামে পৌঁছে যখন আপনি দেখবেন আপনার স্মার্টফোনটি কেবল একটি কাচের টুকরো ছাড়া আর কিছু নয়, ঠিক তখনই শুরু হয় আসল ‘অফ-দ্য-গ্রিড’ অভিজ্ঞতা। ডিজিটাল ডিটক্স-এর জন্য এর চেয়ে বড় সুযোগ আর নেই। নেটওয়ার্ক না থাকায় আপনি বাধ্য হন পাশের মানুষটির সঙ্গে কথা বলতে, পাহাড়ি ঝোরার শব্দ শুনতে বা স্রেফ চুপ করে বসে পাইন গাছের পাতায় বাতাসের খেলা দেখতে। এই ‘অফ-বিট’ জীবনের স্বাদই হল ২০২৬-এর প্রকৃত লাক্সারি।

রাত যখন কথা বলে

দিনের আলোয় পাহাড়ে ঘোরা তো পুরোনো গল্প। ২০২৬-এ ট্রেন্ড হল ‘নকটারনাল ট্যুরিজম’ বা রাত্রিকালীন ভ্রমণ। ডুয়ার্সের ঘন জঙ্গলের ধার ঘেঁষে কোনও ওয়াচটাওয়ারে বসে রাত কাটানো কিংবা পরিষ্কার আকাশে তারা দেখার নেশায় এখন বুঁদ আধুনিক পর্যটকরা। উত্তরবঙ্গের পরিষ্কার আকাশ অ্যাস্ট্রো ট্যুরিজমের জন্য আদর্শ। কালিম্পং বা কার্সিয়াংয়ের কোনও নির্জন বারান্দায় টেলিস্কোপ নিয়ে বসে নক্ষত্রমণ্ডলী খোঁজা এখন অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। এছাড়া গাইডকে সঙ্গে নিয়ে ‘নাইট হাইকিং’ বা রাতে জঙ্গলের মেঠো পথে হাঁটাও এক নতুন ট্রেন্ড। চাঁদের আলোয় পাহাড়ের রূপ কেমন হয়, কিংবা রাতের জঙ্গলে বুনো ফুলের গন্ধ কেমন মাতাল করে দেয়— এই অভিজ্ঞতাগুলো আপনার ২০২৬-এর ডায়েরিকে সমৃদ্ধ করবে।

বর্তমান প্রজন্মের কাছে ভ্রমণ মানে আর কেবল সেলফি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা নয়। এখনকার ট্রেন্ড হল ‘স্লো ট্রাভেল’। মানুষ এখন ভিড় থেকে দূরে এমন এক নীরবতা খুঁজছে যা তাকে নতুন করে চার্জ করতে পারে। ২০২৬-এর স্মার্ট লিভিং-এ আমরা বুঝেছি যে, মাঝেমধ্যে হারিয়ে যাওয়াটাই আসলে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার সেরা উপায়। পাহাড়ের সেই সব অফ বিট গ্রামগুলিতে এখন আর পর্যটকদের কোলাহল নেই, আছে এক শান্ত সমর্পণ। সেখানকার লোকাল খাবারের স্বাদ, কাঠে রান্না করা খাবারের ধোঁয়া আর পাহাড়ের মানুষের আতিথেয়তা কোনও ফাইভ স্টার হোটেলের থেকে অনেক বেশি দামি। নতুন বছরের রেজোলিউশনে এবার তবে থাকুক এক অন্যরকম ভ্রমণের অঙ্গীকার। ভিড়ভাট্টা আর জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট স্পট ছেড়ে পা বাড়ান সেই সব জায়গায়, যাদের নাম মানচিত্রেও হয়তো অস্পষ্ট। আপনার ২০২৬-এর ডায়েরিটা হোক এমন সব গল্পের, যেখানে কোনও ওয়াইফাই ছিল না কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সব থেকে শক্তিশালী।

পূর্ণ হোক প্রত্যাশার ঝাঁপি

উমা মাজী মুখোপাধ্যায়

২০২৫ পেরিয়ে ২০২৬-এ পদার্পণ করতে চলেছে আমাদের পৃথিবী। ২০২৫ সালে আমরা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রেক্ষিতে একের পর এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছি। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ, ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘাত, বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে মৌলবাদের অমানবিক উত্থান, নেপালে জেন জেড-এর বিদ্রোহ; আমাদের রাজ্যে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি চলে যাওয়া, প্রায় ৮ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবলুপ্তি, পহলগামে নৃশংস জঙ্গি হামলা—এ সব মিলিয়ে দেশজুড়ে মৌলবাদী আবহ আমাদের সুস্থ, সচ্ছল জীবনে কালো ছায়া ফেলেছে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। কলুষমুক্ত এক ২০২৬ দেখার প্রত্যাশা নিয়েই আমাদের এগোতে হবে।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা যায় বটে, কিন্তু গভীর ক্ষতে কাঁটা দিয়েই চিকিৎসা করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও অধ্যবসায়। আমরা প্রায় দুশো বছর আগে নবজাগরণের আলো পেয়েছি। হ্যাঁ, আমরা—বাঙালিরা—উনিশ শতক থেকেই আধুনিক ভারত, আধুনিকতা ও নবজাগরণকে বিকশিত করেছি। এ আমাদের গর্ব। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, সুকুমার, সত্যজিৎ রায়ের ধারায় আমরা সমৃদ্ধ। এই ঐতিহ্যকে আরও পুষ্ট করতে হবে, আরও গভীরে সিঞ্চন করতে হবে।

আজ সরকারি স্কুলে পড়তে চাইছে না অনেকেই। যাঁরা একটু সচ্ছল, তাঁরা ভিটেমাটি বিক্রি করেও সন্তানদের ইংরেজিমাধ্যম বেসরকারি স্কুলে পাঠাতে চান। ফলে সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো আরও মজবুত করা জরুরি। যথেষ্ট শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, নজরদারি বাড়াতে হবে, যাতে শিক্ষকরা দায়িত্ব এড়াতে না পারেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থাও হতে হবে আরও কড়াকড়ি। ইংরেজিকে গুরুত্ব দিয়ে ক্লাস ফাইভ থেকে পাশ-ফেল প্রথা চালু করা এবং ক্লাস ওয়ান থেকেই মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি শেখানো প্রয়োজন। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন না ঘটলে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিপন্ন হবে। শিশুরা দেশের মাটির সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ঘনাদা, টেনিদা, হাঁদা ভোঁদা না পড়ে যদি তারা শুধু হ্যারি পটারেই বড় হয়, তবে দেশের সঙ্গে তাদের যোগ তৈরি হবে না। এই দুঃসময়ে পাশের সরকার পোষিত স্কুল থেকে ২৩ জানুয়ারি, ১৫ অগাস্টে শোভাযাত্রা বেরোতে দেখা বা ‘আমার সোনার বাংলা’ কিংবা ‘ও আমার দেশের মাটি’ গান শুনলে মন ভরে ওঠে—এটাই আশার আলো।

উচ্চশিক্ষার প্রতিও আজ এক ধরনের অনীহা তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে জেনারেল স্ট্রিমে। একে উপেক্ষা করলে দেশ অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। মোবাইল ফোনের অপব্যবহারে এই প্রজন্মের বই পড়ার অভ্যাস এমনিতেই প্রায় উবে গিয়েছে। শুধু ভোকেশনাল শিক্ষার দিকেই যদি তরুণদের ঠেলে দেওয়া হয়, তবে জাতি হিসেবে আমরা আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়ব। তাই জেনারেল ডিগ্রি কলেজগুলিতে ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

এক অন্ধ, দুর্বৃত্তপরায়ণ, অমানবিক মৌলবাদের জবাব আরেক মৌলবাদ হতে পারে না। তার প্রতিষেধক মানবতার আরও দৃঢ় ভিত্তি। মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলকে আরও আঁকড়ে ধরতে হবে—‘আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, এই আকাশে।’

বাংলাদেশে বিধ্বংসী মৌলবাদ ছায়ানটের মতো এক ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানকে আঘাত করেছে। কিন্তু আশার কথা, ছায়ানটের শিল্পীরা এর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গাইতে রাস্তায় নেমেছেন, জীবন বিপন্ন করেও। মৌলবাদের প্লাবনের মধ্যেও বাংলাদেশে এখনও মানবতাবাদীদের মশাল টিমটিম করে জ্বলছে। তাঁরা আজও জীবন বিপন্ন করে মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এই দুঃসময়ে এই সংস্কৃতিপ্রেমী, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবীদের পাশে আমাদেরও পা মেলাতে হবে।

ভয় নেই। রবীন্দ্রনাথই আমাদের ভরসা, আমাদের মুক্তি, আমাদের আনন্দ, আমাদের জীবন।

THE MIKE SUPPLY CORPORATION (INDIA)
Since 1953 AHUJA JBL YAMAHA
All types of Musical Instruments, Studio Equipments, Speakers, Microphones, Liner-array, Cables & all related products and accessories are available under a roof.
RAJA RAMMOHAN ROY ROAD, HAKIMPARA, SILIGURI
96355-95350, 78119-95350, 0353-2524629

EIILM-Kolkata
Jalpaiguri Campus
Affiliated To Raiganj University
Admission 2026-27

Courses Offered
BBA (H) in Finance, Marketing & HR
BBA (H) in Hospital Management
BBA (H) in IT & ITES
ELIGIBILITY as per Raiganj University norms
LIMITED SEATS HURRY UP !
BBA (H) in Travel & Tourism Management
BCA Bachelor of Computer Application
MBA (Industry Integrated)

Times School TIMES BBA EDUCATION RANKING SURVEY 2025

Proven Placement Success
It's been over a month now since I started working at Aludecor Lamination Pvt. Ltd., and the experience so far has been wonderful. I got this job through the campus placement of EIILM-Kolkata, Jalpaiguri Campus.
As an MBA student specializing in HR/Marketing, my professors and the placement team helped me through rigorous training and prepared me to secure the best placement.
Thank you, EIILM-Kolkata, Jalpaiguri Campus, for your support.
– Shreya Bhowmik
A Few of Our Internship & Placement Partners:

Why Choose Us?
- Strong Academic Foundation,
- Real-World Industry Exposure,
- Industry-Oriented Certification Courses,
- Soft Skills & Professional Grooming,
- Expert-Led Industry Sessions,
- Success Factor Plus Program,
- 100% Placement Assistance,
- Social Responsibility & CSR Activities,
- Rich & Modern Infrastructure,
- Scholarship, Educational Loan & Student Credit Card Support.

Campus- (I): EIILM-Kolkata, Jalpaiguri Campus, Pandapara-Kalibari, Pandapara, Jalpaiguri, Pin-735132.
Campus- (II): EIILM-Kolkata, Jalpaiguri Campus, 2nd Floor, Rudra Complex, Shilpa Samiti Para, Jalpaiguri, Pin-735101.
www.eiilm-jc.in +91 82500 31303 infoeiilmjc@gmail.com

২৫+ সফল প্রতিস্থাপন:
উত্তরবঙ্গে কিডনি চিকিৎসায় নতুন ভোরের সূচনা

জীবন ফিরে পাওয়ার ২৫টি গল্প

নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে আমরা শুধু চিকিৎসাই করি না, রোগীদের আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পাশে দাঁড়াই। আমাদের অভিজ্ঞ ট্রান্সপ্লান্ট টিমের যত্ন ও সহযোগিতায় ইতিমধ্যে ২৫টিরও বেশি কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
এই পথচলায় রোগীদের সাহস ও বিশ্বাসই আমাদের এগিয়ে চলার প্রেরণা।

ডায়ালাইসিসের গণ্ডি পেরিয়ে এক নতুন পৃথিবী:
প্রতিটি সফল প্রতিস্থাপনের সাথে সাথে আমাদের রোগীরা ফিরে পেয়েছেন তাঁদের সামাজিক, পারিবারিক ও কর্মমুখর জীবন।

কিডনি প্রতিস্থাপনের পর আপনিও ফিরে পেতে পারেন:

- ডায়ালাইসিসের সাপ্তাহিক রুটিন থেকে মুক্তি।
- নিয়মিত হাঁটাচলা, সিড়ি দিয়ে ওঠা এবং হালকা ব্যায়াম করার ক্ষমতা।
- পরিবারের সাথে আনন্দঘন মুহূর্ত কাটানো এবং আবার কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়া।

দাবিত্যাগ : কিডনি প্রতিস্থাপনের সাফল্য রোগীর সামগ্রিক স্বাস্থ্য, চিকিৎসার ইতিহাস এবং অস্ত্রোপচার পরবর্তী নিয়মমাফিক ওষুধ সেবনের ওপর নির্ভর করে। সকল অস্ত্রোপচারের কিছু সহজাত ঝুঁকি থাকে। আপনার শারীরিক অবস্থার বিস্তারিত মূল্যায়নের জন্য দয়া করে আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে পরামর্শ করুন

Neotia Getwel Multispecialty Hospital
Emergency 0353 660 3030
Uttorayon | Behind City Centre | Matigara | Siliguri

এআই যখন পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট

২০২৬-এর স্মার্ট লিভিং

প্রতি মুহূর্তে জীবন বদলে চলেছে। প্রযুক্তিকে ছাড়া এখন এক মুহূর্তও কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া বড় বিষয় হল প্রযুক্তি এখন আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু। নতুন বছরে এই বন্ধুত্ব আরও বাড়বে। বার্তা দিলেন **সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়**।

কল্পনা করুন একটি মিষ্টি শীতের সকাল। জানলার পর্দাটা আলতো করে সরে গেল, আর আপনার স্মার্ট স্পিকার খুব নীচু স্বরে আপনার প্রিয় রবীন্দ্রসংগীত বা জ্যাজ প্লেলিস্টটি চালিয়ে দিল। আপনি বিছানা ছাড়ার আগেই আপনার স্মার্টওয়াচ জানিয়ে দিল, কাল রাতের ঘুমটা বেশ গভীর হয়েছে, তাই আজ দিনটা বেশ এনার্জিটিক যাবে। রান্নাঘরে যাওয়ার আগেই কফি মেশিন আপনার পছন্দের কড়া 'ব্ল্যাক কফি' তৈরি করে রেখেছে। কোনও ম্যাজিক নয়, এটাই ২০২৬ সালের স্বাভাবিক সকাল। আর এই পুরো নেপথ্য কারিগরটির নাম— এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

রোবট নয়, এআই এখন আপনার ছায়া

কয়েক বছর আগেও আমাদের ধারণা ছিল এআই মানেই হয়তো যান্ত্রিক কোনও রোবট যে মানুষের মতো কথা বলবে। কিন্তু ২০২৬-এ এসে আমরা বুঝতে পারছি, এআই আসলে কোনও দৃশ্যমান যন্ত্র নয়, বরং এক অদৃশ্য জাদুকর যা মিশে আছে আমাদের স্মার্টফোনে, চশমায় কিংবা ঘরের দেওয়ালে। আগে আমরা এআই-কে প্রশ্ন করতাম, এখন এআই আমাদের প্রয়োজন বুঝতে পারে। একেই প্রযুক্তিবিদরা বলছেন 'এজেন্টিক এআই' (Agentic AI)। সকালবেলা যখন আপনি অফিসের জন্য বেরোনোর তোড়জোড় করছেন, আপনার স্মার্টফোন নিজে থেকেই ট্রাফিক চেক করে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে আজ পাঁচ মিনিট আগে বেরোনোই ভালো। এমনকি আপনার গাড়ির এসি-টাও আগে থেকে অন করে রাখছে যাতে আপনি আরামদায়ক এক যাত্রা শুরু করতে পারেন। এটি কেবল নির্দেশ পালন নয়, বরং আপনার জীবনযাত্রার ধরন বা প্যাটার্ন বুঝে নিয়ে নিজে থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া।

স্মৃতির ভিড়ে যখন এআই দক্ষ লাইব্রেরিয়ান

আমরা এখন ছবি তুলতে ভালোবাসি। আমাদের ফোনের গ্যালারিতে হাজার হাজার ছবি জমে থাকে। কিন্তু দরকারের সময় সেই নির্দিষ্ট ছবিটি খুঁজে পাওয়া ছিল খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার মতো। ২০২৬-এর স্মার্টফোন এই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে এক নিমেষে। এখন আপনাকে আর স্ক্রল করতে হয় না। আপনি ফোনে কেবল বললেন, 'গত বছর শিলিগুড়ির সেই বৃষ্টির দিনে নীল পাঞ্জাবি পরে তোলা ছবিটা দেখাও তো'— ব্যাস! এআই আপনার ফোনের লক্ষাধিক ছবির মধ্যে থেকে কয়েক সেকেন্ডে সেটি আপনার সামনে হাজির করবে। শুধু তাই নয়, এআই এখন আপনার রুচি অনুযায়ী সেরা ছবিগুলো দিয়ে নিজে থেকেই তৈরি করে দিচ্ছে অসাধারণ 'মুভি কোলাজ' বা 'ডিজিটাল অ্যালবাম'। আপনার তোলা কাঁচা হাতের ছবিকে পেশাদার ফোটোগ্রাফির রূপ দিতেও সে এখন ওস্তাদ। লাইটিং ঠিক করা বা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে অপ্রয়োজনীয় মানুষ সরিয়ে ফেলা এখন মাত্র এক সেকেন্ডের কাজ।

প্রাইভেসি যখন আপনার হাতের মুঠোয়

অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে, 'আমার সব তথ্য কি তবে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ছে?' এখানেই ২০২৬-এর সবচেয়ে বড় চমক— 'অন-ডিভাইস এআই'। আগে এআই কাজ করার জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্লাউড সার্ভারের সাহায্য নিত। কিন্তু এখনকার স্মার্টফোনগুলো নিজেই এত শক্তিশালী যে, আপনার ব্যক্তিগত তথ্য ফোনের বাইরে কোথাও না পাঠিয়েই এআই সব কাজ করতে পারে। এর মানে হল, আপনার ঘরের কথা বা আপনার ব্যক্তিগত ডায়েরি ফোনের ভেতরেই সুরক্ষিত থাকছে। আপনার এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনার সম্পর্কে সবকিছু জানলেও সেই তথ্য ইন্টারনেটে পাচার হওয়ার ভয় নেই। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রেখেই আপনার জীবনকে স্মার্ট করে তুলছে এই প্রযুক্তি। এটি যেন আপনার এমন এক বিশ্বস্ত সেক্রেটারি, যে আপনার সব গোপন খবর জানে কিন্তু কাউকেই তা বলবে না।

কাজের মাঝে সৃজনশীলতার ছোঁয়া

২০২৬-এর কর্মব্যস্ত জীবনে এআই আমাদের দিচ্ছে সবথেকে মূল্যবান জিনিস— 'সময়'। ই-মেল ড্রাফট করা, লম্বা রিপোর্টের সামারি তৈরি করা বা মিটিংয়ের নোট নেওয়ার মতো একঘেয়ে কাজগুলো এখন এআই-এর জিম্মায়। ফলে মানুষ হিসেবে আমরা আমাদের সৃজনশীল কাজে বেশি সময় দিতে পারছি। আপনি হয়তো একজন লেখক, সাংবাদিক বা শখের আলোকচিত্রী— আপনার এআই আপনার জন্য তথ্যের পাহাড় ঘেঁটে প্রয়োজনীয় রেফারেন্স এনে দিচ্ছে, যাতে আপনি আপনার মূল সৃষ্টিতে মন দিতে পারেন। এমনকি শপিং-এর ক্ষেত্রেও এআই এখন এক অনন্য পরামর্শদাতা। আপনার আলমারিতে কী ধরনের পোশাক আছে এবং বর্তমান ফ্যাশন ট্রেন্ড কী— এই দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটিয়ে আপনার স্মার্টফোনই সাজেস্ট করছে আজ কোন অনুষ্ঠানে কী পরলে আপনাকে সবথেকে আকর্ষণীয় দেখাবে।

নতুন বছরের এই লগ্নে দাঁড়িয়ে একটা কথা পরিষ্কার— প্রযুক্তি আমাদের গ্রাস করতে আসেনি, এসেছে আমাদের ক্ষমতাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিতে। ২০২৬ সালে এআই কেবল আমাদের হাতে থাকা একটা টুল নয়, বরং আমাদের জীবনযাত্রার এক অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। এটি আমাদের আরও দক্ষ করে তুলছে, আরও গোছানো করে তুলছে। সকালের এক কাপ ব্ল্যাক কফি হাতে নিয়ে যখন আপনি আপনার স্মার্টফোনের দিকে তাকাবেন, মনে রাখবেন— আপনার সেই ছোট যন্ত্রটির ভেতরে থাকা অদৃশ্য মস্তিষ্কটি কিন্তু সারাক্ষণ সজাগ রয়েছে আপনার দিনটিকে আরও সুন্দর, আরও মসৃণ করে তোলার জন্য।

স্বাগতম ২০২৬! স্বাগতম এক বুদ্ধিদীপ্ত ভবিষ্যতের নতুন ভোরে।

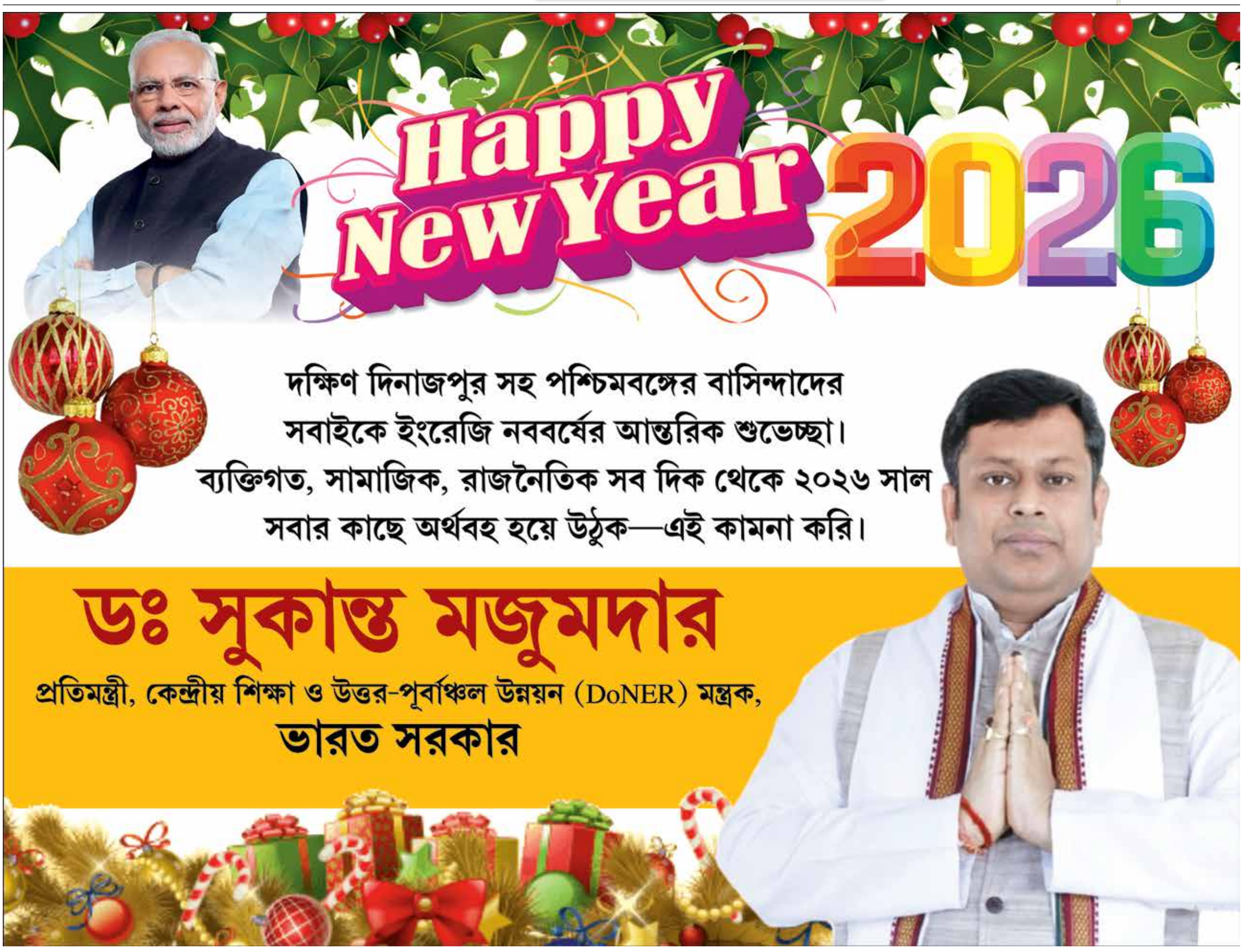

পয়লায় নেই এতটুকুও ময়লা

সময়ের কোপে কত কিছুই না বদলে গিয়েছে। তবুও পয়লা জানুয়ারি এলে আমরা সেই চিরকালের অভ্যাসেই আজও এক বিভাময় উত্তরকালের স্বপ্ন দেখি। লিখলেন গৌতমেন্দু রায়

নমস্কার। আমি হরি সাঁতরা। পিতৃদত্ত নাম হরিহর কিন্তু গণিতে আমার বেদম ভয় বলে জীবনের অঙ্ক থেকে লব আর হর দুটোই তুলে দিয়েছি। এখন আধার কার্ড অথবা ভোটার কার্ডে আমি শুধুই হরি সাঁতরা। সেই 'আমি'-তে লব-এর কোনও লবি নেই। হর-এর কোনও হররও নেই। শুধু পদবিটা নিয়ে আমি খোলসা করে দু'-তিনটে কথা বলতে চাই। যাকে ইংরেজিতে বলে ডিসক্লেইমার। এই ভবসাগরের অথইজলে হাবুডুবু খেতে খেতে আমি নিজেই সাঁতার শিখেছি। আমাকে কেউ কখনও বলেনি 'তুই সাঁতরা'। আমি নিজের তাগিদেই সাঁতরেছি আজন্মকাল। তবুও প্রজন্মগতভাবে, আমি সাঁতরা।

মেদিনীপুরের ময়নায় ছিল আমার বাড়ি। আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনি ময়নাতদন্ত করে দেখতেই পারেন, তাতে আমার আপত্তি নেই। যদি তদন্ত করতে গিয়ে দেখেন সেই গ্রামে দুজন হরি ছিল কিংবা দুজন হরিজন ছিল তাতে আশ্চর্য হবেন না প্লিজ। আসলে এই মানবজগৎটা তো হরির হরিহর আত্মা। তাই একাধিক হরি আবিষ্কার হয়ে গেলে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

অন্য যে হরির কথা এইমাত্র বললাম তার নাম ছিল হরিপদ পাল। সে-ও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে পদ-এর আপদটিকে বিসর্জন দিয়েছে বলে শুনেছি। 'শুনেছি' বলছি এই কারণে যে, তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ বহুদিন ধরে বিচ্ছিন্ন। যদিও এক সময় সে আমার প্রাণের বন্ধুই ছিল। এখন যে আবার নতুন করে বন্ধুর সম্পর্কের পুনরাভিষেক

হবে সেই পথটিও বন্ধুর। অর্থাৎ এবড়োখেবড়ো। সেই যে একটা গান আছে না? 'এই বন্ধুর পথে এলে তুমি বন্ধু /এলেই যখন হাতে কেন বন্দুক!'

শোনেননি কখনও গানটা? অবশ্য না শোনারই কথা, কারণ Gun নিয়ে এই গানটা কেউ কখনও লেখেননি। আমি এইমাত্র রচনা করলাম। যা বলছিলাম, বন্ধু হরির সঙ্গে সম্পর্ক হারানোর একটা কারণ আছে। খড়্গপুর আইআইটি থেকে ডিগ্রি নিয়ে সে পার হয়েছে সাতসাগর। আবারও সেই গানের কথাই এসে যাচ্ছে, 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার করো আমারে।' এই গানটাও আমি লিখিনি। লেখা উচিত ছিল। কিন্তু আমার আগেই, উনিশ শতকে, সেটি লিখে ফেলেছেন লালনের শিষ্য কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। কিন্তু আপনারা খুব আশ্চর্যান্বিত হয়ে ব্র্যাহস্পর্শযোগের বিষয়টা লক্ষ করুন। এখানে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং প্রথম পুরুষ-ও সেই হরি। প্রেমানন্দে বলো হরি হরিবোল। আপনাদের মধ্যে কেউ চাইলে এই বিষয়টিকে 'হরিবল' বলতেই পারেন। তাতে আমার কোনও ওজর আপত্তি ধোপে টিকবে না।

বন্ধু হরির কথা বলতে গিয়ে পথ ভুলে লালন ফকিরের ডেরায় চলে গেলাম। এটাই আমার অসুবিধে। যে শব্দগুলো লিখব বলে মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠে লালন করছিলাম সে সব হারিয়ে ফেলে আমার নিজেরই এখন ফকিরের দশা। অনেক কথা বলেছি বলে ভাবি, পরে আবিষ্কার করি কোনও কথাই বলা হয়ে ওঠেনি। আবার সেই গানের লিরিক দিয়েই তার উপমা দিতে হচ্ছে। 'অনেক কথা যাও যে ব'লে কোনো কথা না বলি'... না, এটাও আমি লিখিনি, আর এক হরি, কাঙাল হরিনাথও লেখেননি। লিখেছেন স্বয়ং কবিগুরু। আজ্ঞে হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাই বলছি।

গীতাঞ্জলিতে আছে। প্রেম পর্যায়ে। মিলিয়ে নেবেন।

সহ্যের একটা সীমা আছে! আমার নিজেরই বিস্তর ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। বন্ধু হরির কথা বলতে গিয়ে আমি এই ভৈরবী রাগের গানটি নিয়ে পড়লাম। এবার সব গানের তাল সুর লয় বাদ দিয়ে আসল কথায় আসবই আসব।

আমার সেই বন্ধু হরি যেন চিরহরিৎ। বরাবরই সে ছিল উজ্জ্বল। আমি এখন থাকি জালি বিষ্ণুপুরে। আর সে থাকে নিউ ইয়র্কে। ওদেশে হরির চাইতে যিশুর সমাদর বেশি। তাই সে নাম আর পদবি হরির পাদপদ্মে সমর্পণ করে হয়েছে হ্যারি। পাল বংশের দ্যুতিময় রত্নটি এখন পালের গোদা নয়। সে হয়ে গেছে পল। হ্যারি পলের সঙ্গে সে কারণেই যোগাযোগ করতে আমার কুণ্ঠা হয়। তাই সেই পথ আর মাড়াই না।

কিন্তু পয়লা জানুয়ারি এলেই ওর কথা আমার মনে পড়ে। 'শুভ ১লা জানুয়ারির শুভেচ্ছা' লিখে ও আমাকে নিজের হাতে বানানো কার্ড দিত। আমিও দিতাম অবশ্য। এখন এই ১লা এলে আমি ভীষণ একলা হয়ে পড়ি। বেচারি হ্যারিও হয়তো অমিত ঐশ্বর্যের মধ্যেও একলা।

পয়লা জানুয়ারি এলে আমরা এক বিভাময় উত্তরকালের স্বপ্ন দেখি। পয়লার এই স্বপ্নে কোনও ময়লা নেই। হ্যারি, হরি, টম, ডিক, বিশু, পুঁটি, মালতী, কামিনী, অ্যামেলিয়া, ক্যামেলিয়া, সব্বাই ভালো থাক। এই হরি এবং ওই হ্যারির দেশে সকলেই যেন নতুন ইংরেজি বছরটাকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়।

লড়াইয়েই বাঁচার আনন্দ ওঁদের

লিখলেন রণজিৎ দেব

সূর্যটা পুরোনো নিয়মে আকাশে উদয় হয়, তার আলো সৌন্দর্য ছড়িয়ে আবার সে নিজের নিয়মেই কোনও নদীর ঢালে, অরণ্যের আড়ালে ডুবে যায়। এই সমাজ, মানুষ, মন ও চিন্তা জগতের নিরাপদ ও বন্ধু হয়ে উঠবে কখন, পরম আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হবে কখন? একটা বছর পিছনে ফেলে এই ভাবনার অভিঘাত অহরহ

দেশে জনজাতির একটা অংশ এখনও সেই তিমিরে। নতুন বছরের আনন্দ তাঁদের ছুঁতে ব্যর্থ।

আমাদের মনে করিয়ে দেয়। তেমনি আবার আমরা ভুলেও যাই সবার অলক্ষে – এটাই নিয়ম।

বঙ্গদেশে জন্ম নিয়ে আমরা কাঁটাতারের বেড়াজালে আটকে আছি। মানুষের মধ্যে আমরা কেউ 'ছোট-বড়' নই, আমরা 'ভাই ভাই'। নানা সময়ের সুখ-দুঃখে কাতর হতেই পারি, তাই বলে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক কখনোই আমরা ভুলে যেতে পারি না। ধর্মের নামে অধিকার ও সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে দেখছি, নৈতিকতাবোধ আমরা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছি। ভাই ভাইকে অচেনা ও অনাত্মীয় করে যন্ত্রণা, ক্ষোভ, ব্যথা নিয়ে কাটাতে দেখছি। এই সময়টাকে একইসঙ্গে অস্থির ও অনিশ্চিত হতে দেখছি। মননে, জীবনযাপনে সুচিন্তিত ও সুরুচির প্রকাশ আমরা ভুলেই গিয়েছি। চারদিকের ভয়, ঘৃণা, আতঙ্ক প্রতি মুহূর্তে আমাদের গ্রাস করছে।

যদিও ঘৃণা করা মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু ভাবুন তো, রুচিতে, বৈশিষ্ট্যে আমরা বাঙালি জাতিকে দুটি ভাগে ভাগ করে একটি অংশে অপর অংশের অপছন্দের দায়ভার চাপিয়ে নিজেকে কলুষমুক্ত করতে চাইছি কেন? এর পেছনে রয়েছে অযোগ্যতা, অসন্তোষ, পরনিন্দা, হিংসা আর মূর্খতা – একথাটা কি আমরা ভেবে দেখেছি কখনও? কখনও কি ভেবে দেখেছি, অন্তরের ভালোবাসা, অন্তরের সহানুভূতি, অন্তরের আকর্ষণ – এটাই তো হওয়া উচিত আদর্শের ঐক্যানুভূতি। কেন আমরা জাতিধর্মের বিভেদকে বড় করে না দেখে নতুন এক আদর্শের সৃষ্টি প্রয়াসে নীরব থাকতে পারছি না? একসময় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'যা শাস্ত্র তাই বিশ্বাস্য নয়, যা বিশ্বাস্য তাই শাস্ত্র।' এই কথাটাকেও আমরা মহামূল্য হিসেবে মেনে নিতে ভুলে যাই।

যদি ধীরভাবে ভাবি, কিংবা যদি দেখতে পাই, স্বীকার করতেই হবে যে, এক জাতীয়ত্বের আদর্শ আজ আর দেশভক্ত সকল লোককে সমানভাবে টানছে না। বিভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্য মেনে নিয়েও আমরা দেশে এক অখণ্ড ঐক্য গড়ে তুলতে পারি, সেই ঐক্যের মূলে থাকবে কারও প্রতি জোর প্রয়োগ নয়, প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ ঘটবে, যেন তা হয়ে ওঠে ঐক্যের ভিত্তি।

যতই দিন যাচ্ছে, ততই মনে হচ্ছে, এই সমাজ তুষের আগুনে ধিকিধিকি জ্বলছে, জ্বলতে জ্বলতে হঠাৎ দাউদাউ করে জ্বলে ওঠার মতো। সীমাহীন দুর্নীতি, অত্যাচার, অন্যায়, ধর্ষণ, হুমকি, অবিশ্বাস, রাগ, ঘৃণার অবয়বে জ্বলছে। সত্য ও সুবিচারের দাবিতে মানুষ পথে নেমেছে। কোথায় গেল ভারতের স্বাধীন গণতন্ত্র, মুক্ত সমাজ, স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা, একমুঠো আহার, উভয় খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষ কী চায়? মানুষ চায় সামাজিক সম্মান, একমুঠো ভাত, নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকার। এর বেশি কিছু চায় না। কিন্তু হিংসা, ঘৃণা, বৈষম্যের স্রোতে সমাজটাই দুর্বল হয়ে পড়ছে। মৌলবাদ ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, অন্যায়কে অন্যায় বলার সাহস হয় না। দেশে জনজাতির একটা অংশ এখনও সেই তিমিরে। তাঁরা কাঠ কুড়িয়ে আগুন জ্বালান, বনের ধারে একটুকরো জমিতে শালপাতায় ঘর বাঁধেন, এঁদের নদীর জলে স্নান, ঝোরার জলে পান। বেঁচে থাকার টুকরো টুকরো লড়াইটাই শুধু বোঝেন। লড়াই করে বাঁচার আনন্দ এঁরা সবাই ভাগ করে নেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন 'এটাই জীবন'।

জন্মসূত্রে সৌভাগ্যবান বছরের প্রথম দিনটা

এই দিনটাই আমরা আনন্দ করি। বছরভর ভালোভাবে চলার শপথ নিই। এভাবেই যদি বছরের বাকি দিনগুলিতেও হত। স্বপ্ন দেখালেন সেবন্তী ঘোষ

পয়লা জানুয়ারি নিজের নিয়মে আসে আর অপেক্ষার দিনগুলি মুহূর্তে মুছে নিয়ে সম্ভাবনাময় নতুন বছরে প্রবেশ করে। যুক্তির খাতিরে বলা যায়, পয়লা জানুয়ারি যে কোনও মাসের এক তারিখের মতোই একটি দিন মাত্র। কিন্তু শুধু এই মাসের প্রথম দিন হওয়ার কারণেই সে জন্মসূত্রে সৌভাগ্যবান, বংশের প্রথম সন্তান। বছরের আগামীদিনগুলির হাতে সে একখানি ব্যাটন ধরিয়ে দিয়ে বলে, যাও, এবার নিজেরাই বুঝে নাও। এই পৃথিবীতে অনন্ত স্বর্গ বা নরক তুমিই নির্মাণ করতে পারবে; এই পৃথিবী মনুষ্য বাসযোগ্য হবে কি না, অরণ্য, নদীনালা ভূ-ভাগ যথাসম্ভব বিষহীন রাখতে পারবে কি না মানুষ, তুমিই বুঝে নাও। এমন সাধুবাক্যে বাদবাকি দিন কি আর মানুষ কান দেবে? মোটেই না। সে প্রথম দিন পাটপাট চুল আঁচড়ে, নতুন সোয়েটার পরে, ছেলেপুলের হাত ধরে বনভোজনে যাবে। সারাদিন রংচঙে মুড, হইচই, পিঠে পায়েস, কেক-পেস্ট্রি, মাটন, মুরগি- বিরিয়ানি আর ফিল গুড ভাব চলবে। দু'দিন কেটে যেতেই ইউক্রেন ছারখার হবে, গাজায় পরস্পরকে ধ্বংস করবে, অরণ্যের অধিকার আদিবাসীদের হাত থেকে খনি মাফিয়ার হাতে তুলে দেবে, যদুবংশ ধ্বংসের মতো নিজেদের মধ্যে গ্যাং ওয়ারে মরবে।

একেই বলে ভবি ভুলবার নয়। তবু এরই মধ্যে হাত ধরে বেঁধে বেঁধে থাকা কিছু মানুষ আত্মপর বিভাজন করবে না। নববর্ষের শুভেচ্ছা বছরভর ধরে রাখার চেষ্টা করবে, আর নজরুলের মতো, ভারভারা রাওয়ের মতো জনগণের কাছে শৃঙ্খলা মোচনের মন্ত্র ছড়িয়ে দেবে। পার্কে রঙিন প্রজাপতির মতো ফুল্লকুসুমিত শিশুমুখগুলি নবীন ভবিষ্যতে ঝলমল করবে। সরকারি স্কুলঘরগুলি ঝুলকালিমুক্ত, পরিচ্ছন্ন পরিবেশের জন্য সরকারি বরাদ্দ অর্থ পাবে। মিড-ডে মিলে অন্তত সুতো দিয়ে কাটা অর্ধেক ভাগ করা ডিম পাওয়া যাবে। পথেঘাটে মেয়েরা নির্বিঘ্নে ঘোরাফেরা করতে চাইলে মাঝরাতে বাড়ি ফিরতে পারবে। তবে এ বছরের নববর্ষের সবচেয়ে বড় প্রার্থনা, ক্ষুদ্র মানবক যেন তার মূর্খের স্পর্ধায়, পর্বতচূড়ার উচ্চতা পরিমাপ করতে না বসে। মনে রাখা দরকার, মগ্ন মৈনাকের প্রতি আঘাত যে বিপুল প্রত্যাঘাত তৈরি করবে, তার হাত থেকে সমগ্র মানব প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

নব আনন্দে জাগো

নতুন বলে কিছু হয় না। পুরোনোই নতুনের ছদ্মবেশ পরে বারবার আবির্ভূত হয়। সব ভালোর বার্তা দেয়। লিখলেন **সঞ্জীবন দত্তরায়**

পুরোনো কালকে নতুন কাল বলে, 'হেথা হতে যাও পুরাতন/হেথায় নতুন খেলা আরম্ভ হয়েছে' পুরাতন কিন্তু সহজে বিদায় নিতে চায় না, সে চলে যেতে যেতে বার বার ফিরে চায়। হাজারো স্মৃতি তাকে ভারাক্রান্ত করে। ঝরে পড়া পাতার মতো তার চারপাশে স্মৃতিচিহ্নগুলি ছড়িয়ে বাতাসে তার দীর্ঘশ্বাস। নতুন কালের 'প্রথম দিনের সূর্য' যখন আকাশে সোনার ছবি আঁকছে পুরোনো কাল এখন তাতে বিষাদের ক্লান্ত ছায়া বিছিয়ে দেয়। সে যেন কিছুতেই বিদায় নিতে চায় না।

পুরোনো তো একদিন নতুন ছিল। ছিল তার 'শ্যামল যৌবনভার'। দখিনা বাতাস তাকে আন্দোলিত করত। আজ সে বিদায় নিচ্ছে। সে আজ জরতী, তার শরীর থেকে যৌবনের আবরণ একে একে খসে পড়েছে। আজ তার চতুর্দিকে বিশুদ্ধ মরু, দাবদগ্ধ মৃত তৃণভূমি। তবু সে থেকে যেতে চায়। তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। সবাই নতুনকে বরণে ব্যস্ত-'আয়রে নূতন, আয় সঙ্গে করে নিয়ে আয়/তোর মুখ গান'। তাকে সম্বোধন করে বলে, 'ফোটা নব ফুলচয়/ওঠা নবল কিশলয়/নবীন বসন্ত আয় নিয়ে'। আর পুরোনো নিয়ে বলে, 'যে যায় সে চলে যাক/সব তার নিয়ে যাক/নাম তার যাক মুছে দিয়ে'।

আসলে নতুন বলে কিছু হয় না। পুরোনোই নতুনের ছদ্মবেশ পরে বার বার আবির্ভূত হয়। ছদ্মবেশ একটু সরে গেলে ভেতর থেকে পুরোনোই উঁকি দেয়। নতুন যতই পুরোনোকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করুক না কেন সেটা কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠে না। নতুনের আড়ালে পুরোনো থেকেই যায়। পুরোনোকে অস্বীকার করলে নতুনের অস্তিত্বই দুর্বল হয়ে যায়।

সময় বহতা নদীর মতো। সেখানে নতুন বলে কিছু নেই। বর্তমান অস্তিত্বহীন। কালস্রোতে সব ভেসে চলেছে। আজ যা নতুন, কাল তা পুরোনো হয়ে যায়। থামা বলে কিছু নেই। ফরাসি দার্শনিক বের্গমঁর ভাষায়-'We change without ceasing and the state itself is nothing but change'. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়- 'যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি/সে মুহূর্তে কিছু তব নাই।' বর্তমান বলে কিছু নেই। আছে শুধু অতীত ও ভবিষ্যৎ। অতীতকে তো আমরা চিনি, জানি। ভবিষ্যৎকে জানি না। জানি না ভবিষ্যতের গর্ভে কী লুকোনো আছে। তাই পুরোনো বছর যখন বিদায় নিচ্ছে আর নতুন বছর আসছে তখন সোনালি ভবিষ্যতের আশায় বর্ষবরণে মাতি।

পুরোনো-নতুনের সন্ধিক্ষণে পেছন ফিরে তাকাই। কী পেয়েছি আর কী পাইনি তার হিসেব মেলাতে বসি। কত কিছু করার ছিল, কিন্তু করে ওঠা হয়নি। অতৃপ্তির বেদনা মনকে ভারাক্রান্ত করে। নতুন বছরের দিকে তাই সাগ্রহে তাকিয়ে থাকি। হয়তো নতুন সব অপূর্ণতাকে পূর্ণ করবে। শুধু ব্যক্তিগত ইচ্ছেপূরণই নয়, সমাজের প্রতিটি মানুষ ভালো থাকুক- এই প্রার্থনাও করি। সব ক্লেদ, মালিন্য মুছে যাক। সর্বপ্রকার বিভেদের অবসান ঘটুক। যুদ্ধহীন হোক পৃথিবী। 'বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি'। নতুন বছরের শুরুতে তাই কবির কথা দিয়ে শেষ করি-'নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে/শুভ্র সুন্দর প্রীতি-উজ্জ্বল নির্মল জীবনে।'

বাংলাদেশের মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক ঘটনা মনকে ভারাক্রান্ত করে। আশা করছি মেঘ কেটে যাবে, নতুন ঊষার উদয় হবে। জয় হবে মানবতার, মনুষ্যত্বের।

আকাশকে মুঠি মুঠি খুশি উপহার

চারপাশে মন খারাপের সমাহার। নতুন মন ভালো কিছুর প্রত্যাশা করে। ভালো থেকো বলে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাতে চায়। লিখলেন **অমিতকুমার দে**

যে কোনও নতুনের গায়ে কী যেন একটা অপরূপ ঘ্রাণ লেগে থাকে! পহেলার ভাঁজ খুলে মনে হয় ঢুকে পড়ব একটা অলৌকিক বাগানে! ঠিক যেমনটা কোট-পরা, কথা-বলা সাদা খরগোশের পিছু নিতে নিতে অদ্ভুত গুহায় ঢুকে লুইস ক্যারলের 'অ্যাডভেঞ্চার্স ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'-এর ছোট্ট মেয়েটি, অ্যালিস, বিরাট হলঘরের দরজার নীচ দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছিল এক অসম্ভব সুন্দর বাগানকে। পৌঁছাতে ইচ্ছে করছিল সেখানে, কিন্তু চাবি খুঁজে পাচ্ছিল না ছোট্ট দরজার। আবার এত ছোট দরজা দিয়ে সেখানে যাওয়াও সম্ভব ছিল না তার, হতে হত অনেক ছোট! আসলে কোথাও পৌঁছাতে হলে কখনও হয়তো আমাদের ছোট হতে হয়, কখনও বড় হতে হয়! কিন্তু সেই হওয়াটাই আমাদের হয়ে ওঠে না।

'এখন ক্রমশ শীত আসে, পাহাড়ের থেকে/সব পাখি, রাজহাঁস উড়ে চলে আসে/পান্নার মতন রোদ কুচি কুচি ঠোঁটে করে নিয়ে/হীরের মতন স্বপ্ন; বরফের বুক/পাহাড়কে ঘিরে থাকে; প্রজাপতিরাও/মৌমাছি ফুল-পাতাদের ভিড়ে/জলসায় যোগ দেয়; জলঢাকা নদীটির ঢেউ/হঠাত মায়াবী হয়;/আকাশকে তুলে দেয় মুঠি মুঠি খুশি উপহার' (জলঢাকা নদী/বেণু দত্ত রায়)।

আমরা যারা ক্রমাগত পুরাতন হচ্ছি, তাদের অনেক অনেক সহজ আনন্দ ছিল, জটিলতাবিহীন কল্পনা ছিল। ক্রমশ তা বিলুপ্ত হচ্ছে। এখন বছর শেষ করে কার্নিভালের জৌলুস, রকমারি কেক কাটাকাটি, পার্টি, সুরা, সোশ্যাল মিডিয়া আর বিস্তর নাচাগানার মধ্য দিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে নতুন ঢুকে পড়ে মহাসমারোহে। পিকনিকে ডিজে বাজে চরাচর কাঁপিয়ে, রিসর্ট, হোমস্টে-তে কিছু গোপন আনন্দ উপহার দেয়! কিন্তু আমরা কেউ কেউ এখনও এমন নতুন বছরের শীতে হেঁটে বেড়াই গয়েরকাটার হাটে, সামচির সেই ভুটানি মেয়েটিকে খুঁজে বেড়াই, যে 'এনেছিল সোনালি আপেল/রূপবতী টমাটোর সাথে ছিল টলটলে মারুয়ার মদ/আহ্লাদী হাওয়ায় তার খুলে গেছে উলুঝুলু বুকের আঁচল/ ঢিলেঢালা গায়ের কামিজ/দেহাতি রৌদ্রের আঁচে ভিজে ওঠে পাথুরে শরীর' (সামচির ভুটানি মেয়ে/তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়)। 'জীবনের বিচিত্র উৎসবে' সে হাজির ভুটানি কমলা নিয়ে। এখন সেই সাম্তালাও আসল-নকলের ঘোরপ্যাঁচে আমাদের ঘুরপাক খাওয়ায়!

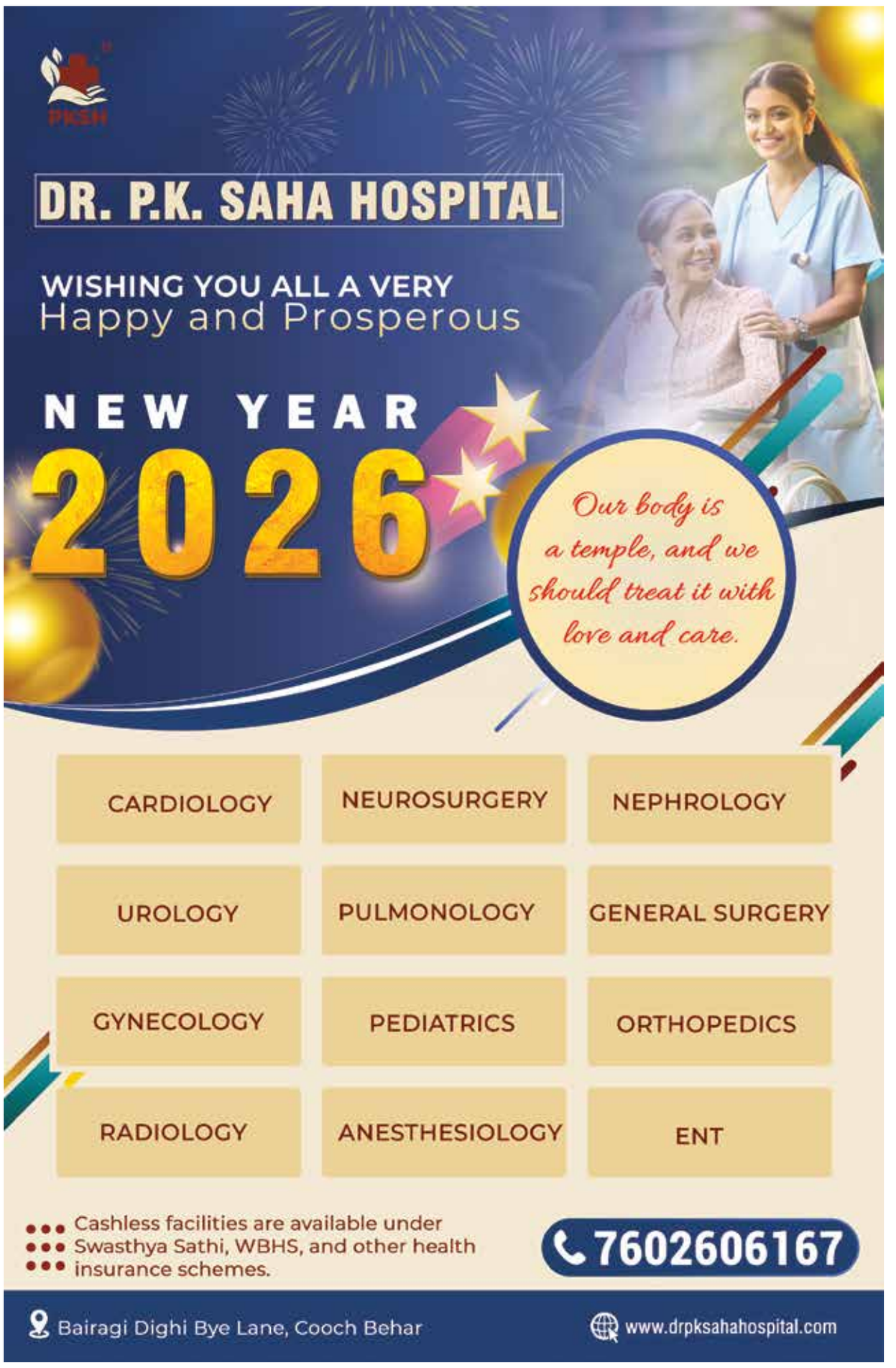

মানুষেরাও কি আসল আছে? নইলে এখনও মানুষ 'মানুষ পোড়ানোর উৎসবে' শামিল? এখনও বাতাসে বারুদের পোড়া গন্ধ? আমাদের ঘরগেরস্থালির মধ্যে কী দ্রুত ঢুকে পড়ছে অবিশ্বাস, কাছাকাছি থাকা মানুষগুলোর মাঝখানে সীমান্তবর্তী দেওয়াল, সেটাও কাঁটাতারের! টেবিলের তলে টাকার চালাচালি বন্ধ হওয়া তো দূর অস্ত, বরঞ্চ দুর্নীতি ক্রমাগত বৃহৎ আকারে স্বীকৃতি পেয়ে যাচ্ছে। এখনও জাতপাত নিয়ে হইহল্লা, রাজনৈতিক আর্তনাদ! অনৈতিক উপার্জনের আস্ফালন সততাকে ঢেকে দিচ্ছে কালো চাদরে। সবাই অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে এই ডামাডোলে। দিনশেষে নামীদামি মিডিয়ায় চিলচিৎকারের অযথা আয়োজন শুধু!

তবুও নতুন ক্যালেন্ডার এলে আমরা পরিত্রাণের কথা ভাবি। অনুজ কেউ কখনও আকস্মিক প্রণাম করে ফেললে, ভালোবাসা জানালে বছরের প্রথম দিন এখনও মন থেকে বলতে ইচ্ছে করে- 'ভালো মানুষ হও, সত্যিকারের মানুষ হও। মানুষের দিকে হাত বাড়াও।'

পথে পথে ফুল ফুটুক পাথরে

নানা অভিজ্ঞতায় আমরা বিদ্ধ হই, আবার একইসঙ্গে হই ঋদ্ধও। নতুন বছর নতুনভাবে পথ চলার দিশা দেখায়। লিখলেন মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

নতুন বকুল ফুল, নতুন জীবনের মহার্ঘ দু'হাতে তুলে নিয়ে জয়পতাকা হাতে চলতেই হয় আমাদের। চলতে চলতেই লেখা হয় বদলের ইতিহাস। সংগীতে, সাহিত্যে, শিল্পকলা, অঙ্কন, খেলাধুলো, নাট্যাভিনয় কোথায় না পরিবর্তন এসেছে! আমরা ফেলিনি কিছুই। অতীতে মুখ ফেরানো মানুষও চাঁদ সদাগরের মতো নতুন যুগের নব প্রোডাক্টিভিটি, নতুন সবকিছু দু'হাতের করতলে চেপে ধরে জয়োল্লাসে সঙ্গ দিয়েছে। আমরা গত কয়েক দশকের ক্রমশ বেড়ে যাওয়া হিংস্রতা, সংক্রামক ব্যাধি, অদ্ভুত নতুন সুর সংযোজন গীতভাষ্য বছর বছর অন্তরে ধারণ করে অভ্যস্ত হয়েছি। ফেসবুকীয় সাহিত্য যেমন, তেমনি মুদ্রিত অক্ষরের প্রকাশিত ছায়াসঙ্গী গদ্য, কবিতার ভিতরে ঢুকেছি, যেখানে হালকা বাতাস লেগেছে শরীরে, সরিয়ে রেখেছি আলতো আঙুলে। ফেলে দিইনি কিছুই। সাহিত্যের 'ইজম' বাদ পড়াশোনা করে জেনেছি অতীত পৃষ্ঠা থেকে, বর্তমানকে সাগ্রহে জানতে চেয়েছি, ভবিষ্যৎ গড়ে উঠছে তারই উপর ইমারত বানিয়ে।

আর অপেক্ষার পর্ব কাটিয়ে, ২০২৫-এর সাদা কালো এপিসোডগুলি সরিয়ে রাখি। সুর, কথা, কাজ নিয়ে মিলেমিশে নতুন ভাইবোন সন্তানতুল্যরা যান্ত্রিক আঙুলের দাগে অথবা এআই-এর সাহায্যে কিংবা নিজেরাই একডালা অক্ষর, ভাষা, গান নিয়ে ঢুকে যাবে হৃদয়ে। জেন জেড-রা ইতিমধ্যেই ভালো যা কিছু বুঝিয়ে শুনিয়ে দিয়েছে। আমরা নতুন করে বিশ্বাসী হয়ে উঠছি দ্রুত। একইসঙ্গে পুরোনো ভাবনা, ঐতিহ্য, ইতিহাসকে মিলিয়ে নতুন জাগরণ ঘটছে। এভাবেই একটা দিনের সঙ্গে অন্যদিনের পার্থক্য দেখি। ঘটে যায় চমৎকারিত্ব। পুরস্কার পুরস্কার খেলা বেশ কিছু বছর ধরে চলছে। প্রকৃত গুণী চিনে নিতে আঙুল ওঠে না। স্বার্থ জড়িয়ে থাকে। যেসব লেখক, শিল্পী, মহৎজন চোখের আড়ালে চলে যান তাঁদের ঝেড়ে ফেলে দিতে পারলে বাঁচি। কতগুলি অর্থহীন লাইনকে কবিতা বা গদ্যের বেড়াজালে বাঁধিয়ে নিয়ে উচ্চস্বরে বলতে থাকি, 'আহা! কী পড়িলাম! ইহাই যেন নতুনদেরও মন্ত্র হয়।' ব্যাস, দাও দু'-একখানা দারুণ পালক পরিয়ে। মাথায় তুলে রাখো। আর নতুনেরা নিজস্বতা ভুলে তাকে পুজো করো... আসছে তোমাদেরও দিন।

২০২৫ পর্যন্ত মাত্রাছাড়া ভালোবাসা (?) দেখছি পাশ্চাত্যের প্রতি। বাংলা ভাষা কিংবা তার রত্ন ঐশ্বর্যকে ইচ্ছে করে ভুলছি নতুন খনির সন্ধানে। তাঁদের আবিষ্কার তোলা থাক। বাংলার ইতিহাস, বাঙালির নিজস্ব সৃষ্টি চলন জেনে নিতে বলি। পথের সন্ধান দিতে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ...সংস্কৃত থেকে বাংলায় ঈশ্বরচন্দ্রের অনুবাদ, যুগসন্ধির কবি, আখ্যানকার ভারতচন্দ্রকে চিনি। বিহারীলাল, মধুসূদন পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর আধুনিকতায় স্পষ্ট স্নান করি। পরবর্তী নতুন যুগগুলি চিনি। তারপর অক্ষর চাষে মন দিই।

২০২৬ হোক না নতুন দিগন্তের সুর ছন্দে ভরপুর, আর মানুষ চেনার রাস্তা। আসলে নিজস্ব সাহিত্য, শিল্পের ইতিহাস সমৃদ্ধ করে অহরহ। লক্ষ করি আমাদের প্রত্যন্ত গাঁ-গঞ্জের হেমন্তের ফসল তোলার গান, মা-ঠাকুমার বিস্মৃত লোককথা, ব্রতগান। সাগ্রহে প্রদীপের আলোটুকু বুকে আগলে রেখে নতুন পথের অগ্রপথিক হয়ে ওঠার সাধনায় ব্রতী হওয়া যায় অনায়াসেই। প্রকৃতি হোক আমাদের পরীক্ষাগার। বিশুদ্ধ হাওয়ার পালে, দাঁড় ছোটদের হাতে তুলে দিই। উচ্চারণ করি শুদ্ধ স্বর স্বরলিপিতে রবীন্দ্রনাথকে। নজরুলকে চিনি নতুন করে, শুধু বিদ্রোহে নয়, প্রেমে। রক্তমাংসের মানুষের মতোই। পুরাণকথা চিনি ছন্দে, অলংকার আর সুরে।

২০২৬-এর পাখির কলকণ্ঠে ভোর হোক এমনই উজ্জ্বল যেখানে মানুষের মুখ হিংসার ঊর্ধ্বে আত্মাকে ছুঁয়ে যায়। নতুন সূর্য, আলো আর চিত্র মায়ায় অগ্রপথিক হয়ে উঠুক। ভালোবাসি তাই নতুন আলো তোমাকে।

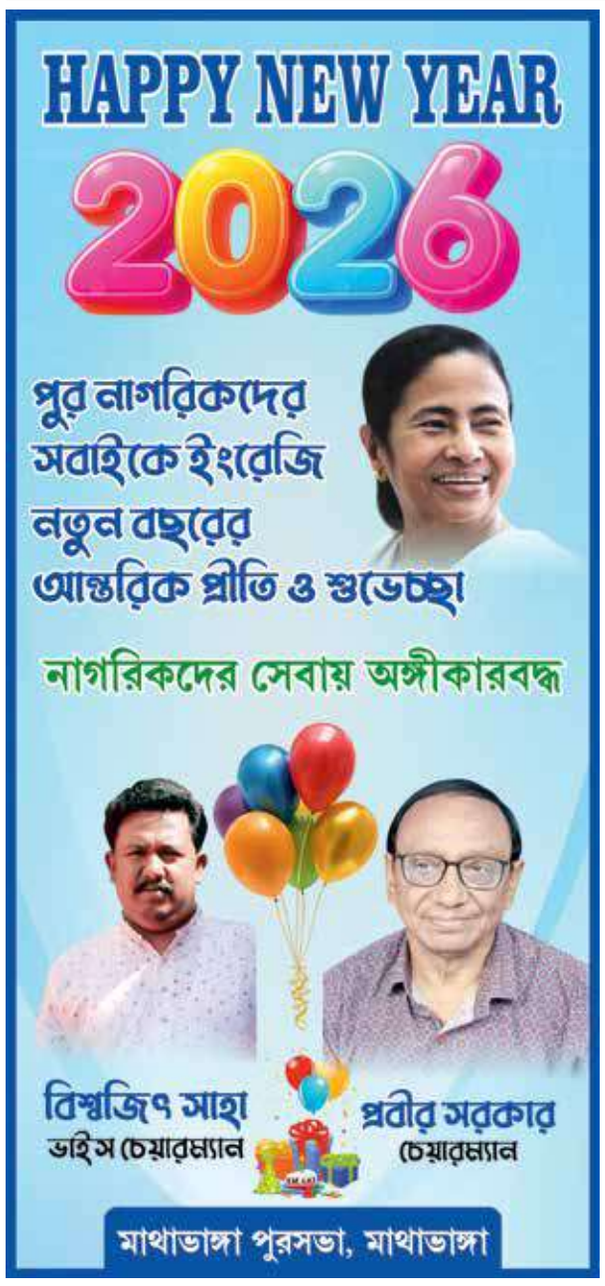

৯.৩ ওভারেই জয় বাংলার !

সামি-মুকেশদের দাপটে উড়ে গেল কাশ্মীর

জম্মু ও কাশ্মীর-৬৩ (২০.৪ ওভারে)
বাংলা-৬৪/১ (৯.৩ ওভারে)

রাজকোট, ৩১ ডিসেম্বর : বিধ্বংসী মেজাজ অব্যাহত মহম্মদ সামি, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপদের। বাংলার পেস ত্রয়ীর দাপটে এদিন উড়ে গেল জম্মু ও কাশ্মীর। টসে জিতে প্রতিপক্ষকে ব্যাটিং করতে পাঠিয়েছিলেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। রাজকোটের সানোসারা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের বাইশ গজে এরপর সামিদের একচ্ছত্র দাপট। যার সামনে মাত্র ৬৩ রানে গুটিয়ে গেল ভূস্বর্গের দল।

সামি দুইটি উইকেট নিয়ে শুরুতে রিংটোন সেট করে দেন। এরপর আকাশ (৩২/৪) ও মুকেশরা (১৬/৪) প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করেন। ত্রয়ীর ধারালো যে পেস-সুইংয়ের কোনও উত্তর ছিল না পরস ডোগরার নেতৃত্বাধীন দলের কাছে। মাত্র দুইজন দুই অঙ্কের স্কোরে পৌঁছোন। সর্বোচ্চ ১৯ করেন পরস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ওপেনার শুভমান খাজোরিয়ার ১২।

শেষপর্যন্ত ২০.৪ ওভারে মাত্র ৬৩ রানেই গুটিয়ে যায় জম্মু ও কাশ্মীরের ইনিংস। জবাবে ১০ ওভারের (৯.৩) মধ্যেই ম্যাচে ইতি টেনে মূল্যবান ৪ পয়েন্টের

ফের ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হলেন মুকেশ কুমার।

সঙ্গে নিজেদের রান রেট একলাফে অনেকটা বাড়িয়ে নিল লক্ষ্মীরতন শুক্লার প্রশিক্ষণাধীন বাংলা। ভূস্বর্গের উদীয়মান পেসার আকিব নবি দারের বলে অভিমন্যু (৪) আউট হওয়ার পর অবিচ্ছিন্ন দ্বিতীয় উইকেটে বাকি কাজ সেরে নেন অভিষেক পোড়েল (৩০) ও সুদীপকুমার ঘরামি (২৫)।

২৪৩ বল হাতে রেখে ৯ উইকেটে বিশাল জয়। ১০০ ওভারের ম্যাচ শেষ ৩০.১ ওভারেই! যার সুবাদে চতুর্থ ম্যাচে তৃতীয় জয়ের সুবাদে ১২ পয়েন্টের সঙ্গে রান রেটও

৪ উইকেট নিয়ে জম্মু-কাশ্মীরকে ভাঙলেন আকাশ দীপ ও মুকেশ কুমার।

অনেকটা বাড়িয়ে নিল বাংলা। জম্মু ও কাশ্মীর বধের হাত ধরে গ্রুপ টেবিলে তিন নম্বরে উঠে এলেন অভিমন্যুরা।

ম্যাচের দ্বিতীয় বলেই ওপেনার কামরান ইকবালকে (০) আউট করে সুর বাঁধেন সামি। পরের ওভারে আকাশের শিকার মুরুগান অশ্বীন (০)। ইয়ের হাসানকে (১) আউট করে প্রতিপক্ষকে ৬/৩ করে দেন সামি। যেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর বদলে আরও তলিয়ে যায় জম্মু ও কাশ্মীর। গত ম্যাচে ৫ উইকেট নিয়ে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে বাংলাকে জয় এনে দিয়েছিলেন মুকেশ। এদিন সেখান থেকে শুরু করেন। সংগতে আকাশও।

আগাগোড়া খোঁড়াতে থাকা জম্মু ও কাশ্মীরের ইনিংস শেষপর্যন্ত ধসে যায় ৬৩-তেই। অথচ, চলতি বিজয় হাজারেতে ভূস্বর্গের দল খারাপ খেলছে না। প্রথম তিন ম্যাচে জোড়া জয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিল। এদিনের ভরাডুবিতে যে দৌড় থেকে অনেকটা পিছিয়ে পড়ল জম্মু ও কাশ্মীর। বাংলা সেখানে ঢুকে পড়ল গ্রুপ লিগের সেরা তিনে।

এদিকে, বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে সামির ধারাবাহিক সাফল্যে নতুন সমীকরণ ঘুরপাক খাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরমহলে। সূত্রের খবর, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার পাশাপাশি ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের ভাবনাতেও নাকি ঢুকে পড়তে পারেন বাংলার তারকা পেসার! বোর্ডের এক আধিকারিক জানান, বোর্ডের ভাবনায় রয়েছেন। ওঁর মতো বোলারকে বাতিলের তালিকায় ফেলা সহজ নয়। শুধুমাত্র ফিটনেস ইস্যুটাই চিন্তার জায়গা। যদি নিউজিল্যান্ড সিরিজের দলে থাকেন, অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

কোমায় মার্টিন

ব্রিসবেন, ৩১ ডিসেম্বর : ক্রিকেটমহলের জন্য খারাপ খবর। কোমায় অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন তারকা ড্যামিয়েন মার্টিন। রিকি পন্টিংদের সতীর্থ দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। খবর, মেনিনজাইটিসের কারণে ভর্তি আছেন ব্রিসবেনের হাসপাতালে। শারীরিক অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক। প্রাক্তন সতীর্থ ড্যারেন লেম্যান সমাজমাধ্যমে মার্টিনের জন্য প্রার্থনা করেছেন। কঠিন সময়ে পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৬৭টি টেস্ট খেলা ড্যামিয়েন মার্টিনের অসুস্থতার খবরে স্বভাবত বছর শেষে চিন্তায় অজি ক্রিকেটমহল। অ্যাডাম গিলক্রিস্ট তার মধ্যেই আশার কথা শুনিয়ে বলেছেন, 'ড্যামিয়েনের জন্য সেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সবার শুভকামনাও রয়েছে ওর সঙ্গে।'

টাঙ্গের প্রশংসায় ব্রড ■ মাদক অভিযোগে স্বস্তি ইংল্যান্ডের

অজি ব্যাটিং কোচকে তোপ হেডেনের

মেলবোর্ন, ৩১ ডিসেম্বর : ১৪ বছর, ৫৪৬৮ দিন। লম্বা প্রতীক্ষা শেষে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জয়ের স্বাদ পেয়েছে ইংল্যান্ড। মেলবোর্নের প্রতিকূল পিচের চ্যালেঞ্জ সামলাতে ব্যর্থ অজিরা। দুই ইনিংসে ১৫২ ও ১৩২ রানে গুটিয়ে যায় তারা। এদিন যা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং কোচ মাইকেল ডি ভেনুটোকে একহাত নিলেন ম্যাথু হেডেন।

এক ক্রিকেট পডকাস্টে কিংবদন্তি হেডেন বলেছেন, 'মেলবোর্ন টেস্টের দুই ইনিংসে অজি ব্যাটিং মানতে কষ্ট হচ্ছে। ১০ বা ৫০ মিলিমিটার ঘাস হোক, এই সব যুক্তিকে গুরুত্ব দিতে রাজি নই আমি। আরও ভালো পারফরমেন্স আশা করেছিলাম। ট্রাভিস হেড, জেক ওয়েদারাল্ড, মার্নাস লাবুশেন, উসমান খোয়াজা, অ্যালেক্স ক্যারি, ক্যামেরন গ্রিন— প্রত্যেকের টেকনিকেই গলদ। বরং আমাদের বোলাররা ভালো ব্যাটিং টেকনিক দেখিয়েছে।'

কোচকে এরপর কাঠগড়ায় তুলে হেডেন বলেছেন, 'ওর সঙ্গে ব্যক্তিগত কোনও ইস্যু নেই আমার। তবে আমি একেবারেই ওর সমর্থক নই। টেস্টে দলের ব্যাটিংয়ে কোনও উন্নতি চোখে পড়েনি। সবুজ উইকেট হোক বা উপমহাদেশ, ছবিটা এক। হয়তো আমরা সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর দিচ্ছি, কিন্তু টেস্টে সাফল্য পেতে যে ব্যাটিং স্কিল জরুরি, তার অভাব পরিষ্কার।'

অপরদিকে টানা চতুর্থ অ্যাসেজ সিরিজ হারের হতাশার মধ্যে জোশ টাঙ্গকে নিয়ে উচ্চাশা পোষণ করলেন স্টুয়ার্ট ব্রড। মেলবোর্নে ইংল্যান্ডের জয়ের নায়ক টাঙ্গকে নিয়ে ব্রডের মন্তব্য, 'ওকে বেশি করে খেলানো উচিত। মেলবোর্ন টেস্টে জয়ের নায়ক। শুরুর দিকে ওকে না খেলিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হাতছাড়া করেছি আমরা। ফুল লেংথ ডেলিভারিতে অজি ব্যাটারদের পরীক্ষায় ফেলেছে। পারথ ও গাব্বায় খেলালে লাভবান হত ইংল্যান্ড।'

গাস অ্যাটকিনসন, ব্রাইডন কার্সকে নিয়েও আশাবাদী ব্রড। অ্যাটকিনসনকে পরামর্শ দিলেন ফিটনেস, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আরও কাজ করতে। অপরদিকে কার্সকে নতুন বল নয়, পুরোনো বলে বেশি কার্যকর মনে করেন ব্রড। বলেছেন, 'অ্যাটকিনসনের হাতে দারুণ সব অস্ত্র রয়েছে। উবল সিম, সুইং আছে। দীর্ঘকায় চেহারা। ধারাবাহিকতা রয়েছে। তবে টেস্টের চ্যালেঞ্জ নিতে যে ফিটনেস, শরীরী ভাষা থাকা উচিত, তার অভাব রয়েছে। আর কার্স নিজের সবটুকু উজাড় করে দিতে প্রস্তুত সবসময়। বল হাতে সেটা করেও থাকে। তবে কোনওভাবে ও নতুন বলের বোলার নয়।' এদিকে, মাদক-বিতর্কে বেন স্টোকসদের ক্লিনচিট দিয়ে ইসিবি জানিয়েছে, যে অভিযোগ উঠেছে, তা ভীত্তিহীন। ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে তাই শৃঙ্খলাজনিত কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

সরফরাজের দুরন্ত সেঞ্চুরিতে জয় মুম্বইয়ের

জয়পুর, ৩১ ডিসেম্বর : বিজয় হাজারে ট্রফিতে বিধ্বংসী মেজাজে সরফরাজ খান।

বুধবার গোয়ার বিরুদ্ধে মুম্বই ৮ উইকেটে ৪৪৪ রান সংগ্রহ করে। যেখানে সরফরাজ একাই ৭৫ বলে ১৫৭ রানের দানবীয় ইনিংস খেলেন। মুম্বইয়ের এই ব্যাটারের ইনিংসটি ৯টি চার ও ১৪টি ছক্কায় সাজানো। জবাবে গোয়া ৯ উইকেটে ৩৫৭ রানের বেশি করতে পারেনি। গোয়ার হয়ে সেঞ্চুরি করেন অভিনব তেজরানা (১০০)। বড় ইনিংস খেলতে ব্যর্থ শচীন-পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকার (২৪)।

এদিন অপর ম্যাচে মহারাষ্ট্র ১২৯ রানে হারিয়েছে উত্তরাখণ্ডকে। অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের (১২৪) শতরানের সুবাদে প্রথমে ৭ উইকেটে ৩৩১ রান সংগ্রহ করে

গোয়ার বিরুদ্ধে শতরানের পর সরফরাজ খান। মাঠেই দিলেন বুক ডনও।

মহারাষ্ট্র। জবাবে ৪৩.৪ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ২০২ রানের বেশি করতে পারেনি উত্তরাখণ্ড।

পাশাপাশি অন্য ম্যাচে মায়াঙ্ক আগরওয়াল (১৩২) ও দেবদত্ত পাডিক্কালের (১১৩) জোড়া সেঞ্চুরিতে ভর দিয়ে পুদুচেরির বিরুদ্ধে ৪ উইকেটে ৩৬৪ রান সংগ্রহ করে কর্ণাটক। জবাবে ৫০ ওভারে ২৯৬ রানে শেষ পুদুচেরির ইনিংস।

হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে উত্তেজক ম্যাচে ৩৭ রানে জয় পেয়েছে বরোদা। তিন ব্যাটার নিত্য পান্ডে (১২২), অমিত পাসি (১২৭) ও ক্রুণাল পান্ডিয়ার (১০৯) সেঞ্চুরিতে বরোদা প্রথমে ৪ উইকেটে ৪১৭ রানের বিশাল ইনিংস খাড়া করে। জবাবে অভিরথ রেড্ডি (১৩০) ও প্রজ্ঞায় রেড্ডি (১১৩) জোড়া সেঞ্চুরিতে ভর দিয়ে শেষ পর্যন্ত ৪৯.৫ ওভারে ৩৮০ রানের বেশি সংগ্রহ করতে পারেননি হায়দরাবাদ।

এদিকে, ঝাড়খণ্ড ৯ উইকেটে হারিয়েছে তামিলনাড়ুকে। প্রথমে ব্যাট করে দক্ষিণী দলটি ২৪৩ রান সংগ্রহ করে। জবাবে দুই ওপেনার উৎকর্ষ সিং (অপরাজিত ১২৩) ও শিখর মোহনের (৯০) দাপটে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে ঝাড়খণ্ড।

৩ জানুয়ারি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের দল

৩ তারিখ হয়তো নিউজিল্যান্ড সিরিজের দল নির্বাচন

নির্বাচন রয়েছে। তার আগে সরফরাজ, রুতুরাজ ও দেবদত্তর পারফরমেন্স চাপে ফেলে দিল নির্বাচকদের। একইসঙ্গে সুখবর শুভমান গিল ৩ ও ৬ জানুয়ারিতে বিজয় হাজারে ট্রফিতে পাঞ্জাবের হয়ে জোড়া ম্যাচ খেলবেন। ওইদিন তাদের খেলা পড়েছে যথাক্রমে সিকিম ও গোয়ার সঙ্গে।

KHOSLA ELECTRONICS

YES YEAR END SALE

₹851 EMI STARTS* | 1 EMI OFF | 0 DOWNPAYMNENT* | Upto ₹45,000 CASH BACK | Upto ₹45,000 EXCHANGE OFFER | FREE GIFT

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED

HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda

Easy Finance by

"LATEST TECHNOLOGY QLED TV NOW @ LOWEST PRICE ONLY @ KHOSLA ELECTRONICS"

Upto 80% DISCOUNT

100 QLED ₹2,64,990 | UPTO 56% OFF

55 4K HD ₹29,990 | 75 QLED ₹59,990

LG SAMSUNG SONY XCA Haier LLOYD Hisense

UPTO 47% OFF

1.5 Ton 3* Inv EMI ₹1,999

1.5 Ton 5* Inv EMI ₹2,416

dyson AIR PURIFIER 400 sqft. coverage EUREKA FORBES Friends For Life

EMI ₹999

iPhone 17 @ ₹32,900* only

PRICE ₹82,900 EXCHANGE ₹45,000 CASHBACK ₹5,000

UPTO 41% OFF

600 Ltr. SBS EMI ₹2,525

330 Ltr. DD EMI ₹2,916

184 Ltr. SD EMI ₹1,208

UPTO 44% OFF

9 Kg. Front Load EMI ₹1,994

9 Kg. Top Load EMI ₹1,494

10 Ltr. Pay Only ₹851* FREE Installation with Kit

UPTO 58% OFF

Free Cutlery Set worth ₹899

UPTO 57% OFF

1400 Suc Auto Clean 60 cm Chimney Motion Sensor

FREE 2BB Glass Cooktop worth ₹5,190

EMI ₹1,250

PARTY BOX LG SAMSUNG SONY boAt UPTO 67% OFF EMI ₹990

UPTO 32% OFF 25 Ltr. ₹6,990

UPTO 57% OFF HOT & COLD WATER EMI ₹2,042

UP TO ₹5,000 INSTANT DISCOUNT* SBI card

*Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹5,000 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 23 Dec 2025 - 11 Jan 2026. T&C Apply.

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | 88 SHOWROOMS

BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com

*T & C Apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Any Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Offers are not applicable with Samsung & Sony products.

Locate Your Nearest Khosla Store

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

কুন্টুস (অভিরূপ মজুমদার) : ২৪তম জন্মদিনে(৩১/১২/২০২৫) শুভাশীর্বাদ ও নতুন বছর ২০২৬-এর শুভেচ্ছা সঙ্গে সুস্বাস্থ্য ও শুভ কামনায় মা ও বাবা। - শিবানী ও অসীম মজুমদার।

টি২০ বিশ্বকাপ

দল ঘোষণা আফগানিস্তানের

কাবুল, ৩১ ডিসেম্বর : টি২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করল আফগানিস্তান। গতবারের সেমিফাইনালিস্ট রশিদ খানরা উপমহাদেশে অনুষ্ঠেয় মেগা ইভেন্টে এবারও বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছেন। যে প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে ১৫ জনের শক্তিশালী দল বেছে নিল আফগানিস্তান। রশিদের নেতৃত্বাধীন দলে প্রত্যাশামাফিক বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে স্পিন ব্রিগেড।

অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার গুলবাদিন নাইব ও পেসার নবীন-উল-হকের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গত সিরিজে না থাকা ফজলহক ফারুকিকেও ফেরানো হয়েছে পেস বোলিংয়ের শক্তি বাড়াতে। আল্লা মহম্মদ গজনফারের বদলে ডাক পেয়েছেন মুজিব উর রহমান। বিশ্বকাপের দলই ১৯ জানুয়ারি শুরু ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেও খেলবে।

আফগান ব্রিগেড : রশিদ খান, নুর আহমদ, আবদুল্লাহ আহমদজাই, সেদিকুল্লাহ অটল, ফজলহক ফারুকি, রহমানুল্লাহ গুরবাজ, নবীন-উল-হক, মহম্মদ ইশাক, শাহিদুল্লাহ কামাল, মহম্মদ নবি, গুলবাদিন নাইব, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, মুজিব উর রহমান, দারউইশ রসুলি ও ইব্রাহিম জাদরান।

সন্তোষের গ্রুপ বিন্যাস

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার আসন্ন সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বের গ্রুপ বিন্যাস হয়ে গেল। সন্তোষ ট্রফির আয়োজক অসম, তামিলনাড়ু, উত্তরাখণ্ড, নাগাল্যান্ড, রাজস্থানের সঙ্গে গতবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলাকে গ্রুপ 'এ'-তে রাখা হয়েছে। ২১ জানুয়ারি থেকে সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বের খেলা শুরু হয়ে যাবে।

বছরের শেষ ম্যাচেও গোল রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ৩১ ডিসেম্বর : বছরের প্রথম ম্যাচে গোল পেয়েছিলেন। বছরের শেষ ম্যাচেও গোল পেলেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

মঙ্গলবার বছরের শেষ ম্যাচে আল ইত্তিফাকের বিরুদ্ধে রোনাল্ডো গোল পেলেও আল নাসেরের বিজয়রথ কিন্তু থেমে গিয়েছে। ম্যাচটি ২-২ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। সৌদি লিগে টানা দশ ম্যাচ জেতা নাসের এই প্রথম পয়েন্ট নষ্ট করেছে। যদিও ১১ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান তারা ধরে রেখেছে।

এদিন আল ইত্তিফাকের হয়ে জোড়া গোল করেন জিওর্জিনিও উইনালডাম। আল নাসেরের হয়ে একটি গোল করেন রোনাল্ডো এবং অপর গোলটি আসে তারই স্বদেশীয় জোয়াও ফেলিক্সের কাছ থেকে। এই ম্যাচের পর ২০২৫ সালে মোট ৪৬ ম্যাচ খেলে ৪১ গোল করেছেন সিআর সেভেন। সব মিলিয়ে তাঁর কেরিয়ারে মোট গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৫৭।

কয়েকদিন আগেই ক্রিশ্চিয়ানো জানিয়েছিলেন, তাঁর লক্ষ্য ১০০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করা। সেই লক্ষ্যে নতুন বছর শুরু করতে চলেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

আল নাসেরের দুই গোলস্কোরার জোয়াও ফেলিক্স ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

র‍্যাংকিং যুদ্ধে বুমরাহ-স্টার্ক

দুবাই, ৩১ ডিসেম্বর : আইসিসি টেস্ট বোলিং র‍্যাংকিংয়ে জসপ্রীত বুমরাহ বনাম মিচেল স্টার্কের দ্বৈরথ। দীর্ঘদিন ধরেই শীর্ষস্থান দখলে রেখেছেন ভারতীয় স্পিডস্টার। এদিন প্রকাশিত তালিকাতেও এক নম্বরেই বুমরাহ। তবে চলতি অ্যাসেজে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের সুবাদে বুমরাহর (৮৭৯) ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছেন অজি তারকা স্টার্ক (৮৪৩)। দুইজনের মধ্যে পয়েন্টের ব্যবধান ৩৬ পয়েন্ট।

সিডনিতে আসন্ন নিউ ইয়ার টেস্টে স্টার্কের সামনে সুযোগ থাকবে যে ব্যবধান আরও কমানোর। সেরা দশে অজিদেরই আধিপত্য। স্টার্ক ছাড়াও প্যাট কামিন্স (৪), স্কট বোল্যান্ড (৭), জোশ হ্যাজেলউড (৯), নাথান লায়োন (১০) জায়গা করে নিয়েছেন। অপরদিকে, বুমরাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ভারতীয় বোলার নেই প্রথম দশে। মহম্মদ সিরাজ ও রবীন্দ্র জাদেজা যথাক্রমে আছেন দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্থানে।

ব্যাটিং বিভাগে প্রথম দুইয়ে দুই ইংল্যান্ড ব্যাটার জো রুট (৮৬৭ পয়েন্ট) ও হ্যারি ব্রুক (৮৪৬ পয়েন্ট)। ভারতীয়দের মধ্যে সেরা দশে জায়গা করে নিয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল (অষ্টম) এবং শুভমান গিল (দশম)।

ক্লাবগুলির অবস্থান স্পষ্ট করতে সময় একদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : আইএসএল হলেও ওড়িশা এফসি খেলবে কি না তা অনিশ্চিত। আরও দুই-একটি দলের অংশগ্রহণ নিয়েও সংশয় রয়েছে। তাদের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার জেরেই এমন ভাবনা। সেখানে কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে সীমিত সামর্থ্য নিয়েই দেশের সর্বোচ্চ লিগে খেলার পরিকল্পনা করছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এটাই পার্থক্য ক্লাব এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের মধ্যে।

বুধবার আইএসএলের ক্লাবগুলোকে চিঠি পাঠিয়ে একদিনের মধ্যে লিগে তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে বলেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। তিন সদস্যের কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী ক্লাবগুলির হয়ে এএফসি-র সঙ্গে যোগাযোগ করে এআইএফএফ। সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরে জানতে চাওয়া হয়, ন্যূনতম কতগুলি ম্যাচ খেললে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় স্লট পাওয়া সম্ভব হবে। জবাবে লিগ সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি জানতে চেয়েছে এএফসি। এদিকে, ২ জানুয়ারির মধ্যে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রককেও ফেডারেশনের প্রস্তাব জানানো বাধ্যতামূলক। ৫ জানুয়ারি আবার আদালতে আইএসএল সংক্রান্ত মামলার শুনানি। সব মিলিয়ে ফেডারেশনের হাতেও সময় কম। যে কারণে ক্লাবগুলোকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য ১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। লিগ আয়োজনকে কেন্দ্র করে এতদিন ফেডারেশনের ওপর চাপ তৈরি করছিল ক্লাবগুলো। মাত্র একদিন সময় দিয়ে এবার তাদের পালটা চাপে ফেলে দিল এআইএফএফ।

ভারতীয়দের নিয়েই পরিকল্পনা মহমেডানের

সূত্রের খবর, লিগ খেলার বিষয়ে সম্মতি দিয়ে দিচ্ছে মহমেডান। ট্রান্সফার ব্যান ওঠার পর নতুন-পুরোনো মিলিয়ে প্রায় ৩০ জন ফুটবলারকে নথিভুক্ত করেছে তারা। তালিকায় কোনও বিদেশি নেই। অর্থাৎ একটা বিষয় স্পষ্ট, এখনও পর্যন্ত ভারতীয় ফুটবলারদের নিয়েই দেশের সর্বোচ্চ লিগে খেলার জন্য তৈরি হচ্ছে মহমেডান। এর পিছনে কারণ দুইটি। এক তো আর্থিক সমস্যা। তাছাড়া গত মরশুমে ফুটবলারদের বেতন বকেয়া রাখার শাস্তিস্বরূপ ফের নির্বাসনের মুখে পড়ছে মহমেডান। ফলে শীতকালীন দলবদলের বাজারে নতুন করে কোনও ফুটবলারকে সই করাতে পারবে না তারা। অর্থাৎ ভারতীয় ফুটবলাররাই এখন সাদা-কালোর ভরসা।

বিশ্বকাপের আগে চোট শাহিনের

মেলবোর্ন, ৩১ ডিসেম্বর : শাহিন শা আফ্রিদির চোট-ভাগ্য যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। বিগ ব্যাশ লিগের মাঝপথেই হাঁটুতে চোট পেয়ে ২০২৫-'২৬ মরশুম থেকে ছিটকে গেলেন এই পাকিস্তানি পেসার। চলতি টুর্নামেন্টে মেলবোর্ন রেনেগেডসের হয়ে খেলছিলেন তিনি। কিন্তু চোট এতটাই গুরুতর যে, তাঁর বদলে নতুন বিদেশি ক্রিকেটারের খোঁজ শুরু করে দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। টি২০ বিশ্বকাপের আগে শাহিনের এই চোট চিন্তায় ফেলেছে পাক ক্রিকেট বোর্ডকে। ইতিমধ্যে রিহ্যাবের জন্য তাঁকে দ্রুত দেশে ফেরার নির্দেশ দিয়েছে পাক বোর্ড। বিশ্বকাপের আগে শাহিন সুস্থ না হলে চাপ বাড়বে পাক দলের।

ভিলার দৌড় থামাল আর্সেনাল

লন্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টার, ৩১ ডিসেম্বর : অপ্রতিরোধ্য অ্যাস্টন ভিলার দৌড় থামাল আর্সেনাল।

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১১ ম্যাচ জয়। প্রিমিয়ার লিগে সংখ্যাটা ৮। সেই ভিলাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল। ৪-১ গোলে ম্যাচ জিতল

ড্র ইউনাইটেড, চেলসির

গানাররা। অন্যদিকে লিগ টেবিলের 'লাস্ট বয়' উলভসের কাছে আটকে গেল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ড্র করল চেলসিও।

আর্সেনাল-ভিলা ম্যাচের প্রথমার্ধ দেখে একেবারেই আঁচ করা যায়নি পরের পঁয়তাল্লিশ মিনিটে কী হতে চলেছে। ৪৮ মিনিটে ব্রাজিলীয় ডিফেন্ডার গাব্রিয়েল মাগালহায়েসের গোলে এগিয়ে যায় গানাররা। চার মিনিট পর দ্বিতীয় গোল মার্টিন জুবিমেন্ডির। দ্বিতীয়ার্ধে বেশিরভাগ সময়টাই বল রইল ভিলার অর্ধে। ৬৯ মিনিটে ৩-০ করেন লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড। ৭৮ মিনিটে লক্ষ্যভেদ গাব্রিয়েল জেসুসের। ম্যাচের শেষবেলায় একটি গোল শোধ করেন ভিলার ওলি ওয়াটকিন্স। এদিন ম্যাচ শেষে সাজঘরে ফেরার সময় আর্সেনাল সমর্থকদের বিরুপ শুনে মেজাজ হারান অ্যাস্টন ভিলার গোলরক্ষক এমি মার্টিনেজ। পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন তাঁর সতীর্থরা।

এদিকে, প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলের একেবারে শেষে থাকা উলভসের সঙ্গে ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ২৭ মিনিটে ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন জোশুয়া জির্কজি। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে গোল শোধ করে উলভস। দ্বিতীয়ার্ধে সুযোগ নষ্টের বন্যা বওয়াল রুবেন অ্যামোরিমের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। চেলসি-বোর্নমাউথ ম্যাচ শেষ হল ২-২ গোলে। চারটি গোলই হল ম্যাচের প্রথমার্ধে। ব্লুজ ব্রিগেডের পক্ষে লক্ষ্যভেদ কোল পামার ও এঞ্জো ফার্নান্ডেজের।

চোট থেকে ফিরে গোল করে ঈশ্বর স্মরণ গ্যাব্রিয়েল জেসুসের। মাঠ ছেড়ে সাজঘরে ফেরার পথে আর্সেনাল সমর্থকদের সঙ্গে বচসায় এমি মার্টিনেজ।

বড় জয় বর্ধমানের

বোলপুর, ৩১ ডিসেম্বর : বেঙ্গল সুপার লিগে বুধবার বর্ধমান ব্লাস্টার্স ৪-১ গোলের বড় জয় পেয়েছে হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটোর হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে। লিগে এটা তাদের প্রথম জয়। বোলপুর স্টেডিয়ামে ঘরোয়া দলকে ২ মিনিটে এগিয়ে দেন চিজোবা। ৪ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান গৌতম। ১৯ মিনিটে উজ্জ্বলের গোল হাওড়া-হুগলির ম্যাচে ফেরার আশা শেষ করে দেয়। ২৮ মিনিটে চিজোবা নিজের দ্বিতীয় গোলটি তুলে নেন। ৮০ মিনিটে হাওড়া-হুগলির সান্ত্বনাসূচক গোলটি করেন ফইজ। ৬ ম্যাচে বর্ধমানের পয়েন্ট এখন ৪। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে হাওড়া-হুগলি ১২ পয়েন্ট পেয়েছে। তারা রয়েছে তিন নম্বরে।

৫ সোনা আরএসএ-র

জলপাইগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : বেঙ্গল তাইকোনডো অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় কলকাতার একটা বেসরকারি কলেজে আয়োজিত ওপেন ন্যাশনাল তাইকোনডো চ্যাম্পিয়নশিপে ৫ সোনা, ৫ রুপো ও ৩টি ব্রোঞ্জ জিতল জলপাইগুড়ির আরএসএ তাইকোনডো ইউনিটের খেলোয়াড়রা। ২৯-৩০ ডিসেম্বর হয়ে যাওয়া প্রতিযোগিতায় সারা দেশের প্রায় ৯০০ প্রতিযোগী অংশ নেয়। সেখানে ওঙ্কার আচার্য ৫৭ কেজি সিনিয়ার, মেঘরিকা দে ৪০ কেজি সাব-জুনিয়ার, আয়ুষ্মান কুন্ডু ৩৫ কেজি সাব-জুনিয়ার, নীলাঞ্জনা কর্মকার ৩৩ কেজি সাব-জুনিয়ার কায়োরুগি এবং প্রিয়াঙ্কা রায় সিনিয়ার পুমসে বিভাগে সোনা জিতেছেন।

ম্যাচের সেরা হয়ে মহম্মদ সাজিদ। ছবি : নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

সেমিতে পান্ডে একাদশ

বারবিশা, ৩১ ডিসেম্বর : উদয়ন কালচারাল সোসাইটির সেলস ট্যাক্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল শিলিগুড়ির পান্ডে একাদশ। বুধবার দ্বিতীয় কোয়ার্টারি ফাইনালে তারা ২০ রানে অসমের সিএসকে দলকে হারিয়েছে। প্রথমে পান্ডে ২০ ওভারে ১১৬ রানে সব উইকেট হারায়। বঙ্গ পিন্টু ২২ রান করেন। অঙ্কুরের শিকার ২৮ রানে ৩ উইকেট। জবাবে সিএসকে ১৮.৪ ওভারে ৯৬ রানে গুটিয়ে যায়। গোরা পাঞ্জাব ৩৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা মহম্মদ সাজিদের শিকার ১৮ রানে ৫ উইকেট। গেম চেঞ্জার আকাশ চণ্ডীগড়ের অবদান ১৭ রান। শুক্রবার তৃতীয় কোয়ার্টারি ফাইনাল খেলবে কোচবিহারের শুভ একাদশ এবং জেডিএস একাদশ।

ওয়ারিয়র্সের জয়

নিশিগঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : খেজুরতলা নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে ২০২০ ওয়ারিয়র্স ব্যাচ ৪২ রানে ২০২১ ফিনিক্স রেঞ্জার্স ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ব্যাট করে ওয়ারিয়র্স ৪ উইকেটে ১৪০ রান করে। ম্যাচের সেরা রাজু বর্মন অপরাজিত ৬৯ রান করেন। জবাবে ফিনিক্স ৯ উইকেটে ৯৮ রানে আটকে যায়।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে রাজু বর্মন। ছবি : তাপস মালাকার

জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন বিনীত লোহার।

বড় জয় দলসিংপাড়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : মধুর মিলন সংঘের মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবলে বুধবার আলিপুরদুয়ারের দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ৪-০ গোলে চূর্ণ করে সিকিমের ডেনজং বয়েজকে। মিলন মোড় মাঠে ৫৭ মিনিটে গোল করেন হেমরাজ ভুজেল। ম্যাচের সেরা বিনীত লোহারের জোড়া গোল এসেছে ৭৫ ও সংযোজিত সময়ের তৃতীয় মিনিটে। বাকি গোলটি ইয়ংতেন লামার (৮২ মিনিটে)। শুক্রবার প্রথম কোয়ার্টারি ফাইনালে মিলন মোড়ের সিএনএফএ মুখোমুখি হবে তরঙ্গবাড়ি এফসি-র।

ফাইনালে খয়েরবাড়ি ইলেভেন

ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে আবেদ সুলতান।

রাঙ্গালিবাজনা, ৩১ ডিসেম্বর : মাদারিহাটের দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে দানস্রাং ক্লাবের নকআউট টি২০ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল খয়েরবাড়ি ইলেভেন। মঙ্গলবার সেমিফাইনালে তারা ৩ রানে হারিয়েছে মাদারিহাটের এমকেবি ফার্ম বয়েজকে। দক্ষিণ খয়েরবাড়ি উপজাতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রথমে খয়েরবাড়ি ১৯.৪ ওভারে ১৭৮ রানে অল আউট হয়। আক্রম শা ৬৭ রান করেন। শুভম ভুজেল নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে এমকেবি ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৭৫ রানে থামে। শুভমের অবদান ৪৬ রান। ম্যাচের সেরা খয়েরবাড়ির আবেদ সুলতান ৫ উইকেট নেন। ৪ জানুয়ারি ফাইনালে খয়েরবাড়ির প্রতিপক্ষ তেলিপাড়ার কাশিয়াঝোরা প্লেয়ার্স ইউনিট।

ছবি : মোস্তাক মোরশেদ হোসেন